সমাজতন্ত্রবাদ

[Mr. Charles H. Olin কৃত মূলগ্রন্থের
ভাবানুবাদ]

শ্রীগোপাললাল সান্যাল

আত্মশক্তি কার্য্যালয়
৯৩।১এ বৌবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

নিবেদন

বর্ত্তমানে সমাজ ও রাষ্ট্রনীতিবিদগণকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—সাম্রাজ্যবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী। এই দুই শ্রেণীর আদর্শ অনেকাংশে এক হলেও কার্য্যপ্রণালী সম্পূর্ণ পৃথক, বস্তুতঃ পরস্পরবিরোধী। অন্যান্য মতাবলম্বী লোকগণ অনেকাংশে এই দুই দলেরই শাখা প্রশাখাভুক্ত মাত্র।

সাম্রাজ্যবাদীরা বহুদিন জগৎ শাসন করলেও বিগত শতাব্দী থেকে সমাজতন্ত্রবাদীগণও ক্রমশঃ প্রাধান্য লাভ করছেন। বর্ত্তমানে জগতের অধিকাংশ দেশই সমাজতন্ত্রী আদর্শে পরিচালিত. দুঃখের বিষয় এইরূপ জনপ্রিয় মতবাদের বিবরণ পূর্ণ কোনও গ্রন্থই এ পর্য্যন্ত বাংলাভাষায় হয় নাই, আমারই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম প্রচেষ্টা। এরূপ কাজের বহু ত্রুটী-বিচ্যুতি থাকা সম্ভব।

এ ক্ষুদ্র চেষ্টা কতদূর সফল হয়েছে তা সুধীবর্গ বিবেচনা করবেন। নিবেদন ইতি শুক্রবার ১৮ই বৈশাখ, ১৩৩২ সাল।

শ্রীগোপাললাল সান্যাল।

সমাজতন্ত্রবাদ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুচনা

মাত্র কয়েক বছর পূর্ব্বেও অধিকাংশ লোক সমাজতন্ত্রবাদকে আকাশ-কুসুম মনে করতেন। কিন্তু সে দিন চলে গেছে। গত কয়েক বছরে সমাজতন্ত্রী মতবাদ বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং আজকাল বহু শিক্ষিত ব্যক্তিই সমাজতন্ত্রী ভাব মনে মনে পোষণ করেন।

আমেরিকার ইতিহাস আলোচনা করলেই এ বিষয় বেশ বোঝা যায়। সেখানকার সমাজতন্ত্রী শ্রমজীবিদল (Socialist Labour Party) গত ১৯০৪ সালে ইউজেনী ডেবস্ (Eugene Debs) নামক যে বিখ্যাত শ্রমজীবি নেতাকে প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচিত করবার জন্য নির্ব্বাচনে দাঁড় করিয়েছিলেন, তিনি ডেমক্র্যাটিক দলের পদ-প্রার্থীর চেয়ে ঢের বেশী ভোট পেয়েছিলেন। ক্রমশঃই প্রতি বছরে সমাজতন্ত্রীরা বেশী ভোট পেতে লাগলেন, অবশেষে কয়েক বছরের মধ্যে তাদের ভোট অন্য দলের সমান সমান হয়ে উঠেচে। (বিলেতে ত সমাজতন্ত্রীরাই কিছুদিন পূর্ব্বে শাসনভার হাতে পেয়েছিলেন)।

আমেরিকার ভূতপূর্ব্ব প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সমাজতন্ত্রীদের বহু ধারণায় বিশ্বাস করতেন এবং সে ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে অনেক সৎকাজও তিনি করেছেন। আয়-কর ও সম্পত্তির উপর কর বসাবার প্রস্তাব তিনিই করে গেছেন। তাছাড়া কোনও ধনীব্যক্তি যাতে এক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার

অধিক টাকা জমা করে না রাখতে পারেন তার প্রস্তাবও তিনি করে-ছিলেন। এইরূপ নানাদিক দিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় সমাজতন্ত্রী মতবাদ ক্রমশঃই জনসমাজে প্রিয় হয়ে উঠচে। এর কারণ নির্দ্দেশ করতে গেলে নিম্নলিখিত সমস্যাগুলিই প্রধান বলে মনে হয়—

বহুসংখ্যক কোটিপতির আবির্ভাব

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র আজকাল পৃথিবীতে সব চেয়ে ধনী দেশ। কিন্তু পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বের যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে সে সময় মাত্র মুষ্টিমেয় কোটিপতি ছিল। বস্তুতঃ ১৮৩০।৪০ সালে আমেরিকায় বড়-লোক ছিল না বললেই হয়, যদিও অতি দরিদ্রও খুব কম ছিল। কিন্তু আজ? আজ আমেরিকার এক একজন ধনীর আয় অনেক রাজার চেয়েও ঢের বেশী। আজকাল সমগ্র পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যত কোটিপতি আছে একমাত্র আমেরিকায়ই তার চেয়ে ঢের বেশী আছে।

প্রথমে ভাবলে মনে হয় এরূপ ধনীক-বহুল দেশে সমৃদ্ধি সম্পন্ন লোকই বেশী এবং এ ধন বোধ হয় জাতির ধনশীলতাই জ্ঞাপন করে। কিন্তু তা নয়। যদি দেশের অধিকাংশ লোকই এইরূপ ধনবান হ'ত তাহলে অবশ্য কথা ছিল না। কিন্তু এই বহুল অর্থ জনকয়েক সমৃদ্ধি সম্পন্ন লোকের হাতে আবদ্ধ থাকায় অন্যান্য লোকদের দারিদ্র্য বেড়েই চলেছে। এক আমেরিকাতেই আজ অন্ততঃ ত্রিশ লক্ষ লোক অর্থহীন বেকার হয়ে আছে। একমাত্র নিউইয়র্ক সহরে জনকয়া ১২ জনের মধ্যে একজন বেকার!

এই দারিদ্র্য ও বেকারের ফলে এক বিরাট

প্রলেটারিয়েট

জনসমুদ্রের সৃষ্টি হয়েচে। 'প্রলেটারিয়েট' কথাটীর মূল অর্থ "সব চেয়ে নীচশ্রেণীর শ্রমজীবি।" কিন্তু আজ কাল এর অর্থ বদলে গেছে। যে সব

শ্রমজীবি কলকারখানার মালিক নয় অথচ বিভিন্ন কলকারখানায় কাজ করে, এক কথায় যে সব বিত্তহীন শ্রমজীবী জীবিকানির্বাহের জন্য অন্য লোকের কারখানায় কাজ করে থাকে আজ তারাই প্রলেটারিয়েট নামে অভিহিত হয়

বর্ত্তমান যুগের কলকারখানা প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে, প্রত্যেক শ্রমজীবী নিজের কাজ ও কারখানার মালিক ছিল। তখন চাষা তার নিজের জমীতে, নিজের লাঙ্গলে যে সব জিনিষ উৎপন্ন করত, তা তাঁতী বা ছুতোরের কাছে বিক্রি করত তাদের নিজ কারখানায় নিজ হাতে তৈরী জিনিষ খরিদ করবার জন্য। তখন সকলেই নিজ নিজ জিনিষের মালিক ছিল। চাষা, তাঁতী ছুতার, মুচি—সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তৃত্বে নিজের কারখানায় সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রস্তুত ও সরবরাহ করত। তারা তখন সবাই স্বাধীন ছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ হিতার্থে কাজ করত এবং নিজের যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই খাটত।

কিন্তু কতকলোক এরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত ধনী হয়ে পড়ল। নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনবার বা তৈরী করবার মত আর্থিক সচ্ছলতা তাদের হল সেই জন্য তারা অপরের তৈরী জিনিষ ক্রয় করতে আরম্ভ করল। চাষা ও মিস্ত্রীরা এইজন্য নিজ প্রয়োজন অপেক্ষাও কিছু বেশী উৎপাদন বা তৈরী করতে লাগল।

এই জন্য কোনও কোনও লোক অপরের জন্যও জিনিষ তৈরী আরম্ভ করল। ক্রমশঃই তাদের ব্যবসা বাড়তে লাগল, কাজেরও ভীড় হতে লাগল। সুতরাং তারা নিজ নিজ সংসারের লোক দ্বারা কাজ করিয়ে অন্যলোকও ভাড়া করতে লাগল। তাদের সংসারের লোক সংখ্যা সাধারণতঃ খুবই কম থাকত; তাই এ সকল ভাড়াটে লোকও তাদের সঙ্গে একবাড়ীতেই সমব্যবহার পেত। এই কর্ম্মীরাও ব্যবসায়ের মালিককে নিজ আত্মীয় জ্ঞানে তার মঙ্গলকে নিজের মঙ্গল জ্ঞান করেই ভালভাবে

কাজ করত। তারা শুধু খাওয়া পরার জন্যই কাজ করত না, এই আশায় কাজ করত যে একদিন তারাই ব্যবসায়ের মালিক হবে।

ক্রমশঃই নূতন নূতন জিনিষের আবির্ভাব হতে লাগ্‌ল। আজকাল যে সব জিনিষের কারবার করে' অনেক লোক ধনী হয়েছেন, পূর্ব্বেকার অনেক লোক তার নামই জানেন না। আমেরিকার কেরোসিন তেলের আবির্ভাবের পূর্ব্বে লোকে মোমবাতী ব্যবহার করত। তারপর যখন দেখা গেল পেট্রোলিয়মেও তেলের কাজ খুব ভাল হয় তখন রকফেলার-এর ন্যায় ব্যক্তি সময় বুঝে পেট্রলিয়ম বিক্রি করেই কোটিপতি হয়ে গেলেন। আবার গ্যাস আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ব্যবসায়ের পথ খুলে গেল। এইরূপে কয়লা, ইলেকট্রিক, বাষ্প ইত্যাদির আবিষ্কারেও ব্যবসায়ের ঢের উন্নতি হল। রেলপথ হওয়ায় ছোট ছোট ব্যবসাদারদের জিনিষ সরবরাহ করা সহজসাধ্য হল। ক্রমেই জিনিষের চাহিদা বাড়ল, নূতন নূতন দোকানও খোলা হল, মিল প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। ক্রমশঃ সমস্ত ব্যবসা গ্রাম্য ছোট ছোট খামার বা কারখানা থেকে বড় বড় মিল ও ফ্যাক্টরীতে স্থানান্তরিত হল। তাই আজ চাষার আর কোনও আদর নেই—সে আজ কেবল জমী চাষ করে মাত্র।

প্রথমে দোকান বা মিলের কলকব্জা সরল ও অল্প ছিল। এইজন্য ঐ সব কারখানা বা মিল গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত হত। ক্রমশঃ কলকব্জাও যেমন আরও জটিল ও বড় হতে লাগ্‌ল, সে গুলি রাখবার জন্য এবং তাদিয়ে কাজ করবার জন্য বেশী জায়গা ও বেশী লোকের প্রয়োজন হল। গ্রাম্য বালক ও যুবকগণ বাপ পিতামহের খামার ছেড়ে কলে কাজ আরম্ভ করল। এর ফলে গ্রাম ও ক্রমশঃ বড় হতে লাগ্‌ল। বেশী লোক সমাগম হওয়ায় তাদের আবাসস্থানের পর্য্যাপ্ত বন্দোবস্ত করতে হল, গ্রাম সহরে পরিণত হল। তারপর আরও ব্যবসায়ের বৃদ্ধি হওয়ায় তা নগরে পরিণত হল।

আবার, বড় বড় মিল ও কারখানা প্রতিষ্ঠিত করতেও অনেক

অর্থের প্রয়োজন। পূর্ব্বে যে টাকায় ব্যবসা চল্‌ত, এখন আর তা হয় না। কাজেই কোনও ব্যবসায়ীকে কাজ আরম্ভ করবার পূর্ব্বে অন্য লোকের অর্থ সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন হল।

এইরূপে হল অংশীদারের সৃষ্টি। ক্রমশঃ বিভিন্ন অংশীদার মিলিত হয়ে লিমিটেড কোম্পানী করতে লাগলেন।

এইরূপ কার্য্য-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মালিক পূর্ব্বের ন্যায় সহকারীদের প্রতি যত্ন নেওয়া বন্ধ করলেন। পূর্ব্বে অল্প কয়েকজন লোক হয়ত বা মালিকের বাড়ীরই এক অংশে কাজ করত। তখন তিনি তাদের সঙ্গে সহকর্ম্মীভাবে মিশবার সুযোগ পেতেন, এখন আর তা হয় না। প্রথমে তিনি হয়ত নিজেই ব্যবসায়ের ম্যানেজার হয়ে সমস্ত কাজ দেখাশুনা করতেন। ক্রমশঃ আরও ধনী হয়ে তিনি হয়ত অন্য একজন ম্যানেজার নিয়োগ করলেন —তিনি কেবলমাত্র কারখানা ও জিনিষ পত্রের মালিক হয়েই রইলেন।

যাতে খুব বেশী লাভ করতে পারেন, তার জন্য মালিক যত কম বেতনে কর্ম্মচারী নিয়োগ করতে পারেন তার চেষ্টা করতে লাগলেন। কোনও কোনও মালিক হয়ত কর্ম্মচারীদের প্রতি বেশ ভাল ব্যবহারই করতে লাগ্‌লেন কিন্তু কেউ কেউ আবার এই কর্ম্মচারীদের কারখানার মেশিনেরই একাংশ বিবেচনা করে কঠোর ব্যবহার করতে লাগলেন অর্থাৎ তাঁরা ঐ লোকদের কাছ থেকে যত কম টাকা দিয়ে বেশী কাজ পেতে পারেন তার চেষ্টা করলেন। ব্যবসার উন্নতি হলেও কর্ম্মচারীরা তার লাভের অংশ থেকে বঞ্চিত হতে লাগ্‌ল। আবার যখন ব্যবসা মন্দা, তখন হয়ত কর্ম্মচারীদের জীবিকা উপার্জ্জন ও অনিশ্চিত হয়ে দাঁড়াল।

শ্রমবিভাগ

ব্যবসায়ের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদেরও কার্য্য-বিভাগ করতে হল। আগে যেমন প্রত্যেক মিস্ত্রীরই যে কোনও কাজ সম্পূর্ণভাবে আরম্ভ

করতে হত, এখন আর তা হয় না, এখনকার বৃহৎ অনুষ্ঠানের একাংশে অভিজ্ঞ হলেই চলে। এইরূপে, প্রতিদিন নিয়মিতভাবে একই কাজ করায় তাদের নির্দ্দিষ্ট কাজ ছাড়া অন্য সব বিষয়ে অমনোযোগীতা বাড়ল এবং তার জন্য ভবিষ্যতে প্রধান কর্ম্মী বা কর্ম্মকর্ত্তা হবার আশাও সুদূরপরাহত হল। অবশ্য মুষ্টিমেয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিভাশালী কর্ম্মীর কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু তাঁদেরও সিদ্ধিলাভ পূর্ব্বের চেয়ে অধিক আয়াস সাধ্য হল।

এইরূপ শ্রমবিভাগের ফলে বর্ত্তমানে এরূপ একদল শ্রমজীবির আবির্ভাব হয়েচে, যাঁরা তাঁদের নির্দ্দিষ্ট কাজ করা এবং মাসান্তে মাহিনা নেওয়া ছাড়া আর কোনও উচ্চাশা মনে পোষন করেন না। কেন না যে অবস্থায় বর্ত্তমানে তাঁরা কাজ করেন তাতে কোনও উন্নতির আশা একরূপ নেই বল্লেই চলে।

গরীব এবং ধনিক সম্প্রদায়ের মধ্যে এইরূপ কঠিন গণ্ডির নিগড় থাকায় প্রলেটারিয়েটগণ মনে করেন বর্ত্তমান ব্যবসায় নীতিই এ প্রকার অন্যায়ের মূল কারণ; এবং যতদিন না অল্পসংখ্যক ধনিকের হাত থেকে জাতির সমস্ত অর্থসম্পদ চলাচলের ভার অধিকসংখ্যক জনসাধারণের হাতে আসে এবং ব্যবসায়ের লাভের অংশ আরও উদারভাবে শ্রমিকদের মধ্যে ভাগ করে দেবার বন্দোবস্ত করে' তাঁদেরও উন্নতি করবার সুযোগ দেওয়া হয়, ততদিন পৃথিবীর কল্যাণ নাই।

একই দ্রব্যের ব্যবসায়ীর বিভিন্ন লিমিটেড কোম্পানীর সমবায় সমিতিগুলিও অল্পসংস্থান-বিশিষ্ট অন্য কোনও ব্যক্তি বা দল বিশেষের ব্যবসায়-প্রচেষ্টার কম শত্রু নয়। এই সমিতির আবর্ত্তনে পড়ে অনেক ছোট ব্যবসায়ীই লালবাতী জ্বালতে বাধ্য হন। (আমেরিকায় এইরূপ বিভিন্ন লিমেটেড কোম্পানীর সমবায় সমিতিকে 'ট্রাষ্ট' বলে। আমাদের দেশে এরূপ 'ট্রাষ্ট' নাই কিন্তু বিভিন্ন 'চেম্বার অফ কমার্স', পোর্টকমিশনার্স' প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে এরূপ ট্রাষ্টের তুলনা করা যেতে পারে। বিশেষতঃ

কলকাতায় সাহেবদের 'বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স' প্রয়োজন হলে কিরূপভাবে স্বদেশী ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদ সাধন করেন তা ব্যবসায়ী সমাজে অজ্ঞাত নাই। এখানে ট্রাষ্টের পরিবর্ত্তে চেম্বার অফ কমার্সের কথা মনে রাখলেই অনেকে বেশ বুঝতে পারবেন।)

এইসব ট্রাষ্টের বিরুদ্ধে অনেকেই এই অভিযোগ আনেন যে বিভিন্ন ব্যবসায়ী কোম্পানী এদের হাতে থাকায় এঁরা ইচ্ছানুরূপ অর্থ সাহায্য পেতে পারেন; এবং এই অর্থবলে বলীয়ান হয়ে জাতীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচনকালে ট্রাষ্টের প্রতি পক্ষপাত-বিশিষ্ট লোকদের বিভিন্ন স্থান থেকে নির্ব্বাচনের জন্য দাঁড় করান এবং নির্ব্বাচনে জয়ী হয়ে এই সব লোককে বিভিন্ন বড় বড় রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীর পদে নিযুক্ত করেন; এই সব ট্রাষ্টদের শক্তি রাষ্ট্র-শাসকদের মধ্যেও অপ্রতিহত থাকে। (শুনা যায়, গত বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় পরিষদের মন্ত্রীদ্বয়ের বেতন ভোটে প্রত্যাখ্যাত হলে সাহেব-দের চেম্বার অফ কমার্স মন্ত্রীদের অর্থ সাহায্য করে মন্ত্রীপদে বহাল রেখে-ছিলেন) অনেক সময়ে এও শোনা যায় তাদের স্বার্থ বিরোধী কোনও প্রকার প্রস্তাব রাষ্ট্রীয়—পরিষদে উত্থাপন করলে উক্ত আইন প্রস্তাবককে ঘুষ দিয়ে ওরূপ আইন উত্থাপন করাতে নিরস্ত করেন। এইরূপে ব্যবস্থা-পক সভার সভ্যগণ ঐ প্রকার ট্রাষ্ট বা ধনিকসম্প্রদায়ের ঘুষখোর হয়ে উঠেচেন। অবশ্য এ কথা বলা যায় না যে ব্যবস্থাপক সভার সকলেই ঘুষখোর। সেখানে ভাল লোক যেমন আছেন মন্দ লোকও তেমনি আছে কিন্তু একথা ঠিক যে ব্যবস্থাপক সভায় ট্রাষ্ট বা ধনিকসম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা-কল্পে বহু সভ্য থাকেন।

সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন যতদিন না সম্প্রদায় বা সমিতি-বিশেষের পক্ষের নির্ব্বাচন লোপ করে জনসাধরণের মধ্য থেকে সমস্ত সভ্য নির্ব্বাচনের আইন প্রবর্ত্তন হয়, এক কথায় যতদিন জনসাধারণ নির্ব্বাচনে সম্পূর্ণ অধিকার না পায় ততদিন বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি হবে না।

ধনিক ও বিচারালয়

অনেকেই বলেন বিচারালয় ধনিক ও মহাজনদের প্রতি বেশ সদয়। যাদের অর্থসম্পদ এবং সমাজে প্রতিপত্তি আছে তাঁরা আইন ভঙ্গ করলেও অনেক সময় দরিদ্রের ন্যায় কঠোর সাজা পান না। তা ছাড়া অর্থবান অপরাধী নিজ অর্থবলে আদালতের শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞকে তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য নিযুক্ত করেন এবং এই সব আইনজীবি আইনের অক্ষর বাঁকিয়ে যতদূর সম্ভব নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য তার কদর্থ করেন। এরকম আইনবিচার বা আইনজীবির সাহায্য দরিদ্র শ্রমজীবি কখনও পান না।

সিকাগোতে কিছুদিন আগে এরূপ একটী ঘটনা ঘটেছিল। ঐ সহরের এক ওয়ার্ড থেকে শ্রমজীবি গণ কোনও ব্যক্তি বিশেষকে স্থানীয় মিউনিসি-প্যালিটীতে তাঁদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করেছিলেন। কিন্তু ঐ স্থানের কোনও মোটরগাড়ীব্যবসায়ীর ট্রাষ্ট সে ব্যক্তিকে পছন্দ করত না। এই ট্রাষ্ট-কর্ত্তৃপক্ষ তখন নির্ব্বাচন সমিতির তিন জন বিচারপতির দুইজনকে ঘুষ দিয়ে অনুরোধ করলেন যেন উক্ত ব্যক্তির নির্ব্বাচন ভুল হয়েচে বলে নাকচ করে দেওয়া হয়। সৌভাগ্যবশতঃ এই ঘুষ দেওয়ার কথা জন-সমাজে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে এবং শ্রমজীবিদল তাদের বিরুদ্ধে আদালতে নালিশ করেন। ট্রাষ্ট কর্ত্তৃপক্ষ অবস্থা খারাপ দেখে সমস্ত দোষ স্বীকার করেন। কিন্তু তবু বিচারপতি তাদের এই বলে খালাস দিলেন, যে, "তাঁরা কোনও অসদভিপ্রায়ে এ কাজ করেন নি।" এর উপর টীপ্পনি নিষ্প্রয়োজন।

বিখ্যাত কেরোসিন তেল ব্যবসায়ী ষ্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর নাম জগদ্বিখ্যাত। এঁরা নিজ ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে যে কত গর্হিত কাজ করেছেন তা ভেবে দেখলে লজ্জিত হতে হয়। ১৯০৫-৬ সালে আমেরিকার অনেকগুলি ইনসিওরেন্স কোম্পানী ও কয়েকটী ব্যাঙ্ক ফেল হবার পর ধনিকগণ সাধারণের অর্থ নিয়ে নিজ নিজ স্বার্থ-সংরক্ষণে কিরূপ অপব্যয়

করেন তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। অনেক ব্যবসায় বুদ্ধিহীনদের মনে এ সকল কথা আশার সঞ্চার করবে।

সমাজতন্ত্রবাদীরা বলেন, আজকাল পূর্ব্বের চেয়ে বেশী মেয়ে পুরুষদের কাজ করার ফলে মানবজাতির বিষম অকল্যান হচ্চে। অনেক মহিলা স্বেচ্ছায় কাজ করেন সত্য, কিন্তু বহু স্ত্রীলোক বর্ত্তমানে অবস্থার ফেরে পড়েই কাজ কর্ম্ম কর্ত্তে বাধ্য হয়েছেন। আজকাল খাওয়া পড়ার খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং চাকরীর দুর্ম্মূল্যতায় সংসারের বোঝা বড় একটা কেউ ঘাড়ে নিতে চায় না। এর ফলে যে সব মেয়ে সুগৃহিণী হতে পারতেন তাঁদের বাধ্য হয়ে আপিসে, কারখানায় বা দোকানে কাজ নিতে হচ্চে। অল্প সংখ্যক লোক বিয়ে করার ফলে সন্তানও তাদের হচ্চে খুব কম, এই জন্ত সমগ্র জাতির জনসংখ্যা কমে আসছে। একমাত্র অর্থ নৈতিক অবস্থাই যে এর কারণ তাও অস্বীকার করবার উপায় নেই।

সাংসারিক ব্যয়বাহুল্য

হিসাব করে দেখা গেছে মাত্র দশ বছরের মধ্যে টাকার দাম চার ভাগের এক ভাগ কমে গেছে। অর্থাৎ দশ বছর পূর্ব্বে যা বারো আনায় পাওয়া যেত আজকাল তা এক টাকার কমে পাওয়া যায় না। অনেক জিনিষের দর এর চেয়ে বেশী হিসেবে বেড়ে গেছে কিন্তু গড়ে পূর্ব্বের হিসেবই ঠিক থাকে। কিন্তু এই অনুপাতে লোকের আয় বাড়ে নি। এর জন্ত যে সব লোকের আয় স্থির আছে তাঁরা পূর্ব্বের চেয়ে গরীব হয়ে পড়েছেন, কেন না টাকার ক্রয়-শক্তি পূর্ব্বের চেয়ে এখন অনেক কম।

শিশু-শ্রমিক নিয়োগ

বিভিন্ন কারখানায় শিশু-শ্রমিক নিয়োগ বর্ত্তমান সময়ের একটা খুব বড় অনাচার। এ সমস্যা সম্বন্ধে পরে আরও বিশদ আলোচনা করা হবে। লক্ষ লক্ষ ছেলে কিছুদিন পূর্ব্বেও কয়লার খনিতে ও কারখানায়

কাজ করত। এখন অনেক স্থানেই সে নিয়ম আর নেই। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ইহাও স্বীকার্য, যে যতদিন গরীব লোকের অন্নসংস্থানের সুব্যবস্থা না হয়, যতদিন তারা মাত্র দুবেলা আহারের আয়োজন করবার জন্ম বাড়ীর ছোট ছেলেটীকেও বাধ্য হয়ে কারখানায় পাঠাতে বিরত না হয়, ততদিন এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

কারখানার মালিকদেরও মানসিক পরিবর্ত্তন অত্যন্ত প্রয়োজন। তাঁরা বয়স্কদের চেয়ে সস্তায় শিশু মজুর পেয়ে তাদের উপর অত্যাচার এবং কারখানার কাজে নিয়োগ করায় যদি না স্বইচ্ছায় বিরত হন, তা হলে খুব কঠিন আইনও তাঁদের বিরত করাতে পারবে না; মানসিক পরিবর্ত্তনই এর একমাত্র উপায়।

শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের মনে স্বতঃই এই সব সমস্যা আজকাল উদিত হয়। এইসব লোকের কেউ কেউ এ সমস্যাগুলির বিষয় মাত্র চিন্তাকরা ছাড়া আরো কিছু বেশী করতে চান; তাঁরা চেষ্টা করে দেখ্‌চেন এ সকল অন্যায়ের প্রতিবিধান করবার কোনও উপায় আছে কি না। কেউ কেউ বলেন বর্ত্তমান অবস্থায় যেমন আছে তেমনি চলুক, সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। আবার আর একদল লোক আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ব্যতীত বর্ত্তমানের বিবিধ সমস্যার সমাধান হবেনা।

এই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন-পন্থীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রীগণ অন্যতম। তাঁরা বিশ্বাস করেন দেশের সম্পূর্ণ শাসনভার ও ব্যবসায় ও কলকারখানা পরিচালনের দায়িত্ব দেশবাসীদের হাতে দিলেই সমস্যাগুলির সমাধান হবে। তাদের মত ভাল কি মন্দ তা বিচার করবার ভার আমাদের উপর নয়। কোন আদর্শে চালিত হয়ে তাঁরা বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতি সাধন করবেন, আগামীতে আমরা তাই আলোচনা করব।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সমাজতন্ত্রী কার্য্যধারা

বর্ত্তমান বণিক সভ্যতার বিবিধ দোষ নিরাকরণ মানসে সমাজতন্ত্রী কি কি উপায় অবলম্বন করতে চান, এখন তা আলোচনা করা যাক। প্রথমেই তিনি চান একটী

শ্রমজীবি সঙ্ঘ।

শুধু এক দেশের শ্রমজীবিদের নয়, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন প্রকার শ্রমজীবিদের এক বিরাট সঙ্ঘ তিনি গঠন করতে চান। তিনি মনে করেন একমাত্র সঙ্ঘ শক্তিই তাঁদের মহান উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে। এ মত সমর্থন করে সমাজতন্ত্রবাদী বলেন, শ্রমজীবিদের স্বার্থ কোনও দেশ বা জাতির গণ্ডীবদ্ধ নয়। তিনি বলেন সকল সমাজের সব চেয়ে নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবিদের দুর্দ্দশা আজই হোক বা কালই হোক—একই প্রকার হতে বাধ্য। সেইজন্য এই সমাজতন্ত্রী আন্দোলন বিশ্বব্যাপী আন্দোলন। এর কাছে এক জাতির শ্রমজীবিদের সঙ্গে অন্য জাতির শ্রমজীবির পার্থক্য নির্দ্দেশ করবার কোনও হেতু নেই। এর মূলমন্ত্র হচ্চে সার্ব্বজনীন স্বাধীনতা। এইজন্য সমাজতন্ত্রবাদী মনে করেন, একবার যদি তিনি শ্রমজীবিদের বিরাট সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, তা হলে বিশ্বব্যাপী

সমবায় সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠিত করা সহজসাধ্য হবে; কেন না বিশ্বব্যাপী সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হলে দেশ শাসনের বিভিন্ন যন্ত্র অধিকার করাও সহজ হবে।

সমাজতন্ত্রী বলেন বর্ত্তমান সময়ের ব্যবসায়—নীতির সঙ্গে গণতান্ত্রিক

শাসন প্রণালীর একটুও সম্পর্ক নাই। আমেরিকার যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠাতারা যেমন বিশ্বাস করতেন যে সমগ্র দেশবাসী দ্বারাই শাসন যন্ত্র চালিত হবে, তদ্রূপ সমাজতন্ত্রীরাও মনে করেন যে বিভিন্ন পণ্য উৎপন্নের উপায়গুলিও জনসাধারণের অধিকারে থাকা দরকার, যথা জমী, যন্ত্রপাতি, কলকারখানা ইত্যাদি।

সমবায় সাম্রাজ্যে ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে সকল দেশবাসীই রেলওয়ে, কলকারখানা, চাষভূমি, খনি, কারখানা ও উৎপন্ন দ্রব্যাদির মালিক হবে—বর্ত্তমানের ন্যায় অল্প কয়েকজনের অধিকারভুক্ত থাকবে না।

বর্ত্তমান অবস্থায় মানুষ দুইটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল শ্রমজীবি, তারা কেবল মাসমাহিনা কামাই করেই নিজেদের অন্নসংস্থান করে। স্বাধীনভাবে কাজ করতে হলে তাদের যন্ত্রপাতি বা কারখানা দরকার—কিন্তু তা তাদের নাই, ধনিকদের আছে। অর্থাৎ এই ধনিক শ্রেণীর লোক বিভিন্ন প্রকার সুখ—স্বাচ্ছন্দ্য বিধায়ক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করবার উপকরণের মালিক—কিন্তু প্রকৃতই দ্রব্যাদি প্রস্তুতকারক যে সব শ্রমজীবি, তাদের কিছুতেই অধিকার নেই।

সমাজতন্ত্রী শাসনে এরূপ ব্যবস্থা থাকবে না। যদি প্রত্যেক কারখানা ও যন্ত্রপাতিতে সকলের সম-অধিকার থাকে, তাহলে মাসমাহিনার বন্দোবস্তও থাকবে না এবং তার ফলস্বরূপ একশ্রেণী কর্ত্তৃক অপর শ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষও লোপ পাবে।

সমাজতন্ত্রীরা জানেন যে যতদিন না বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সভার নির্ব্বাচনে তাঁরা অধিক সংখ্যায় নির্ব্বাচিত হন, ততদিন তাঁরা তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবেন না। এইজন্য আপাততঃ যতদিন না তাঁরা বিভিন্ন সরকারী পরিষদ দখল করতে পারেন, ততদিন নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলির সহায়ক আইন সংস্কারে সাহায্য করবেন—

১। শ্রমিকের কার্য্যকাল সংক্ষেপ ও বেতন বৃদ্ধি।

২। বিভিন্ন শ্রমিককে বেকার, রোগ ও দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচবার জন্ত বীমা করা।

৩। বয়স্ক বা স্থবির শ্রমিকদের পেনসনের বন্দোবস্ত।

৪। বিভিন্নস্থানে চলাচলের পন্থা (রেল, ষ্টিমার ইত্যাদি) সংবাদ প্রেরণের পন্থা (টেলিগ্রাফ, টেলিফোন) ও অর্থ বিনিময়ের পন্থায় জন-সাধারণের অধিকার প্রদান

৫। এক নির্দ্দিষ্ট অর্থাগমের অধিকের উপর আয়কর ও পৈতৃক সম্পত্তির উপর করস্থাপন। এই কর দ্বারা যে টাকা পাওয়া যাবে তা দিয়ে শ্রমিকদেব একটী নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত শিক্ষাদানের বন্দোবস্ত করা।

৬। স্ত্রী পুরুষ ও জাতিনির্ব্বিশেষে বিভিন্ন প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের ভোট অধিকার প্রদান।

৭। শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট নিবারণ কল্পে ধনিকদের সৈন্তের সাহায্য নেওয়ায় বিরত করা।

৮. বিনামূল্যে স্তায়বিচার করা ও বিনামূল্যে আইনজ্ঞের সাহায্য প্রদান। জনসাধারণ কর্ত্তৃক বিচারকর্ত্তা নির্ব্বাচিত করা।

৯। জনসাধারণকে যে কোনও আইন প্রস্তাব করতে বা কোনও প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে ভোট দিতে অধিকার দেওয়া। এই অধিকারানুসারে আইন পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনসাধারণ ভোট দিতে পারবে এবং দরকার হলে নূতন প্রস্তাব উত্থাপন ও করতে পারবে।

১০। সম্প্রদায় বিশেষের উপর প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ভার (Communal Representation) না দিয়ে সমগ্র দেশবাসীর উপর রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচনের অধিকার প্রদান ও যে সব প্রতিনিধি দেশবাসীর মতবিরুদ্ধ কাজ করবে তাদের পরিবর্ত্তে নূতন লোক পুনর্নিবাচনের অধিকার প্রদান।

এ ছাড়া, যে সব প্রস্তাবস্থিরাকী কাজ করলে শ্রমজীবিদের অবস্থা ভাল হবে, যাতে ব্যবসায়ে ও রাজনীতিক্ষেত্রে ধনিকদের প্রাধান্ত লুপ্ত হয় এবং শ্রমজীবিদের বৃদ্ধি পায়, যথা আট ঘণ্টা শ্রমিক-কার্য্যকাল নির্দ্ধারণ, একই প্রকার কাজের জন্ত স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে সমান বেতন নির্দ্ধারণ জন-সাধারণের কাছে চুক্তি করে' কাজ করবার নিয়ম রদ, বেতনভূক্ সৈন্ত কমিয়ে জাতীয় শান্তি সেনা প্রতিষ্ঠা, যুদ্ধ বা শান্তি নির্দ্ধারণের ভার জন-সাধারণের উপর ন্তস্ত করা, সাধারণের জন্ত আলো, বাতাসযুক্ত পরিষ্কার গৃহ নির্ম্মাণ এবং মাত্র খরচের মূল্যে সেগুলো ভাড়া দেওয়া এবং স্কুল কলেজে ও পাঠশালায় বিনা বেতনে শিক্ষাদান করবার ব্যবস্থা করা।

এই তালিকা দেখলেই বোঝা যাবে এদের কার্য্য-তালিকা কিরূপ বিরাট ও সম্পূর্ণ। বলা বাহুল্য, সমাজতন্ত্রীরা উপরোক্ত তালিকানুসারে অনেক কাজ এর মধ্যেই করে ফেলেছেন। এদের প্রথম কথা আট ঘণ্টার শ্রম-দিবস প্রতিষ্ঠা। আজকালকার অনেকের কাছেই দৈনিক বারো ঘণ্টা বা ষোল ঘণ্টা খাটুনীর কথা কিছু নতুন নয়। সে সময় শ্রমিক কাজের দাসত্ব করেই দিন কাটাত—তার কোনওরূপ আত্মবিকাশ বা আমোদ করবার অবকাশ দেওয়া হত না। আজ কাল অধিকাংশ স্থানেই আট ঘণ্টা কাজ করবার আইন হয়েছে, তার চেয়ে বেশী সময় কাজ করলে শ্রমজীবি সমিতির নির্দ্দিষ্ট হারে বেশী কাজের জন্য উপরি-মূল্য দেওয়া হয়। (ভারতে এখনও এ নিয়ম হয় নাই) এ পরিবর্ত্তন যে ভাল হয়েছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কাজের সময়ের লাঘব হওয়ার সঙ্গে যদিও কর্ম্মিদের বেতন বৃদ্ধি হয় নাই তবু আজ কাল শ্রমিক সমিতিগুলির নির্দ্ধারিত বেতনের হার যে পূর্ব্বের হারের চেয়ে অনেক বেশী তাও স্বীকার করতে হবে। কিন্তু জীবিকানির্ব্বাহের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দরও যে কয়েক বছরে খুব বেড়ে গেছে তাও স্বীকার্য্য এবং তার ফলে বেতন বৃদ্ধি সত্বেও আয় ব্যয়ের হার পূর্ব্বের মতনই আছে।

সমাজতন্ত্রীরাই যে এই আট ঘণ্টার শ্রমিক দিবসের প্রবর্ত্তন করেছেন তাও স্বীকার করতে হবে।

শ্রমিকদিগকে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার করবার জন্য খুব বেশী কাজ করা হয় নি, তবে কিছু যে না হয়েচে তাও বলা যায় না। অনেক দোকান ও কারখানায় শ্রমজীবিদের জন্য সমবায় সাহায্য সমিতি আছে; দুঃসময়ে সেখান থেকে শ্রমজীবিদের সাহায্য করবার ব্যবস্থা আছে। কোনও কোনও সমিতি থেকে মৃত কর্ম্মীর সৎকারের ব্যয় বহনও করা হয়। এই সব সমিতিও কেবল মাত্র শ্রমিকদের চেষ্টায়ই প্রতিষ্ঠিত হয়েচে। প্রত্যেকেই এর সাহায্য কল্পে প্রতি সপ্তাহে কিছু কিছু দান ক'রে এর মূলধন বৃদ্ধি করেছেন. উদারমনা ধনিকদেরও কেউ কেউ এতে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

আমেরিকার বোষ্টন ও মেইন রেলরোড কোম্পানীর কর্ম্মচারীরা এই-রূপ সমবায়-সাহায্য-সমিতির প্রতিষ্ঠা করেছেন; কোম্পানীর মালিকরাও এই সমিতিকে সাহায্য করছেন। তাঁরা ঠিক করেছেন যে সব শ্রমিক তাঁদের কোম্পানীতে কাজ করবেন তাদের প্রত্যেককে তার আয়ের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ উক্ত সমিতির সাহায্য কল্পে দান করতে হবে এবং শ্রমিকদের এক নির্দ্দিষ্ট বয়স পর্য্যন্ত কাজ করা হলে ঐ সমিতি থেকে তাদের বৃদ্ধ বয়সের পেনসন স্বরূপ কিছু কিছু টাকা দেওয়া হবে।

আমেরিকার ন্যাশনাল টোব্যাকো কোম্পানী নিজে থেকেই এর কর্ম্ম-চারীদের জন্য এক জীবন বীমা বিভাগের প্রবর্ত্তন করেছেন। কোম্পানী ঠিক করেছেন তার কোনও কর্ম্মচারীর মৃত্যু হলে তাঁর উত্তরাধিকারীকে কোম্পানী থেকে নগদ দেড় হাজার টাকা দেওয়া হবে। বীমার টাকা খুব বেশী না হলেও হাজার হাজার কর্ম্মচারীকে এইরূপভাবে সাহায্য করবার নিয়ম প্রবর্ত্তন করা খুব সুলক্ষণ বলতে হয়। এ সব দেখে মনে হয় শুধু শ্রম-জীবিরাই নয়, তাদের মালেকগণও তাদের হিত করতে একেবারেবিমুখ নন।

কিন্তু একথা শুনে সমাজতন্ত্রী বলবে,—এরকম সংস্কারের বিশেষ কোনও মূল্য নেই, বিস্তীর্ণ মরুভূমে এ এক ফোঁটা জল মাত্র। আসল কাজ হচ্ছে সরকার থেকে আইন পাশকরে জাতীয় ধনভাণ্ডার থেকে বৃদ্ধবয়সে সকল শ্রমিককে অর্থসাহায্য করবার আয়োজন করা। দিনের পর দিন যতই যায়, দৈহিক শক্তি যেমন কমে আসে ব্যবসায়-ক্ষেত্রে নূতন নূতন কলকারখানার প্রবর্ত্তনে কাজ পরিচালন করা যতই কঠিন হয়ে পড়ে, অল্পবয়স্ক লোক ততই অতিকষ্টে যুবকদের সঙ্গে কাজ করতে থাকে, বৃদ্ধরা ত হার মেনে পেছনে পড়ে থাকে।

দিন দিন দেশের অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের আয়ের কোনও অংশ ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে রাখাও অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে উঠ্‌চে। অনেক দেশেই সৈন্যদের বৃদ্ধবয়সে পেনসন দেবার বন্দোবস্ত আছে, শ্রমিকদেরই বা কেন থাকবে না? যে সব লোক মানসিক ও দৈহিক পরিশ্রম করে জাতির ধনসম্পদ বৃদ্ধির সহায়তা করেছে, দেশ রক্ষক সৈন্যদের চেয়ে তাদের সম্মান কোনও অংশে কম হতে পারে না। বেকারের বীমা করবার কোনও বন্দোবস্ত এখন পর্য্যন্ত হয় নি; আর বর্ত্তমানে ব্যবসায় জগতের যা অবস্থা তাতে যে শীগ্‌গীর সেরূপ কোনও আয়োজন হবে, তাও মনে হয় না। সমাজতন্ত্রী বলেন এর একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে সমগ্র ব্যবসায় নীতির পরিবর্ত্তন সাধন।

রেলওয়ে, ষ্টিমার, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনকে সাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করবার কোনও বন্দোবস্তই এ পর্য্যন্ত হয় নাই। এই জন্যই একথা এখনও বলা যায় না যে সাধারণের সম্পত্তি হিসেবে ঐ সব ব্যবসায়গুলি চলতে পারে না এবং এও বলা যায় না যে এরূপ ধারণাই খারাপ। সমাজতন্ত্রীরা বলেন যেসব মিউনিসিপ্যালিটী এর কোনটীর ভার নিয়েছেন তারাও সাধারণের সুবিধার দিকে নজর দেওয়ার চেয়ে লাভের অঙ্কটাই বড় করে দেখছেন। যে শাসন প্রণালীতে প্রত্যেক কর্ম্মচারী মনে করবেন

যে তিনি মাত্র অর্থলোভেই কাজে নামেন নি, দেশের সেবা ও জনসাধারণের উপকারের জন্যই এসেছেন। সেখানে যে উক্ত প্রকার ফল হবে না, বরং তাতে সকলেরই উপকার হবে সে বিষয়ে সমাজতন্ত্রী নিঃসন্দেহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্রমজীবির জীবন কাহিনী

বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য সমাজতন্ত্রীরা কেন এত ব্যগ্র তা জানতে হলে শ্রমজীবির বর্ত্তমান জীবন যাপন প্রণালী জানা দরকার। পরে আদর্শ সমাজতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থায় তাদের অবস্থা কিরূপ হবে তাও আলোচিত হবে।

নিম্নে যেরূপ ঘটনা বহুল জীবননির্ব্বাহের কথা বর্ণিত হবে ঠিক একজনের ভাগ্যেই যে সকলগুলি ঘটনায় সমাবেশ হয় এমন বলা যায় না, তবু বর্ত্তমান ব্যবসায় নীতির ফলে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে ইহা অসম্ভব নয়। বর্ণিত ঘটনাগুলি যে সত্য তা সন্দেহ করবার কোনও কারণ নাই; কেন না যাঁরা ভুক্তভোগী তাঁদের কাহিনী থেকেই এইগুলি সংগৃহিত হয়েছে।

বালকটীর নাম মনে করুন হ্যারি। কোনও এক সুদূর পল্লীতে তার বাবা ছুতরের কাজ করে' কোনও রকমে তাঁর ক্ষুদ্র সংসারের অভাব মোচন করেন। কখনও কখনও তাও হয় না, অভাবকে বরণ করে নিয়েও চুপ করে থাকতে হয়।

জীবনের প্রথম কয়েক বছর হ্যারি সুখেই কাটিয়ে দিল। ছেলেবেলায় সে তার সমবয়সী বালকদের সঙ্গে খেলতে পেত। এই খেলায় সঙ্গীদের

মধ্যে কোনও ধনী-দরিদ্র প্রভেদ ছিল না। গরীব ও বড়লোকের ছেলে সকলেই বন্ধুভাবে মিশে খেলাধুলো করত।

তার সঙ্গীদের কারো কারো বা তার চেয়ে ভাল পোষাক বা তার চেয়ে বেশী খেলনা থাকত, কিন্তু তার জন্য প্রথম প্রথম সে বেশী ভাবত না। তবে কোনওদিন যদি সে তার ধনী সঙ্গীর ন্যায় একটী খেলনা বা ভাল পোষাক চেয়েও পেত না তখন সে দুঃখিত হত নিশ্চয়ই।

কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ ফুটতে লাগল। সে হয়ত দেখতে পেল "বিলি জোন্স" একটী সুন্দর রঙীন টিনের ইঞ্জিন নিয়ে খেলা করছে। তার নিজের ইঞ্জিন নেই, আছে শুধু তার বাবার হাতে তৈরী একটী কাঠের ঘোড়া, সেটী বিলির গাড়ীর মত সুন্দর নয়। তাছাড়া বিলি প্রতিবৎসরে দু তিন জোড়া সুন্দর পোষাক পায় অথচ হ্যারি দুবছরে এক জোড়া পায় কি না সন্দেহ। তাও আবার বাবার পুরাণো পোষাক কেটেই তৈরী করা হয়।

আমাদের মধ্যে কদাচিৎ দু একজন হয়ত মনে করেন যে পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সকলের ব্যবহারের জন্য সমভাবে নির্দ্দিষ্ট। ধরিত্রী ত রত্নপ্রসবিনী। এর অঙ্গ শ্যামল তৃণরাজি ও নয়ন মনোরঞ্জক পত্রপুষ্প ও বিবিধ ফুল ফল ও আহার্য্য পরিপূর্ণ। পাহাড় পর্ব্বত ও বনজঙ্গলে বহুলপরিমাণে কাঠ, কয়লা, ও আমাদের উপকারী বিবিধ খনিজ দ্রব্যাদি আছে। এ সকল জিনিস সমস্ত মনুষ্যের সমভাবে ব্যবহৃত হবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু তবু আমরা অনেকেই এসকল দ্রব্য সমান অংশে পাই না; অনেকে কোন অংশই পায় না! বস্তুতঃ যারা অত্যন্ত গরীব তারা দুবেলা আহারের সংস্থান করতে পারলেই যেন নিজকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করে। জগতে অতি অতীতকাল থেকেই এই অবস্থা চলে আসছে। ইতিহাসে দেখাবার প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগেই একদল লোক অপরের চেয়ে ধনী

আছে। পূর্ব্বে এই অসাম্য লোকে ভগবানের বিধান বলে মেনে নিত। যারা অধিক সম্পৎশালী তারা অপেক্ষাকৃত দরিদ্রকে দয়া করত এবং তাদের হীন অবস্থা ভগবানের বিধান বলেই প্রচার করত।

ইয়োরোপে ও এশিয়ায় এরূপ ধারণা হলেও নূতন মহাদেশ আমেরিকা এ কথাটা সহজে স্বীকার করে নেয় নি যখন আমেরিকায় যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এ কথাও ঘোষিত হয় যে প্রত্যেক লোক স্বাধীন ও তুল্য মূল্যভাবেই সৃষ্ট হয়েছে। অবশ্য এদেশেও সকল লোকের এক সংখ্যক অর্থ বা সম্পত্তি ছিল না এবং প্রথম প্রথম এদেশের ধনী লোকও অন্যান্য মহাদেশবাসীর ন্যায় দরিদ্রদের ঘৃণাকরত এবং কখনও বা কৃপা-কটাক্ষ নিক্ষেপ করত।

হ্যারির বয়স বৃদ্ধি হতেই সে দেখতে পেল ধনীর ছেলেরা আর পূর্ব্বের ন্যায় তার সঙ্গে খেলতে আগ্রহ দেখায় না, বরং সে যে গরীবের ছেলে, তারা যে বড়লোক—তার জন্য চাল' দেখাতেও কসুর করে না। তাদের বাড়ীতে ভোজ বা কোনও প্রকার উৎসব হলে হ্যারিকে তারা 'নমন্ত্রণ করে না। ভাব-প্রবণ হ্যারি এই সব দেখে শুনে কখনও বা দুঃখিত কখনও বা রাগা-ন্বিত হত।

একদিন সে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা বাবা, জোন্সদের ত সব জিনিষই আছে। আমাদের কেন নেই?"

বাবা বল্লেন, "আমরা গরীব আর তারা বড়লোক, এই জন্য।"

"কিন্তু আমরা বড়লোক কেন নই, বাবা?"

"কারণ আমার বাবা অন্য সকলের ন্যায় কিছুটাকা জমিয়ে রেখে-যান নাই, আর তাছাড়া এজন্যও বটে যে আমি অন্যলোকদের চেয়ে কিছু বেশী সাধু। বিলির বাবা যে ভাবে টাকা রোজগার করে, আমি তা পারব না। সে দোকান দিয়েছিল, সেখানে খদ্দেরদের সে ওজন কম দিত, চিনিতে বালি মিশিয়ে দিত এইরূপ আরও কতকি করত। সাধুলোক

এসব করতে সাহস পায় না। কিন্তু ব্যবসায়ীরা এগুলো দেখে না। যুদ্ধের সময় যখন সব জিনিষের দর চড়ে গেলে তখন আমি একদিন ওদের দোকানে কাপড় কিনতে গিয়েছিলাম। আমি কয়েক গজ ভাল কাপড় কিনলাম, সে দাম নিল দুটাকা করে গজ। টাকা দেওয়ার পর সে গর্ব্ব-ভরে বলল ঐ কাপড় সে যুদ্ধের পূর্ব্বে ছআনা গজে কিনেছিল, এখন সহরে আর কোনও দোকানে ও জিনিষ না থাকায় সে চড়াদরে বিক্রি করছে। সে বললে ঐ হচ্ছে তার 'ব্যবসায় বুদ্ধি'। কিন্তু ও ত ব্যবসায় বুদ্ধি নয়—চুরি বুদ্ধি। এই রকম করেই সে বড়লোক হয়েচে। সে যে জিনিষ বিক্রি করে লাভ করেছে তা নয়, সুযোগ পেলেই লোককে ঠকিয়ে টাকা নিয়েছে।"

"আচ্ছা বাবা, তাহলে কি সব বড়লোকই ঐরূপ ঠকিয়ে বড়লোক হয়েচে?"

"না, না। অনেক লোক ব্যবসায়ে মিতব্যয়ী হয়ে অন্যকে না ঠকিয়ে ও বড় হয়েচে। এসব লোককে সকলেই আদর ও সম্মান করে। অনেক লোক এইরূপ সৎভাবে ব্যবসা করে দুতিন পুরুষ ধরে পরিশ্রম করে কিছু সম্পত্তি করতে পেরেছে।"

এই আলোচনা হবার কিছু পরই, হ্যারির পিতা রোগাক্রান্ত হয়ে কিছু-কাল শয্যাগত হয়ে রইল, কোনও কাজ করতে পারল না। ডাক্তারের দর্শনী ও অন্যান্য খরচ বাবদ তাদের যথাসর্ব্বস্ব শেষ হয়ে গেল। কোনও রকমে অতিকষ্টে তারা দিনপাত করতে লাগল।

সংসারের যখন এই অবস্থা তখন হ্যারির কোনও এক সহরবাসিনী পিসী লিখে জানালেন, তিনি গরীব হলেও তাঁর সহরে হ্যারিকে একটী কাজ যোগাড় করে দিতে পারবেন। তাঁদের সহরে একটী বেতের কার-খানা আছে, সেখানে আরও অনেক ছেলে কাজ করে। হ্যারি এলে তারও একটী কাজ হবে। মাইনে আপাতত: বেশী পাওয়া যাবে না,

শুধু যতদিন না তার বাবার অবস্থা ভাল হয়, ততদিন সংসারে কিছু কিছু ত সাহায্য করতে পারবে।

এর পর সে সহরে চলল বেতের কারখানায় কাজ করতে। তখন তার বয়স দশ বছর। কারখানায় গিয়ে দেখে, তার চেয়েও অল্প বয়সের ছেলেরা সেখানে কাজ করছে।

কাজের খুব ভীড় হলে ভোর বেলা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাদের অবিরত খাটতে হয়। সঙ্গে একজন লোক বেত হাতে করে দাঁড়িয়ে থাকে, কোনও ছেলে একটু বসে থাকলেই তার পিঠে গিয়ে সেটা পড়ে। এইরূপ পরিশ্রম ও কঠোর শাস্তিভোগ করে অল্প দিনের মধ্যেই তাদের ভীষণ মানসিক পরিবর্ত্তন হয়। খেলা ধুলা, আমোদ আহ্লাদে তাদের কোনও স্পৃহা থাকে না। শৈশবেই যেন তারা বৃদ্ধ ও পঙ্গু হয়ে যায়। কারখানার মালিকদের অত্যাচারে আজ এই শিশুগণ প্রাণহীন কলে পরিণত হয়েছে এবং রাষ্ট্রশাসকরাও তা অনুমোদন করছে।

স্বভাবতঃ হ্যারি অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল। ক্রমশঃই সে বাকহীন, ভারবাহী পশুর ন্যায় জড়পিণ্ডে পরিণত হতে লাগল। সুদূর পল্লীগ্রামবাসী বাপ মা একটুও জানতে পারত না তাদের পুত্র কি কষ্টে জীবিকা অর্জ্জন করছে। তার পিসী – তিনি এ সব দেখে এত অভ্যস্ত হয়ে গেছেন যে তিনি মনে করেন জীবন বহন করতে হলে ছেলেদের এসব করতেই হবে। হ্যারি গরীবের ছেলে, অন্যান্য গরীবদের ন্যায় তারও কাজ করতে হবে শৈশবের আনন্দ যদি তারা ভোগ করতে না পায় তা হলে কি আসে যায়? জীবন ধারণ ত করতে হবে। তার জন্য যদি শৈশবেই ছেলেকে কারখানায় পাঠাতে হয় তা হলে কি করা যাবে? উপায় ত নেই। কাজকর্ম্ম কিছু না করলে তাদের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে উপোষ করে মরতে হবে কিংবা খিদেয় হা হা করে স্কুল পালাতে হবে।

সকালসন্ধ্যা খেটে খেটে হ্যারি বুড়িয়ে গেল। তখন সে প্রত্যেককে

জিজ্ঞেস করতে লাগল অন্য সব স্থানেও ছেলে মেয়েদের প্রতি ঐরূপ ব্যবহারই করা হয় কি না? ক্রমে সে জানল এক বেতের কারখানায়ই চার বছরের শিশু পর্য্যন্ত কাজ করে। কোনও কোনও স্থানে রাত ছুটো পর্য্যন্ত ছ, সাত বছরের ছেলেদের খাটানো হয়। কাচের কলে সাত বছরের ছেলেদের খাটানো হয়। কাপড়ের কলে সাত আট থেকে চৌদ্দ পনর বছরের হাজার হাজার ছেলে দিনরাত কাজ করে।

একজনের কাছে হ্যারি শুনল, তার এক আত্মীয় কাচের কারখানায় কাজ করতে গিয়ে অন্ধ হয়ে ফিরে এসেছেন। সস্তায় ছোট ছেলেদের খাটানো যায় দেখে কাচ কারখানার মালিক বড়দের বাদ দিয়ে ছোট ছেলেদের কারখানায় নিযুক্ত করেন; আর এখানে এসে সহজেই ছেলে মেয়েরা চক্ষু হারায় বা দৃষ্টি হ্রাস হয়ে যায়। খনিতে হাজার হাজার বালক বালিকা কাজ করে। সিগারেট ফ্যাক্টরীতেও তাই।

এই সব কথা হ্যারির মনে গভীর রেখাপাত করল এবং কারখানা ত্যাগের পরও হ্যারি এই সব বিষয় চিন্তা করত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শ্রমজীবির আত্মকাহিনী

বারো তেরো বছর বয়সের সময় হ্যারির ভাগ্য একটু ফিরল। তার বাবা রোগমুক্ত হয়ে আবার সহরে কাজে নিযুক্ত হলেন, ছেলেকে একটা স্কুলে ভর্ত্তি করে দিলেন। এতদিন কোন পড়াশুনা না করায় সে অন্য ছাত্রদের চেয়ে পেছিয়ে পড়েছিল; তার ফলে তার চেয়ে ঢের ছোট বয়সের ছেলেদের শ্রেণীতে তাকে ভর্ত্তি হতে হল। এর ফল ভাল হল না, কেন না

সমবয়সীরা অনেক সময় এই নিয়ে তাকে ঠাট্টা করত, আর তাদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে হ্যারিকে অনেক সময় তাদের এক আধটুকু প্রহারও করতে হত ; তার জন্ত দুষ্টুছেলে বলে তার বদনাম হল।

কিন্তু হ্যারির মন খুব ভাল। বড় হবার সখ তার মনে খুব প্রবল, তাই খুব যত্ন করে পড়াশুনা করতে লাগল। তাছাড়া বিদ্যালয়ের অসুবিধা সত্বেও বেতের কারখানার চেয়ে সেখানে তার সময় খুব ভাল কাটছিল।

হঠাৎ পনর বছর বয়সের সময় তার বাপ মারা গেলেন ; হ্যারির লেখা পড়া ত্যাগ করতে হল। সংসারের বোঝা তার ঘাড়ে চাপল। মা, ও ছোট ভাইদের তার প্রতিপালন করতে হবে, তাই সে কাজের চেষ্টায় বের হল। এ দোকান থেকে সে দোকান, এ কারখানা থেকে সে কারখানা সে ঘুরল কিন্তু কাজ কোথাও মিলনা। তাকে কেউ চায় না, কেউ না! তিনদিন পর একজন লোক তাকে কাজে ডাকল।

সে সময় সহরে ট্রাম চালকরা ধর্ম্মঘট করেছিল। তারা বেশী বেতন দাবী করত কিন্তু কোম্পানীর মালিকরা তা দিতে রাজী নয়। এই জন্তই তারা কাজ বন্ধ করেছিল। ধর্ম্মঘটীরা প্রায় জয়লাভ করেছে এমন সময় কোম্পানীর মালিকরা ধর্ম্মঘট ভাঙ্গবার জন্ত নূতন লোক নিয়োগ করতে আরম্ভ করল। হ্যারি এই নূতন লোকদের একজন। বয়স কম হলে ও দেখতে সে খুব লম্বা ; আর কোম্পানীর মালিকরাও এরূপ দুর্দ্দশায় পড়েছিল যে যাকে হাতের সামনে পায় তাকে কাজে নেওয়া ছাড়া আর তাদেরও গতি ছিল না।

আজকাল সমস্ত ব্যবসায়ই বহু জনাকীর্ণ তাই এখন এমন একদল লোকের সৃষ্টি হয়েছে যারা কোনও সাময়িক-কাজ পেলেই করে আবার সময় সময় বেকার বসে থাকে। এ সব লোক যে-কোনও কাজ হাতের কাছে পেলেই করবে। এই সব বেকার লোকের অস্তিত্ব জেনেই কারখানায়

মালিকরা শ্রমজীবিদের সঙ্গে যথেচ্ছ ব্যবহার করবার সাহস পায়, যখন ইচ্ছা যে কোনও লোককে ছাড়িয়ে দিয়ে নূতন লোক নিয়োগ করতে কুণ্ঠা বোধ করে না। যারা তাদের অর্থোপার্জ্জনে সাহায্য করে তাদের উন্নতি কল্পে কোনও অর্থ ব্যয় না করে ব্যবসার মালিক নিজের খেয়াল অনুযায়ী কারণ-অকারণে বহু অর্থ ব্যয় করতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করে না।

যাঁরা এ বিষয় আলোচনা করেছেন তাঁরা বলেন বর্ত্তমান অবস্থায় এইরূপ বেকার হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আবার এই বেকার শ্রেণীই শ্রমজীবিদের সবচেয়ে বড় শত্রু। যখনই শ্রমজীবিরা অধিক অর্থ বা ভাল স্বাস্থ্য অর্জ্জনের জন্য আয়োজন করে ধর্ম্মঘট করে' তখন এই সব বেকার লোক কাজে যোগ দিয়ে ধর্ম্মঘট ভেঙ্গে দেয়।

কয়েক বছর আগে সান-ফ্রানসিসকোতে এইরূপ ঘটেছিল। সেখানে একটা খুব বড় ধর্ম্মঘটে বেকার লোকগুলো চাকরী দখল করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। তার ফলে ধর্ম্মঘটী ও বেকারদের সঙ্গে মহা দাঙ্গা হয়ে গেল। দুদলেরই কতকগুলো লোকের মাথা ফাটল। যদি বেকার লোক না থাকত তাহলে শ্রমজীবিদেরও দুরবস্থা হত না, ধর্ম্মঘট করবার সুযোগও হত না।

দিন সাতেক ধর্ম্মঘট চলবার পর একদিন প্রাতে হ্যারিকে একখানা গাড়ী চালাতে দেওয়া হয়েচে। সে নিশ্চিন্ত মনে গাড়ী নিয়ে চলেছে। কিছুদূর যেতে না যেতেই একদল লোক তার গাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে গাড়ী আটকে একজন তাকে গাড়ীথেকে ধরে নামিয়ে বলল, "তুমি কি আমাদের ভাত মারতে চাও?" সে লোকটা এই বলে তাকে মারে আর কি! ঠিক এমন সময় আর একজন লোক এসে তার হাত ধরে আটকাল। হ্যারিকে ছেলেমানুষ আর নব-নিযুক্ত দেখে তাদের মায়া হল। কয়েক ধমক দিয়ে তারা জনকে বুঝিয়ে দিল এই চাকরী নিয়ে সে কি অন্যায় করেছে; তাকে বুঝিয়ে দিল আর যেন সে এরূপ কাজ না করে। তারা

বলে দিল, "মনে রেখো কোনও লোকের ইচ্ছায় বিরুদ্ধে যদি তুমি তার কাজ নাও তাহলে ধর্ম্মঘট না হলেও হয়ত তুমি অন্য লোকের সর্ব্বনাশ করছ, তার স্ত্রীপুত্রের অনাহারের পাপের ভাগী হচ্চ।"

"কিন্তু আমি হাতে কাজ পেয়েও যদি না করি তা হলে আমারও ত মা বোনকে নিয়ে অনাহারে থাকতে হবে, তার কি ?"

"হাঁ সে ত ঠিক কথা ; ইচ্ছে করে যেমন কেউ ধর্ম্মঘট করে না, ইচ্ছে করে পরের ধর্ম্মঘট কেউ ভাঙ্গেও না। তবেই দেখচ বর্ত্তমান সমাজনীতিই দূষনীয় হয়ে পড়ে'ছ, যার ফলে অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের অন্যায় করতে হচ্চে।"

এর পর থেকে হ্যারির মনেও সংশয়ের উদয় হল। সে স্থির করল আর কখনও অন্যের ধর্ম্মঘট ভেঙ্গে নিজের অন্ন-সংস্থানের আয়োজন করবে না।

এর কিছুদিন পরই সে এক কাপড়ের কলে এক চাকরী পেল— মাইনে ২০ টাকা, অত্যন্ত কম হলেও একেবারে কিছু না থাকার চেয়ে ভাল।

তার কার্য্যকাল স্থির হল প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত। এই কারখানায় বুড়ো বুড়ো স্ত্রী পুরুষও মাত্র ত্রিশ টাকায় ক্রমাগত সকাল সন্ধ্যা কাজ করছে, তা ছাড়া তার নিজের বয়সি শত শত ছেলে মেয়ে ত' আছেই।

এই ঘৃণ্য কারখানায় ক্রমাগত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করতে হ্যারির একটুও ভাল লাগত না। শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, ভোর হতে না হইতেই কারখানায় কাজে নামবার জন্য বাঁশীর আহ্বান, শীতকালের অন্ধকার কুয়াসাময় পথ আর সন্ধ্যার অন্ধকারে কাজ শেষ করে ঘরে ফেরা – এ সব তার মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তবু উপায় নেই—এ কাজ না করলে তার মা না খেয়ে মরবে— এই ভেবে বাধ্য হয়ে তাকে কাজ করতে হত।

কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই হঠাৎ মিলের কাজ বন্ধ হয়ে গেল। কোথায় কে নাকি সমস্ত তুলা কিনে জমা করে রেখেছিল, সে নাকি যতদিন তার ইচ্ছানুযায়ী তুলার দর চড়া না হয় ততদিন বিক্রি করবে না। বাজারেও আর তুলা না থাকায় দর ক্রমশঃ চড়তে লাগল। অবশেষে দর এত চড়ে গেল যে মিলওয়ালারা কাপড়ের দর না চড়িয়ে জিনিষ তৈরী করতে পারল না। এর ফলে আবার বাজারে জিনিষের চাহিদা কমে গেল। অনেক মিল তাই দেখে যতদিন না তুলা সস্তা হয় ততদিন পর্য্যন্ত কল চালানো বন্ধ করে দিল—শ্রমজীবিরা আবার বেকার হল।

কিছুদিনের মধ্যে হ্যারি আবার একটা কাজ পেল। এখন তার বয়স হয়েচে, ইচ্ছে করলেই সে যে কোনও কাজ শিখে সঙ্গে সঙ্গে মাকে প্রতি-পালন করবার উপযোগী রোজগারও করতে পারে। কিন্তু তা তার ইচ্ছা নয়। যারা কাজ কর্ম্ম শিখেছিল তাদের অবস্থাও তার চেয়ে বিশেষ ভাল নয়।

আগেকার মিস্ত্রীরা একটা কাজ সম্পূর্ণভাবে করতে শিখত। ছুতর বা মুচি তাদের কাজ প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত একলাই করতে জানত। তার ফলে তারা স্বাধীন ভাবে ব্যবসা চালিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পেত। কিন্তু আজকাল আর তা হয় না। এখন লোকে একটা ব্যবসায়ের মাত্র একাংশে জ্ঞান লাভ করে, মুচি আজকাল কেউ বা শুধু গোড়ালী তৈরী করতে শিখে, কেউ বা ফিতে তৈরী করে এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন অংশে পারদর্শিতা লাভ করে। এর ফলে সকলেই বিরাট যন্ত্রের দাস হয়ে পড়েছে—সে খুব দক্ষ শ্রমিকই হোক বা সাধারণ মজুরই হোক না কেন। এই জন্য সমস্ত মজুর কলের মালিক ধনিক সম্প্রদায়ের দাস হয়ে পড়েছে। তাই আজ আমেরিকার অর্দ্ধেক লোক শ্রমজীবি হলেও তাদের মধ্যে মাত্র দশজনের মধ্যে একজনের নিজের বাড়ী আছে। এর কারণ এই যে শ্রমজীবিদের পরিশ্রম ব্যতীত অর্থোপার্জ্জনের কোনও পন্থা নেই আর এই

শক্তির ব্যবহার ধনিক কারখানার মালিকের সাহায্য ব্যতীত হবার উপায় নেই ; তারা যে দরে তার শ্রমকে কিনতে চাইবে সেই দরেই তাকে বিক্রয় করতে হবে। বহুলোক বেকার বসে থাকায় ধনিকদল সুযোগ পেয়ে যত কমে পারে তত কমেই শ্রমিক নিয়োগ করে।

এইসব ভেবে চিন্তে হ্যারি স্থির করল ওদিকে তার উন্নতির কোনও আশা নেই। হ্যারির একে তরুণ বয়স তার উপর স্বাস্থ্যও খুব সুন্দর ; এই সব কারণে কোনও প্রকারে নিজের এবং মায়ের অন্ন সংস্থানের বন্দোবস্ত করে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা ও চিন্তায় সময় অতিবাহিত করত। তার বয়সে জীবনটা অত্যন্ত আনন্দময় বলে মনে হত। জীবন-যুদ্ধে মানুষের ন্যায় অগ্রনী হয়ে সামান্য বেতনে কাজ করাও তার কাছে আনন্দদায়ক বোধ হতে লাগল। তখন সে মনে করত জীবনটা চিরকালই যেন অটুট স্বাস্থ্য, পূর্ণ আনন্দনিয়ে বিনা বিপদে কেটে যাবে।

এ বয়সে রুগ্ন ও দুস্থদের প্রতি তার খুব বেশী মায়া হত না। কখন কিছু কিছু দুঃখবোধ হত কিন্তু সে অত্যন্ত অল্প কালের জন্য। তাদের দুরবস্থার জন্য বেশী চিন্তিত সে একরূপ হতই না। নিজের কথা ভাবতে ভাবতেই তার সময় অতিবাহিত হয়ে যেত। কাজ পেলে তার আর কোনও চিন্তা ছিল না, তা সে যত বেশী পরিশ্রমের কাজই হোক না কেন ; পেটভরে খেয়ে শোবার স্থান পেলেই এ জীবনে সে নিজেকে অত্যন্ত সুখী মনে করত।

এই সময় তার মা মারা গেলেন। হ্যারি একেবারে একলা পড়ে গেল। এইবার গরীব শ্রমজীবিদের বস্তিতে নিজের বাসের আয়োজন করে' সে শ্রমিকদের প্রকৃত দুর্দ্দশা হৃদয়ঙ্গম করতে লাগল। আগে সে ভাবত বাস্তবিক যে কাজ চায়, সে কাজ পায় নিশ্চয়ই। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারল পূর্ব্বে একথা সত্য হলেও এখন আর তা নয়। আজকাল

গরীবের ছেলেদের অন্নসংস্থানের আয়োজন করা পূর্ব্বের চেয়ে ঢের কঠিন, যদিও বড় লোকেরা বলে বটে যে আজকাল যুবকদের কার্য্যক্ষেত্র পূর্ব্বের চেয়ে ঢের বেশী বিস্তৃত। তাদের বিষয় একথা খাটলেও অল্পশিক্ষিত, গরীবদের পক্ষে একথা খাটে না। আজকাল যে কোনও ব্যবসা আরম্ভ করতে গেলে পূর্ব্বের চেয়ে ঢের বেশী অর্থের প্রয়োজন হয়। পূর্ব্বে আজকালকার ন্যায় সমস্ত ব্যবসা জনাকীর্ণ ছিল না। সেই জন্য তখন নতুন লোক অন্নসংস্থান নিয়ে আরম্ভ করলেও উন্নতির সুযোগ পেত।

হ্যারি নব পরিচিত লোকদের মধ্যে বহুপ্রকার ব্যবসায় ও কার্য্যে সংশ্লিষ্ট লোকের সন্ধান পেল। কেউ কেউ হয়ত স্কুল কলেজে পড়া শেষ করেছে। তারা দেখতে খুব বুদ্ধিমান ও চটপটে, তবু বাধ্য হয়ে খুব অল্প বেতনের কাজ করছে কেননা সমস্ত ব্যবসায়ই জনাকীর্ণ। অনেক লোকের সঙ্গে তার আলাপ হল যারা বহু কষ্টকরে ডাক্তারী বা আইন পাশকরে কেরানী গিরি বা ঐরূপ চাকরী করছে কেননা স্বাধীন ব্যবসায় উন্নতি নাই। আবার কেউ কেউ বা ছোট ছোট দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করত। কিন্তু বড় ব্যবসাদারগণ মস্ত বড় দোকান খুলে তাদের ছোট ব্যবসায় ফেল পড়িয়ে দিচ্ছে। বড় ব্যাপারীরা একসঙ্গে অনেক মাল সস্তায় কেনে, কাজেই ছোট দোকান দারদের চেয়ে তারা কমদামে দেয়। এই জন্য ছোট ব্যবসায়ীরা আর তাদের সঙ্গে পতিযোগীতায় না পেরে হেরে যায়। যারা ক্রেতা তারা যেখানে সবচেয়ে সস্তায় জিনিষ পায় সেখান থেকে কেনে এই জন্য ছোট দোকানদারদের পতন হয়।

ট্রাষ্ট বা সমবায় সংঘের উৎপত্তি।

হ্যারি জানতে পারল, আরও একটা জিনিষ শ্রমজীবিদের উন্নতির পরি-পন্থীরূপে সৃষ্টি হয়েছে—ট্রাষ্ট বা বৃহৎ ব্যবসায়ীদের সমবায় সংঘ। প্রথম

প্রথম ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা মিলিত হয়ে অল্পব্যয়ে বৃহৎ ব্যবসায় চালাবার উপায় স্থির করে। কিন্তু ক্রমশঃ এই সমবায় গঠনের প্রচার ও প্রসার হয়। এরূপ সমবায়ের সুবিধা অনেক—এর ফলে সস্তায় বহু মাল কেনা যায়, অল্প কর্ম্মচারী রাখলেই চলে, বাজারের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতি-যোগীতাও কম হয় এবং কতকটা শ্রমজীবিদের সংঘগুলির শক্তিও খর্ব্ব করা যায়। এর ফলে আজ প্রায় সমস্ত বড় ব্যবসায়ই অল্প কয়েকজন বড়-লোকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। নিজেদের মধ্যে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ের এরূপ ব্যবস্থা তারা করে যে বাইরের কোনও ব্যবসায়ী তাদের কাছ থেকে কোনও জিনিষ কিনে পরে বিক্রয় করে লাভবান হতে পারে না। এরূপ ব্যবস্থা সত্বেও যদি কেউ তাদের সংঘের সাহায্য ব্যতীত ব্যবসায় করতে সাহসী হয়, তাহলে তারা যে কোনও উপায়ে তাদের ব্যবসায় নষ্ট করতে কুণ্ঠিত হয় না।

শ্রমজীবিরা মনে করেন এইরূপ ব্যবসায়ী সঙ্ঘ স্থাপিত হওয়ার ফলে সমস্ত ব্যবসায় জনসাধারণের হাত থেকে কয়েকজন ভাগ্যবান ধনীর মুষ্টিগত হয়ে পড়েছে। অল্প লাভে সন্তুষ্ট না হয়ে এরা যে কোনও উপায়ে বেশীলাভ করতে সঙ্কুচিত হয় না। তবে এ থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে প্রত্যেক কোটীপতিই এইরূপ ব্যবসায়ের সংঘ করেন বা অসদুপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করেছেন। সেকথা ঠিক নয়। তাছাড়া প্রত্যেক ট্রাষ্টই অত্যাচারী নয়। কোন কোন ট্রাষ্ট তার কর্ম্মচারীদের সাহায্যকল্পে বিবিধ প্রকার বন্দোবস্ত করে থাকে; অনেক ট্রাষ্টে কর্ম্মচারীদের কার্য্যকাল, বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত থাকে। বিভিন্ন ব্যবসায়ের ট্রাষ্ট গঠনের উৎসাহ আতিশয্যে তামাক, চিনি, তেল, লোহা প্রভৃতির কারবার ট্রাষ্টে পরিণত হয়েছে। এক ট্রাষ্ট সমগ্রদেশে দেড়শত মুদিখানার দোকান খুলেছে। এক সিগারেট কোম্পানী কেবল নিউইয়র্ক সহরেই একশ দশটা দোকান খুলেছে। এই রকম এক একটা ট্রাষ্ট সমগ্রদেশে হাজার

হাজার দোকান খুলে সমগ্রদেশে সস্তায় মাল সরবরাহের আয়োজন করে ছোট দোকানদারদের উন্নতির পথে কাঁটা দিয়েছে। (ভারতবর্ষেও অনেক আমেরিকান কোম্পানী বিভিন্নস্থানে ছোট ছোট দোকান খুলে অন্ত ব্যবসায়ীদের কারবার বন্ধ করেছে। সিঙ্গারের সেলাইএর কলের দোকান, আমেরিকার কেরোসিন তেলের ডিপো আজ সমস্ত দেশ ছেয়ে ফেলেছে। এদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কোনও কোনও ব্যবসায়ী সেলাইএর কল বা কেরোসিন তেলে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা একরূপ দুঃসাধ্য ব্যাপার।)

হ্যারি তার অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে কারখানায় বসে নিজেদের দুর্ভাগ্য ও ভবিষ্যতের কথা আলোচনা করত। কারখানার মালিকদের শক্তি ও স্বাধীনতাকে নির্দ্দিষ্ট সীমায় বদ্ধ রাখা উচিত বিবেচনা করে তারা শ্রমজীবি সমিতিতে যোগদান করল। একলা বিভিন্নভাবে তাদের বেতন বৃদ্ধি বা অল্প সময় কাজ করবার আইন তৈয়ারী করবার আবেদন করা অপেক্ষা সম্মিলিত ভাবে ঐ দাবী কোনও সমিতি থেকে উপস্থিত করা অধিকতর যুক্তি সঙ্গত ও সমীচিন বলে তাদের মনে হল।

হ্যারি আরও দেখতে পেল, প্রত্যেক দোকানে, প্রত্যেক কারখানায়ই আজ কাল পুরুষদের স্থান মেয়েরা দখল কচ্ছে। কেন? কারণ মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে সস্তায় কাজ করে। এর জন্য সে মেয়েদের দোষী করলনা কেননা তারা যদি পুরুষের পরিবর্ত্তে চাকরী করে পুরুষদের মতনই বেতন গ্রহণ করে তাহলে আপত্তির কোনও কারণ নেই। অনেক স্থানেই পুরুষদের স্বল্প বেতনে অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করতে হয়; কিন্তু তবু ব্যবসার মালিক এক পয়সা বেতন বাড়িয়ে দিতে রাজী নয়। এইজন্য পুরুষদের মাত্র জীবন বহনের জন্যই অনেক স্থানে কাজ কত্তে হয়। সংসারে তাদের এমন কোনও উপায় নেই যদ্দারা অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা যেতে পারে। কিন্তু মেয়েদের বেলায় সব সময় একথা খাটেনা। তাদের অনেকেই পিতা বা স্বামীর গৃহে থেকেই রোজগার করে, তাছাড়া বোর্ডিংএ

তাদের ভাড়াও কম লাগে। এইজন্য তারা অল্প বেতনে কাজ করতে স্বীকৃত হয়। আর অর্থগৃধ্নু কারখানার মালিকরা সস্তায় মজুর পেয়ে পুরুষদের ছাড়িয়ে দিয়ে অল্প বেতনে মেয়েদের নিয়োগ করে।

অবশ্য সব ব্যবসায়ই যে একথা খাটে, তা নয়। মেয়েরা হয়ত কতকগুলো বিশেষ বিশেষ কাজ করতে পারে কিন্তু সব কাজ তারা করে না, করতে পারেও না। এইজন্যই এইরূপ বেতনের তারতম্য এক ব্যবসায় ঘটলেও আর দশ ব্যবসায় এরূপ চলে না।

পুরুষগণও এইরূপ অল্প বেতনের চাকরী পাবার সম্ভাবনা না দেখে পূর্ব্বে যখন অর্থাগম অপেক্ষাকৃত সহজ ও জীবন আনন্দময় ছিল তখনকার চেয়ে আজকাল বিবাহ করাও কমিয়ে দিয়েছে এর ফলে বহু স্ত্রীলোক কর্ম্ম-প্রার্থীর সৃষ্টি হয়েচে। যে সব পুরুষ সংসার বহন করবার উপযোগী অর্থোপার্জ্জন করতে পারলে সাগ্রহে বিবাহ করত তাদের বিবাহে বিমুখ দেখে মেয়েরাও প্রাপ্তবয়স্ক হবামাত্র সংসারে বোঝা হয়ে থাকা অপেক্ষা স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করাই শ্রেয় মনে করে।

তাহলে সংক্ষেপে অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়ায়: আজকাল শ্রমজীবির উপার্জ্জন এত কম যে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভরণ পোষণ করবার শক্তি না থাকায় সে বিবাহ করতেও স্বীকৃত নয়। তবে স্ত্রী যদি স্বাধীনভাবে নিজ জীবিকা অর্জ্জন করতে পারে তাহলে তার বিবাহে কোনও আপত্তি নেই। কারখানার মালিক মেয়েদের কম বেতন দেয় কারণ তারা জানে মেয়েদের অল্প অর্থেই চলতে পারে। যে পুরুষকে বিতাড়িত করে মেয়েটী কাজ নেয় তাকে বাধ্য হয়ে নানা স্থানে কাজের জন্য বৃথা ঘুরতে হয়। কখনও হয়ত বা সে পূর্ব্বে যে বেতনে কাজ করছিল সেই বেতনে কাজ পায়, কখনও হয়ত বা পায় না। যখন কিছু পায় না তখন হয়ত হাতের সামনে যা কিছু পায় তাই নিয়েই বসে যায়, অথবা যারা সাময়িক কাজ করে বেড়ায় তাদের দলে যোগ দেয় কিংবা শেষে বেকার ভবঘুরে হয়েই কাল কাটায়।

এই বেকার সমস্যা আরও ভালকরে প্রণিধান করবার জন্ত হ্যারি একদিন বেড়িয়ে পড়ল—সহর ত্যাগ করে .সমুদ্রের ধারে ; সেখানে দেশ-বিদেশের জাহাজ যায় আসে, সমস্ত বেকার লোক নানাভাবে পয়সা রোজগার করে,—সেইখানে সে গেল।

এইখানে সব বেকারদের মধ্যে সে তার মত লোক, তার চেয়ে ভাললোকও দেখ্‌ল। কেউ বা পূর্ব্বে সেনা বিভাগে বড় চাকরী করত, কেউ বা জাহাজে কাজ কর্‌ত, কারো বা নিজের ব্যবসা ছিল, তা ফেল পড়ায় আজ সে বেকার হয়েছে আবার এমন লোকও আছে যে কোনও কাজ শেখেনি. কারু বা পা খোঁড়া কিম্বা কলে কাজ করতে গিয়ে একটা হাত কেটে গেছে—এইরূপ বিভিন্নভাবে যারা বৃদ্ধ, শক্তিহীন, ভারবাহির ন্যায় পরিত্যক্ত হয়েছে তারাই এসব স্থানে এসে ভীড় জমিয়েছে। এদের সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন ঘুরে, রাস্তায় বা বাগানের ধারে ভিক্ষে করে, এদের কথাবার্ত্তা শুনে, হ্যারি মাথা গরম হয়ে গেল। তাইত এদের সঙ্গে সমাজে নিম্নতম স্ত্রী পুরুষের ত কোনও প্রভেদ নাই! এ সব দেখে শুনে হ্যারি খুব ভীত হয়ে গেল। "সত্যইত, আমি যখন শক্তিহীন হয়ে পড়ব তখন আমার অবস্থাও কি এইরূপ হবে? আমার পর যে নবীন যুবকের দল কাজের জন্ত প্রতিযোগীতার নাম্‌বে তখন আমাকেও কি সে যুদ্ধ ব্যর্থ হয়ে এদের মত পঙ্গু হয়ে পথে পথে ঘু'রে বেড়াতে হবে? তখন ত ভিক্ষা করা ছাড়া অন্য গতি থাকবে না।"

শ্রমিকজীবন এখন আর তার কাছে নেহাৎ সহজ বলে মনে হল না; বরং মনে হল এ যেন এক প্রকাণ্ড দানব; সুস্থ ও সবল লোককে দুর্ব্বল ও দরিদ্র করে নরকে নিক্ষেপ করবার জন্ত সে যেন সতত ব্যস্ত। তার মনে হল বর্ত্তমানের যে বানিজ্য পদ্ধতি মাত্র কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষকে অধিক পরিমাণে অর্থদান করে অধিকাংশকে অন্নদিয়ে দরিদ্র করে রাখে—এই বানিজ্য নীতিই দূষনীয়। কিন্তু তা'হলে

এর প্রতিকারেরই বা উপায় কি? হ্যারি এ পর্য্যন্ত সে বিষয় কিছুই জানে না।

কিন্তু বেকার হয়ে চিরজীবন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানও তার ইচ্ছা নয়। তাই সে আবার কাজ করতে গেল। এবারে সে একটা ভাল কাজ পেল, এবং মাইনেও ভাল হল। কিছুদিন এ কাজ করে সে অল্প টাকা জমিয়ে ফেলল। তারপরই সে তার মত গরীব শ্রমজীবির পক্ষে এক নেহাৎ দুর্ব্বুদ্ধির কাজ করল—সে বিয়ে করল।

বিয়ের পর থেকে তার খাটুনী আরও বেশী হল। সাধারণতঃ দেখা যায় যে সব গরীব লোক সন্তান পোষণে অক্ষম তাদের ভাগ্যেই বেশী সন্তান জোটে অথচ যে সব বড়লোক একটীর স্থানে দশটী পোষণ করতে পারেন তাদের একটীও অনেক সময় হয় না॥ হ্যারিরও সংসারে লোক বৃদ্ধি হতে লাগল কিন্তু অর্থাগম বেশী হল না। বরং পূর্ব্বে যে দামে যে জিনিষ পাওয়া যেত এখন আর তা পাওয়া যায় না। সহরে বাড়ীভাড়া, কাপড়, তেল, চাল, মাছ, মাংস সকল জিনিষের দামই চড়া কিন্তু এদের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লোকের অর্থবৃদ্ধি হয় না।

এই সব দেখে এবার হ্যারির দৃঢ় বিশ্বাস হল যে সমাজের কোথাও নিশ্চয় গলদ আছে। এখন সে ভাবতে লাগল যে-নিয়ম তাকে এবং তার মত লোককে চিরকাল দাসত্বের বোঝা ঘাড়ে করে জীবন বহন করতে বাধ্য করে তার প্রতিবিধানের কোনও উপায় আছে কি না। সুদূর ভবিষ্যতে যতদূর তার দৃষ্টি যায় তাতে বার্দ্ধক্যে বন্ধুবান্ধবের সাহায্য বা রাস্তায় ভিক্ষা করা ছাড়া আর কোনও তৃতীয় পন্থা সে পায় না। এই সব দেখে সে সমাজতন্ত্রবাদ অধ্যয়নে মনোনিবেশ করল। এর পর যা হল তা পরে বলব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে কয়েকটী ভুল ধারণা

কথিত আছে কোন আইরিশম্যান একদিন তার এক বন্ধুর সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। বন্ধু যখন কিছুতেই ভাল করে বুঝে উঠতে পাচ্ছেন না বিষয়টী কি তখন ভদ্রলোক একটী উদাহরণ দিলেন :—

"এই ধর আমার দুশো টাকা আছে, কেমন? বেশ। তা যদি থাকে তা হলে সমাজতন্ত্রী-শাসনে ঐ টাকা থেকে তোমাকে দিতে হবে একশ' আর আমার থাকবে একশ'। বুঝলে?"

"আর ধর তোমার যদি দুটো গরু থাকে, তাহলে?"

"বা, রে! সে ত আমার আছেই।"

ভদ্রলোকের যে জিনিষটা নেই তা দান করবার কথা নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠা এবং যে জিনিষটা আছে, সেটা তার নিজস্ব—এই ধারণা নিয়েই অনেকে সমাজতন্ত্রবাদ আলোচনা করেন। এরা মৌখিক এ মতবাদকে খুব ভাল মনে করেন কিন্তু কাজে লাগাতে গেলেই মুস্কিল। আসল সমাজতন্ত্রী তিনি, যাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে একটুও দ্বিধা বোধ হয় না।

কিন্তু উপরোল্লিখিত ঘটনা থেকে এও বোঝা যায় যে সাধারণ লোকের এ মতবাদ সম্বন্ধে ধারণা কত অস্পষ্ট।

কারণ এ কথা সত্য যে সমাজতন্ত্রবাদ বর্ত্তমান ধনসম্পত্তি-অধিকারনীতি পরিবর্ত্তন করতে চায় না। এর উদ্দেশ্য—ভবিষ্যতে যাতে সমস্ত শ্রমজীবিরাই একত্র ধনোৎপাদনে সহায়তা করে' উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ পায় সেইরূপ বিধান করে সমাজকে পুনর্গঠন করা। বর্ত্তমানে যারা যে ধন অর্জ্জন করেছেন তা ভাগ করবার কোনও অভিসন্ধি কারো নেই। এরূপ বিভাগ কালক্রমে একদিন স্বতঃই হয়ে যাবে।

সমাজতন্ত্রের প্রবর্ত্তনে বর্ত্তমানে বহু সম্পত্তি আর বৃদ্ধি পেতে পারবে না, কেন না এর সঙ্গে সঙ্গে সুদের হার, লাভের অংশ, বাড়ী ভাড়া কমানো হবে। নূতন ব্যবসায় ও শিল্প সংক্রান্ত বিধানানুসারে শ্রমজীবি ও ধনবান সকলেই সুখসুবিধার সমান অংশ পাবে; সুতরাং গরীব ও ধনীতে সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিশেষ প্রভেদ থাকবে না। সেই জন্য যাঁরা বহু সম্পত্তির মালিক তাঁরা সে সম্পত্তি সকল লোকের সুখ বিধানের জন্য শাসক সম্প্রদায়ের হস্তে অর্পণ করলেই তাঁদের সুবিধা হবে। এই জন্য আশা করা যায় যে নিজেদের উপকারের জন্যই কোটীপতিরা তাঁদের অর্থ দেশবাসীর নিকট উৎসর্গ করবেন।

সমাজতন্ত্রী এও বলেন না যে সকল জিনিষই জন-সাধারণের সম্পত্তিতে পরিবর্ত্তিত হবে। তাঁর মত এই যে—যে সকল উপকরণ থেকে লোকে অর্থোপার্জ্জন করে যথা—ভূমি, অর্থ ও কলকারখানা—এগুলি সমগ্র সমাজের সম্পত্তিতে পরিণত করা হবে। কিন্তু যে সকল দ্রব্য আমাদের তৃপ্তি বা আনন্দবিধান করে, যথা—বাদ্যযন্ত্রাদি, গৃহসজ্জা, অন্নবস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি—এগুলি প্রত্যেকের অধিকারেই থাকবে।

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে যে সম্পত্তি বহুলোকের কষ্টে অর্জ্জিত হয়ে মাত্র একজনের ভোগবিলাসে ব্যয়িত হয় সমাজতন্ত্রী কেবল সেইরূপ সম্পত্তিই নষ্ট করতে চান। তাঁর মতে একজন লোক তার নিজের জমীতে বাড়ী করে বাস করুক আপত্তি নেই কিন্তু বাড়ী তৈরী করে ভাড়া দিতে দেওয়া হবে না।

এক সময়ে সমাজতন্ত্রীরা বলতেন সকল জমিই সমাজের নিজস্ব বলে গণ্য হবে। আজকাল কিন্তু তারা ছোট ছোট জমিদারদের ভরণপোষণের জন্য জমি রাখায় আপত্তি করেন না, তবে তা থেকে তাদের লাভবান হতে দেওয়া হবে না। তাঁরা মনে করেন যে সমগ্র সমাজের অধিকারে যত বেশী অর্থ ও সম্পত্তি থাকে ততই মঙ্গল।

সমাজতন্ত্র ও অরাজকতা

এক সময়ে অনেকেই মনে করতেন যে সমাজতন্ত্র ও অরাজকথ বা এনার্কিজম একই কথা। তাঁরা ভাবতেন এই সব হিংস্রজীব-জাতীয় সমাজতন্ত্রীদের প্রত্যেকের পকেটেই একটা বোমা বা পিস্তল নিশ্চয় আছে। সুখের কথা আজকাল এ ধারণা আর বড় নেই। এদের মতবাদ আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে ঐরূপ ধারনাও দূরীভূত হচ্চে।

সমাজতন্ত্রী ও এনার্কিষ্টএর সঙ্গে তফাৎ এই এনার্কিষ্ট সকল প্রকার শাসন বিধান ও আইনই তুলে দিতে চান; অর্থাৎ একদিকে তাঁরা প্রত্যেকেই আইন নিজ হাতে নিতে চান। অন্যের সঙ্গে থাকা বা কাজ করা-না-করা তাঁদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

সমাজতন্ত্রী কিন্তু শাসনযন্ত্র ধ্বংস করতে চান না; বরং যাতে শাসনযন্ত্র সর্ব্বগ্রাসী হয় এই তাঁর ইচ্ছা। তিনি চান সমগ্র জাতিটাই কয়লার খনি রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ টেলিফোন, দোকান, কারখানা ও জমীর মালিক, হোক—যাতে প্রত্যেকেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ঐ সব বিভিন্ন জিনিষ প্রসূত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করতে পারে। তখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ পরিশ্রমের ফল ভোগ করতে পারবে। তার ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা কমে যাবে, কেন না জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী একটা না একটা কাজ সে পাবেই; যারা দুষ্টরোগগ্রস্ত বা কায়িক কোন প্রকার অভাবগ্রস্ত তাদেরও একটা বন্দোবস্ত করা হবে। এ থেকে বেশ বোঝা যায় সর্ব্বনাশী অরাজকতন্ত্রীদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রী সমাজহিতসাধনের কার্য্যধারায় একটুও সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ জারমেনী প্রভৃতি দেশে সমাজতন্ত্রীরা এনার্কিষ্টদের দেশ থেকে বিতাড়িত করেছে—দেশে সু-শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য।

সমাজতন্ত্রবাদ ও বিবাহ

সমাজতন্ত্রী সম্বন্ধে আরও একটা ভুল ধারণা এই যে সে বিবাহ প্রথা নষ্ট

করে "স্বাধীন প্রেম"এর প্রবর্ত্তন করতে চায়। প্রধানতঃ সমাজতন্ত্রবাদ ব্যবসায় ও রাজনৈতিক শাসননীতির সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট। সংসার সম্বন্ধীয় মতবাদের সঙ্গে এর খুব নিকট সম্পর্ক নেই। অবশ্য একথা ঠিক যে কোন কোন উগ্র সমাজতন্ত্রী স্বাধীন প্রেমে বিশ্বাস করেন; কিন্তু তাই বলে সেটা প্রত্যেকেরই মত নয়—বিবাহ করাটাও যেমন প্রত্যেকের মত নয়। আজ কাল বহু কারখানায় কলে এবং খনিতে পুরুষ শ্রমজীবির চেয়ে মেয়ে মজুর খুব বেশী নিযুক্ত হয়। ঐ পুরুষরা অর্থ সংস্থানের জন্য নিজের স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়। এইরূপ অসম-স্ত্রী-পুরুষ-সংমিশ্রণ ফলে ঐ সব স্থানে অত্যন্ত অনাচার হয় এবং ক্রমশঃ স্ত্রী বা স্বামী পরিত্যাগ করে সকলেই অবাধ সংমিশ্রণে সকল লোককে কলুষিত করে। এর ফলে শ্রমিক প্রধান স্থান মাত্রেই দেখা যায় বিবাহ খুব কম হয়। সমাজতন্ত্রী বলেন এইরূপ দুর্দ্দশার একমাত্র কারণ সামান্য বেতনে শ্রমিকদের কাজ করতে হয় বলে তারা সংসার প্রতিপালনের ভার নিতে সাহস করে না। যতদিন না শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় ততদিন তাদের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত।

ধর্ম্ম ও সমাজতন্ত্র

অনেকে বলে থাকেন সমাজতন্ত্রবাদীরা ঈশ্বর মানেন না ধর্ম্মাচার ত দূরের কথা। এ অভিযোগের বিরুদ্ধেও পূর্ব্ব প্রসঙ্গের ন্যায় উত্তর দেওয়া যেতে পারে। সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে ধার্ম্মিক ও 'অধার্ম্মিক', ঈশ্বর বিশ্বাসী ঈশ্বরে অ-বিশ্বাসী দু রকম লোকই আছেন যেমন অন্যত্রও আছে। এদের মধ্যে এরূপ লোকও দেখা যায় যাঁরা তাঁদের ধর্ম্মের প্রত্যেকটী বিধি নিষেধ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিপালন করেন, আবার এরূপ লোকও আছেন যাঁরা বর্ত্তমান ধর্ম্মনীতিতে বিশ্বাস করেন না। খৃষ্টানদের মধ্যে অনেকে বলেন সমাজতন্ত্রী হওয়াই সব চেয়ে বড় খৃষ্টভক্তের কাজ, কেন না তিনি গরীব ও

অত্যাচারিতের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, সমাজতন্ত্রীও গরীব ও অত্যাচারিতের ভাগ্য পরিবর্ত্তনের প্রয়াস করে। অনেকে আবার এই জন্য খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করতে চান যে ধর্ম্মযাজকগণ সর্ব্বদাই দরিদ্রের বিরুদ্ধে ধনীর সহগামী হয়েছে। আসল কথা, সমাজতন্ত্রবাদ কোনও ধর্ম্মমত নয়। এর উদ্দেশ্য ঐহিক উন্নতি, পারত্রিক নয়; সুতরাং পারত্রিক মতের সঙ্গে এর বিশেষ কোনও সম্পর্ক নাই।

সমাজতন্ত্র কি ?

এখন সমাজতন্ত্র কি নয় সেগুলো জেনে সমাজতন্ত্র কি তার একটা ধারণা আমাদের হয়েছে এ বিষয় আরও একটু বললেই সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হবে।

খুব সরলভাবে বলা যেতে পারে,—মানুষের বহুমুখী চেষ্টায় সমস্ত জনসমাজের হিতার্থে যে সব কাজ হচ্চে সেগুলো কোনো ব্যক্তিবিশেষ, বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থোন্নতিকল্পে ব্যবহৃত না করে' যাতে সমস্ত লোকের উপকারের জন্য ব্যয়িত হয় তার আয়োজন করাই সমাজতন্ত্রবাদীর উদ্দেশ্য। এই কাজই সত্য মানব-প্রেমিকের কাজ।

কিন্তু সাধারণতঃ কথাটা আরও সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ ব্যবসায় ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত অসুবিধা দূর করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য বলে গণ্য হয় এবং অন্য সব বিষয়ের আলোচনা শুধু ঐ সম্পর্কেই যা একটু হয়ে থাকে। সমাজতন্ত্রী রাজনীতির আলোচনা করে, যেহেতু রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সাধিত না হলে ব্যবসায়ে পরিবর্ত্তন সাধন সম্ভব নয়। এই প্রকার সমাজতন্ত্রবাদকে অনেক সময় "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ" বলা হয়। যে সব সমাজতন্ত্রী শ্রমজীবি পার্লামেণ্ট বা কংগ্রেসে প্রবেশ করতে সচেষ্ট, তাদের প্রধান উদ্দেশ্যই এই। অবশ্য, অন্য প্রকার উন্নতির কথাও এঁরা বলেন।

দেশের সমস্ত বিধিবন্দোবস্তের ভার রাষ্ট্রের হস্তে অর্পণ করতে চাইলেও এঁরা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা একেবারে নষ্ট করতে চান না। বস্তুতঃ তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হলেও ব্যক্তিবিশেষ যদি তাঁর স্বাধীন চেষ্টায় জীবিকা নির্ব্বাহ করতে চান, তাহলে কারো আপত্তি থাকবে না। কিন্তু তাই বলে তিনি জমিদারী বা ধনের ব্যবসায় করে অর্থোপার্জ্জন করতে পারবেন না, কেন না এগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি (public property) বলে গণ্য হবে। বর্ত্তমানে যেরূপভাবে শিক্ষাদান করা হচ্চে সমাজতন্ত্রীরাও সেইরূপ চান; কিন্তু যদি কেউ নিজের একটী বিশেষ প্রকারের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে চান তাহলে তাকে বাধা দেওয়া হবে না। সমগ্র জনসমাজের হিতকল্পে সমাজতন্ত্রী সর্ব্বদেশ-ব্যাপী এক চিকিৎসকের সমবায় প্রতিষ্ঠা করতে চান; কিন্তু চিকিৎসকেরা ইচ্ছা করলে স্বাধীন ব্যবসাও করতে পারবেন এবং লোকে যদি চিকিৎসকের সাহায্য নেন তাতেও আপত্তির কারণ থাকবে না। এইরূপে কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ না করলেও সমাজতন্ত্রী মনে করেন যদি প্রত্যেক লোকই উৎপন্ন দ্রব্যের অংশ পায় তাহলে সমগ্র সমাজের হিতকল্পে প্রত্যেকেই কাজ করবেন।

এখন সমাজতন্ত্রীদের মূলনীতি আলোচনা করলে নিম্নলিখিত চারটী নীতি সর্ব্ব প্রধান বলে মনে হয়:—

১। সমগ্র দেশের ভূমিস্বত্ব, ধনস্বত্ব ও কলকারখানা সমস্ত দেশবাসীর অধিকারে থাকবে।

২। সমাজতন্ত্রীরাষ্ট্রে সকল দেশবাসী সমগ্র সমাজের হিতকল্পে কলকারখানা পরিচালনা করবেন।

৩। সকলের সাহায্য ফলে যে অর্থাগম ও শস্যাদি উৎপন্ন হবে তা রাষ্ট্র বা ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট সমিতিবিশেষ কর্ত্তৃক সকল দেশবাসীর মধ্যে সমভাবে বিতরিত হবে।

৪। প্রত্যেক ব্যক্তি প্রতি বৎসর তার ভাগে যে সব দ্রব্যাদি ও অর্থ পাবেন, তা তিনি নিজ কর্ত্তৃত্বেই ভোগ করবেন। এবং নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধানার্থ—যে সব জিনিষ রাখবেন তাতেও তাঁর নিজের কর্ত্তৃত্ব থাকবে কিন্তু সে সব জিনিষ থেকে অর্থ লাভ করবার জন্য তিনি সেগুলি কাউকে বিক্রয় করতে বা ভাড়া দিতে পারবেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সমাজতন্ত্রীরাজ্যে জীবনযাত্রা প্রণালী।

এখন দেখা যাক হ্যারি যদি কোনও সমাজতন্ত্রীরাজ্যে বাস করত, তাহলে তার জীবন কি ভাবে অতিবাহিত হত। প্রথমেই আমাদের ধরে নিতে হবে যে বর্ত্তমানের সমস্ত দ্বন্দ্ব কলহের অবসান করে কোনও এক দেশে মানবজাতির সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও অভাব নিবারণ হেতু সম্পূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের আরও মনে করতে হবে বর্ত্তমানে ব্যবসায় ও রাজনীতিক্ষেত্রে যে সব নিয়ম পচলিত আছে সেগুলি এমনভাবে লুপ্ত হয়েচে যেন সেরূপ নিয়ম কখনও ছিল না।

নূতন ব্যবসায়নীতি

মানবসমাজ ধনী, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ও অত্যন্ত গরীব—এই তিনশ্রেণীতে বিভক্ত না হয়ে এক বিশাল শ্রমজীবি সেনানীতে পরিণত হয়েচে। এরা সকলেই মাত্র একটী বিরাট ব্যবসায়ী সংঘে কাজ করে সে সংঘ হচ্ছে—সমবায় সাম্রাজ্য। (Co-operative Commonwealth) এখন আর মাত্র কয়েকব্যক্তিকে ধনী ও অপরকে গরীব করবার যন্ত্রস্বরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব নাই। এখন আর একশ্রেণীর লোক অপর শ্রেণীর রক্ত শুষে বড়লোক হতে পারে না—স্বার্থান্বেষী ক্ষুদ্র নেতাগণ অপরের অভাব ও প্রয়োজনের সুযোগ নিয়ে বড়লোক হতে পারে না। এখন আর দেশের লোককে ভগ্নস্বাস্থ্যদের জন্য হতাশ হতে হয় না। খুব বুদ্ধিমান থেকে নিরেট মূর্খেরও নিজের ইচ্ছানুযায়ী দৈনন্দিন জীবনে সুখ সুবিধা ভোগ করবার সুযোগ আছে।

আজ জাতি সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়, কারখানা ইত্যাদি নিজ কর্ত্তৃত্বাধীনে নিয়েছে বলেই কি এরূপ পরিবর্ত্তন সম্ভব হয়েছে? না, শুধু ঐ জন্যই হয় নি। আর একটা কারণ এই যে প্রত্যেক ব্যক্তি যেমন সমগ্র জাতির দাস প্রত্যেকেই তেমনি জাতির সর্ব্বপ্রকার উৎপন্ন দ্রব্যে সমান অধিকারী। এইজন্য, বিভিন্ন ব্যক্তি স্বদেশ ও স্বরাজ-হিতার্থ কাজ করলেও প্রত্যেকেই নিজের উপকার ও স্বার্থরক্ষার্থই কাজ করে থাকেন।

সমাজতন্ত্রীরাজ্যে জন্মগ্রহণ করে হ্যারি দেখল বস্তুতঃ তার ভাগ্যের সঙ্গে অন্য কোনও বালকের বিশেষ কোনও তফাৎ নেই। এখন তার বাবা ছুতরমিস্ত্রী হলে কোনও হীনতা বা অপমানের কারণ নেই, কেননা সবাই জানে হ্যারির বাবা ছুতরের কাজ ভালবাসেন বলেই ছুতর হয়েছেন। তিনি যদি অন্য কোনও কাজ করতে ইচ্ছা করেন তাহলে সে কাজে যোগ দিতে তাঁকে কেউ বাধা দিবে না,—অবশ্য তিনি যদি বাস্তবিকই অন্য কাজ করতে পটু হন।

কিন্তু এখন তিনি ছুতরের কাজ করেন বলে অন্য যাঁরা মস্তিষ্ক চালনা করেন তাঁরা এঁকে হীনচক্ষে দেখেন না। শুধু তাঁর কথা নয়, প্রত্যেক শ্রমিকই আজ সম্মানের পাত্র। তিনি যে কোনও কাজ করুন না কেন অন্য সকল দেশবাসীর ন্যায় তাঁরও সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার আছে এবং এইজন্য সকলেই তাঁকে সম্মান করেন। পৃথিবীতে সকল সময়ই দুদল লোক থাকবে—একদল যাঁরা দৈহিক পরিশ্রমের কাজ ভাল করতে

পারেন ও অন্যাদল যাঁরা মানসিক শ্রম করেন, সমাজতন্ত্রী শাসনে এ দুই শ্রেণীর শ্রজীবিই সমভাবে আদরণীয় এবং তুল্যমূল্য বিবেচিত হবে।

তাছাড়া যাতে সকল প্রকার শ্রমসাধ্য কাজই সহজে সাধন করা যায় তার উপায়ের সদ্ব্যবহার করতে হবে। আজকাল অনেক সময় কারখানার মালিকরা নূতন কোনও প্রকার যন্ত্র বা কাজ করবার উপায় উদ্ভাবিত হলে সে উদ্ভাবনা অনুযায়ী কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন, কেননা সেরূপ করতে গেলে পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিত্যাগ করে নূতন জিনিষ কিনতে হয় এবং সে সব অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। কিন্তু এখন ব্যয়বাহুল্যের ভয় করে নূতন উদ্ভাবিত জিনিষকে অনাদর করবার কোনও কারণ থাকবে না কেননা যন্ত্রপাতিতে সমস্ত দেশবাসীর স্বত্ব হওয়ায় ব্যয়ভার সকল লোকের উপরই অর্পিত হবে। এবং শ্রম লাঘবকারী কোনও যন্ত্রের আবির্ভাবে শ্রমিকদেরও কোনও আপত্তি উঠবে না, তারাও জানে বর্ত্তমান শাসন-নীতিতে শ্রম কম হলেও বেতন বা কাজ করবার দিনের লাঘব হবে না। সমাজতন্ত্রীরাজ্যে যে কোনও বিষয়ে উন্নতি হলে প্রত্যেক দেশবাসীই তার ফল ও সুবিধা ভোগে অধিকারী হবে সুতরাং তার ফলে নূতন নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনও বৃদ্ধি পাবে।

সমাজতন্ত্রীরাজ্যে হ্যারি যদি অন্য কাহারো চেয়ে ছোট বাড়ীতে বাস করে তার মানে এ নয় যে তার প্রতিবাসীর বাড়ী ও বিলাসব্যসনে অর্থব্যয় করবার শক্তি নেই। এর কারণ এই যে সে বেশী ঐশ্বর্য্যের চটক দেখাতে চায় না।

• সমবায় সাম্রাজ্যে (Co-operative Commonwealth) একজন ছোট কুটীরে বাস করলেই প্রমাণিত হবে না যে সে গরীব। জনবিশেষের ক্ষুদ্র বা বৃহৎ বাসস্থান ও আসবাব পত্রাদি বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রুচিরই পরিচয় দিবে। আজকালও অনেক বড়লোকের এরূপ রুচিপার্থক্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একজন কোটীপতি হয়ত তাঁর ঐশ্বর্য্যের বহিঃ-

প্রকাশের নানারূপ আয়োজন করেন। তিনি সকল লোককে তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখাতেই ব্যস্ত।

আমাদের দেশের অনেক রাজা মহারাজেরও এই রোগ আছে। যাঁর সম্পত্তির আয় দুলাখ টাকা তিনি দেশত্যাগী হয়ে কলকাতায় এসে বাংলার সব চেয়ে বড় জমীদারের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে বাড়ী গাড়ী মোটর ভোজ ইত্যাদিতে তাঁর ঐশ্বর্য্য দেখাতে চান। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর জমীদারী নীলামে চড়ে; অথচ তাঁরই মতন—অনেক সময় তাঁর চেয়ে বড় ধনীও সাধারণ লোকের ন্যায় কালযাপন করতেও লজ্জাবোধ করেন না। অনেক বড়লোক সহরের শেষের দিকে বিস্তীর্ণ জমীতে তাঁদের প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। সেখানে হয়ত পশুশালা, বাগান, লতাকুঞ্জ প্রভৃতি নানাপ্রকার নয়নরঞ্জক দৃশ্যের সৃষ্টি করে তিনি আনন্দ করেন; অথচ তাঁরই সহকর্ম্মী হয়ত সহরে সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় থাকতেই ভালবাসেন। তিনি হয়ত আবার বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান চিত্রকরদের অঙ্কিত চিত্রাবলী সংগ্রহে বা বিভিন্ন বিখ্যাত লেখকদের মূলগ্রন্থ সংগ্রহে আনন্দ পান

সমাজতন্ত্রী শাসনেও এইরূপ বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী জীবন নির্ব্বাহে কোনও আপত্তি থাকবে না। তখন প্রত্যেক লোককে একই প্রকারভাবে জীবনযাপন করতে কোনওরূপ অনুরোধ করা হবে না। বরং তিনি যেরূপ সুখসুবিধা ভোগ করতে চান তার সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করা হবে।

কিন্তু তবু সমাজতন্ত্রীশাসনে গৃহস্থকে অল্পবিলাসী করতেই চেষ্টা করা হবে। বিলাসিতার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের নিজস্ব খেয়ালানুযায়ী নানাপ্রকার দ্রব্যাদি ক্রয় করতে হয়। সেগুলো ঐ বিলাসী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারো কাজে লাগে না; ফলে বহু অর্থের অপব্যয় হয়। এইজন্য সমাজতন্ত্রী এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের বিলাসের জন্য বেশী অর্থ ব্যয় করতে ইচ্ছুক নন। বরং যে সকল দ্রব্যের ব্যবহার ও ভোগে সকল লোকের আনন্দই বাড়ে সেগুলির বিস্তৃতি করাই সমাজতন্ত্রীদের অধিক বাঞ্ছনীয়।

সমাজতন্ত্রীশাসনে জীবনযাত্রা প্রণালী

এরূপ শাসনে শিশু ও বালকগণকে আর শ্রমিকের কাজ করতে হবে না। হারির পিতা অসুস্থ বা রুগ্ন হলেও তার পড়াশুনার কোনও ক্ষতি হবে না। গৃহ ও বিদ্যালয় দুই স্থানেই অপেক্ষাকৃত অধিক যত্ন, আহার ও স্বাস্থ্যকর অবস্থার প্রবর্ত্তনে আজকালকার ন্যায় শত শত শিশু অকালে প্রাণত্যাগ না করে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে দেশ ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবার সুযোগ পাবে। ছাত্রাবস্থায় তাদের কোনও প্রকার শ্রমসাধ্য কাজ করতে হবে না এবং হারির যদি সাধারণ শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে আরও গভীর জ্ঞানালোচনার ইচ্ছা ও শক্তি থাকে তাহলে সরকার থেকে তার সহায়তা করবে। কোন প্রকার জ্ঞানবিজ্ঞানে তার অত্যধিক স্পৃহা দেখলে সরকার থেকে সে স্পৃহার চরিতার্থ করবার যথেষ্ট সুযোগও দেওয়া হবে। এবং বিভিন্ন প্রকার জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলনের নিমিত্ত উপযুক্ত গবেষণাগার ও শিক্ষালয়ও প্রতিষ্ঠিত হবে।

সমাজতন্ত্রী শাসনে ললিতকলা ও বিজ্ঞানের অনুশীলন

এ কথা নিশ্চয় বলা যেতে পারে যে এইরূপ শাসনে ললিতকলা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য পূর্ব্বের চেয়ে ঢের বেশী উন্নতি লাভ করবে। বর্ত্তমানে অনেক সময় দেখা যায় বহু শক্তিমান মানুষও ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে অস্থির হয়ে বর্ত্তমানে বেশী কাজ করতে পারেন না। কিন্তু সমাজতন্ত্রী শাসনে কোনও লোককে বৃদ্ধ বয়সের অন্নসংস্থানের কথা ভাবতে হবে না; এই-জন্য প্রত্যেক প্রতিভাবান ব্যক্তিই নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী জ্ঞান বিজ্ঞানের যথোচিত আলোচনার সুযোগ পাবেন। যদি কোনও ব্যক্তি কোনও এক বিষয় অধিক শক্তির পরিচয় দিতে পারেন তাহলে তিনি যাহাতে কেবল সেই বিষয়ই সুচারুরূপে অনুশীলন করতে পারেন তার জন্য তাঁকে অন্যান্য

কাজ থেকে নিষ্কৃতি দেওয়া হবে। অন্যান্য ব্যবসায়ী বা শাস্ত্রবিদের ন্যায় তিনিও আদরণীয় হবেন, কেননা তাঁর অভিজ্ঞতা থেকেও লোক পর্য্যাপ্ত সুখ ও আনন্দ ভোগ করবে। বর্ত্তমান জগত থেকে সাহিত্য, সঙ্গীত বা চিত্রবিদ্যাকে বাদ দেওয়া যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবসায়-নীতি এই সব জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির পরিপন্থী ; কারণ ঐ সব শাস্ত্র চর্চ্চা করা সুখ, শান্তি ও অবসরবহুল লোকের পক্ষেই সহজ ও সম্ভব। এই জন্যই চিত্রকর সাহিত্যিক ও কবিগণ সমাজতন্ত্রবাদের এত বেশী পক্ষপাতী। ললিতকলা শুধু ধনবানের জন্যই সৃষ্টি হয় নি জনসাধারণের জন্যও হয়েছে ; কিন্তু তাদের নিকট ললিতকলাকে দৈনন্দিন জীবনের অন্যতম অঙ্গরূপে গণ্য হওয়ার পূর্ব্বে এর মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য ভোগ করবার সুযোগ দিতে হবে। যখন সকল লোক অবাধে বিবিধ ললিতকলার সৌন্দর্য্য ভোগ করবার সুযোগ পাবে এবং যখন দৈনন্দিন জীবন বহনের দুর্ব্বহ চিন্তার ভার কলাসাধকদের স্কন্ধ থেকে লুপ্ত হবে, তখনই জ্ঞান বিজ্ঞানের পূর্ণ-বিকাশ সম্ভব হবে।

প্রাপ্তবয়স্ক হলে ব্যক্তি তার নিজ ইচ্ছানুযায়ী ব্যবসায় বা বানিজ্য করবার সম্পূর্ণ সুযোগ পাবে। যে ব্যক্তি যে কাজ নিজে পছন্দ করবেন তাকে সেই কাজে নিযুক্ত করলেই সব চেয়ে বেশী ফললাভ হয় ; তাতে সমাজেরও কল্যাণ হয়, যে ব্যক্তি কাজ করেন তারও আনন্দ হয়। অবশ্য একটী বিশেষ বয়সে সকলকে একই প্রকার শ্রমজীবির সাধারণ কাজে নিযুক্ত করে পরে অধ্যবসায় ও শ্রমশীলতা ইত্যাদি গুণের তারতম্যানুসারে বিভিন্ন লোককে উচ্চ বা নিম্নপদে নিযুক্ত করা মন্দ নয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বর্ত্তমানের অশান্তির অবসান

বর্ত্তমানকালে শ্রমজীবি ও ধনিকসম্প্রায় সম্পর্কিত যে সব বিভিন্ন প্রকার অশান্তির আবির্ভাব হয়েছে সমাজতন্ত্রী শাসনে সে সব থাকবে না।

প্রথমেই কোনও প্রকার শ্রমজীবির ধর্ম্মঘট হবে না, কারণ প্রত্যেকেই স্থির জানবে যে তার শ্রমের যথোচিত মূল্য সে পাবেই পাবে। বস্তুতঃ সমাজ তন্ত্রীশাসনে বর্ত্তমানের চেয়ে দৈনিক কাজ করবার সময়ও কমিয়ে দেওয়া হবে সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম, আমোদ প্রমোদ ও খেলাধূলার সময় বেশী নির্দ্ধারিত হবে।

পূর্ব্বের ন্যায় কোনও দ্রব্য অত্যধিক উৎপন্ন হওয়ায় লোকজনকে বসে থাকতে হবে না, কেন না প্রত্যেক জিনিষ প্রয়োজনানুযায়ী উৎপন্ন করা হবে মাত্র।

কয়েকজন ব্যক্তিবিশেষের লাভের জন্য কোনও প্রকার খাদ্যদ্রব্য একসঙ্গে অধিকসংখ্যায় কিনে পরে বিক্রয় করতে দেওয়া হবে না। যে সব কারখানার মালিক দ্রব্যাদি প্রস্তুত করেন তাদের প্রধান উদ্দেশ্য জনসাধারণের প্রয়োজনের সুবিধা নিয়ে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লাভ করা। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ অনেক সময় তারা খুব প্রয়োজনীয় দ্রব্যও মাত্র অল্প পরিমাণে প্রস্তুত করেন। শুনা যায় অনেক সময় পর্য্যাপ্ত ফলমূলাদি জন্মিলে, পাছে বাজারে জিনিষের দর কমে যায় এই জন্য অনেক ফল গাছ নষ্ট করে ফেলেন। তুলার চাষীরাও অনেকে সময় বেশী তুলা উৎপন্ন হলে বাজারে দর কমে যাবে ভেবে মাথায় হাত দিয়ে পড়েন।

আমাদের বর্ত্তমান ব্যবসায় নীতি এরূপ কূট যে অনেক সময় কোনও দ্রব্যবিশেষের প্রচুর উৎপত্তিই তার অভাবের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেখা যায় জামার কাপড় খুব সস্তা হলে জামার দর চড়ে যায়,

পর্য্যাপ্ত খাদ্যদ্রব্য উৎপন্ন হলে খাদ্যদ্রব্য মহার্ঘ হয়। এইজন্য অনেক সমাজতন্ত্রী বলে থাকেন, "বর্ত্তমান সভ্যতার ফলে প্রাচুর্য্য থেকেই অভাবের উৎপত্তি হয়েছে।"

যদি প্রত্যেকেই পরস্পরের হিতকল্পে কাজ করেন তাহলে বর্ত্তমানের ন্যায় কেবলমাত্র প্রতিযোগীতায় প্রভূত অর্থ, সময় ও প্রচেষ্টা নষ্ট হয় না। বর্ত্তমানে প্রত্যেকেই নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে সচেষ্ট; এইজন্য এরূপ ব্যয়

এখন যে-কোনও ব্যবসায়ীকে তার জিনিষ বিক্রয় করবার জন্য বিজ্ঞাপন দালাল ইত্যাদির জন্য বহু টাকা ব্যয় করতে হয়। এই বিজ্ঞাপনের ব্যয় ও দালালদের বেতন ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ ব্যয় হয় তা জিনিষের মূল্য থেকে পুষিয়ে নিতে হয়। এইজন্য তাঁকে এরূপ দরে জিনিষ বিক্রয় করতে হয় যাতে এই সব খরচ বাদেও যথেষ্ট লাভ থাকে। তারপর যে খুচরা ব্যবসায়ী তার জিনিষ কিনবে সেও কিছু লাভ করবে। এইজন্য অন্ততঃ দুজনের এইরূপ পর্য্যপ্ত লাভের বন্দোবস্ত করে জিনিষের দর নির্দ্ধারণ করতে হয়।

ধরুন একখানা কাপড়ের কথা। মিলের একখানা কাপড় তৈরী করতে আট আনার বেশী লাগে না; কিন্তু বাজারে সেখানা দেড় টাকা দু টাকার কম পাওয়া যায় না। এর কারণ এই যে কাপড়ের কলওয়ালা উপরোক্ত বিভিন্ন লোকের ব্যয় ও লাভের বন্দোবস্ত করে পরে নিজ কারখানার যথেষ্ট লাভের অংশ রেখে তারপর দর ঠিক করবে। অনেক সময় আবার তারা তাদের জিনিষ কি দরে বিক্রয় করতে হবে তা সকল ব্যবসাদারদের জানিয়ে দেয়। এতে ঐ সব ব্যবসায়ীদের প্রভূত ক্ষতি হয়। কেউ হয়ত একটা বিশেষ রকম ক্ষুর তৈরী করে তা সরকার থেকে রেজিষ্টার্ড করে নিলেন। সে ক্ষুরখানার তৈরী করবার খরচ পড়ল হয়ত ছয় আনা, কিন্তু মালিক ব্যবসাদার দোকানদারদের নির্দ্দেশ করে দিলেন, তারা পাঁচ টাকার কমে ঐ ক্ষুর বাজারে বিক্রয় করতে পারবে না।

সমাজতন্ত্রশাসনে এই প্রকার জিনিষ কোনও দালাল বা ছোট ব্যবসায়ীর হাতে না দিয়ে একেবারে সাধারণ লোকের হাতে পড়বে, এবং এর দর নির্দ্ধারিত হবে তৈরী করবার খরচের উপর খুব অল্প লাভ রেখে।

দেশবাসীর প্রয়োজন.মুরূপ বিভিন্ন দ্রব্যাদি সরবরাহ ও কারখানার কলকব্জা ইত্যাদি ক্রয় করে রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত থাকবে, সমাজতন্ত্রী শাসনে যতদূর সম্ভব জনসাধারণের শিক্ষা ও আমোদের জন্ত বিভিন্ন প্রকার প্রতিষ্ঠান গঠন করতেই তা ব্যয়িত হবে। সমাজতন্ত্রবাদী মনে করেন জনসাধারণের হিতার্থ ব্যায়ামাগার, খেলার মাঠ, বাগান, সুন্দর লাইব্রেরী, মিউজিয়ম, নাট্যালয়, বায়স্কোপ, স্নানাগার ও খুব বড় বড় অট্টালিকা—এ সকল যত বেশী স্থাপিত হবে দেশের ততই মঙ্গল। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশবাসীই যাতে তার নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় করবার উপযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করতে পারে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। অন্তের একটী ভাল জিনিষ দেখে হ্যারিরও যদি সেইরূপ একটী জিনিষ রাখবার সাধ হয় তাহলে কেউ তাকে বাধা দিতে পারবে না।

ছেলেবয়সে হ্যারির অন্তান্ত বালকদের মতই পোষাক পরতে কোনও অসুবিধা হবার কারণ থাকবে না। তা'ছাড়া তার কোনও জিনিষ না থাকলেও কেউ তাকে হেয় মনে করবে না। তার খেলার সরঞ্জাম অন্ত বালকদের মতই হবে এবং বয়সের বৃদ্ধি হলে তার প্রতিবেশী অন্ত কোনও লোকের সঙ্গে মিশতে কোনও প্রকার সামাজিক বা আর্থিক বাধা থাকবে না।

ব্যবসা ও বাণিজ্যের হালচালের উপর কাহারো উপার্জ্জন নির্ভর করবে না। যদি ছুতরের কাজের বেশী প্রয়োজন না থাকে তা হলে দেশের সকল ছুতরকেই এক সঙ্গে প্রতিদিন অল্প সময় কাজ করতে হবে। অবশ্ত এককারখানায় যদি একসঙ্গে অনেকদিনের মত জিনিষপত্র তৈরী হয়ে যায় এবং কিছুদিন ধরে সে কারখানা বন্ধ করে দিলেও চলে, তাহলে

সেই কারখানার শ্রমিকদের অন্য কাজ করতে হয়—যতদিন না সব তৈরী মাল ফুরিয়ে যায় এবং নূতন মালের চাহিদা হয়। কিন্তু কোনও সময় যাতে এরূপভাবে এক কারখানায় চাহিদা অপেক্ষা অধিক মাল না তৈরী হয় এবং তার ফলে কারখানার শ্রমিকগণ বেকার হয়ে না পড়ে—এর সুবন্দোবস্ত করা রাজসরকারের প্রধান কর্ত্তব্য হবে।

যদি হ্যারির পিতা রোগশয্যায় পড়ে থাকেন তাহলেও তিনি অন্যান্য লোকের ন্যায় দেশজাত দ্রব্যাদির লাভের তুল্য অংশ পাবেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে ব্যবসায়ের ক্ষতি এবং পীড়িতাবস্থায় বিনামূল্যে একজন ডাক্তার ও একজন সুশ্রূষাকারিণীর সাহায্য পাবেন। এই জন্য রোগশয্যায় পড়ে হ্যারির পিতাকে দারিদ্রের আশঙ্কা বা চিন্তা করতে হবে না; এবং তাঁর মৃত্যু হলে স্ত্রীপুত্রের ভবিষ্যৎ ভেবেও শঙ্কিত হতে হবে না। যদি তিনি একান্তই রোগ থেকে মুক্তি না পান তাহলে তাঁর সৎকার কার্য্যাদির ব্যয়ভার পর্য্যন্ত সরকার থেকে বহন করা হবে এবং জীবিতাবস্থায় তিনি যে অর্থ উপার্জ্জন করছিলেন মৃত্যুর পর সে অর্থ তাঁর অসহায় স্ত্রী-পুত্রের সাহায্য কল্পে দেওয়া হবে।

ছাত্রাবস্থায় ছেলেদের স্বাধীনতা

সমাজতন্ত্রী শাসনে বালক বালিকাগণকে কোন কারখানায় কাজ করতে দেওয়া হবে না। হ্যারির পিতার অসুখ করুক বা না করুক তার পড়াশুনার কোনও ব্যাঘাত হবে না। নূতন শাসননীতিতে ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থার ফলে আজকালকার ন্যায় সহস্র সহস্র বালক বালিকা অনাহার ও অনিয়মে প্রাণত্যাগ না করে সবল সুস্থদেহে ভবিষ্যতে বিভিন্নভাবে দেশ সেবার সুযোগ পাবে। ছাত্রাবস্থায় কোনও বালককে পরিশ্রমের কাজ করতে দেওয়া হবে না; যদি হ্যারি সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে আরও বেশী শিক্ষালাভ করতে চায় এবং

উপযুক্ত বুদ্ধি ও শ্রমশীলতা যদি তার থাকে তাহলে তার উন্নতিপথে কেউ বাধা দেবে না। যদি কোনও শাস্ত্রবিশেষে সে বিশেষ জ্ঞান ও বুদ্ধির পরিচয় দিতে পারে তাহলে রাজসরকার সেই শাস্ত্র শিক্ষার জন্য তাকে উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে সাহায্য করবেন।

এর ফলে সঙ্গীত, বিজ্ঞান, আর্ট প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রচার ও প্রসার পূর্ব্বের চেয়ে ঢের বেশী হবে। বার্দ্ধক্যে কি করে জীবন নির্ব্বাহ করবে সে দুর্ভাবনা থেকে নিশ্চিন্ত হয়ে লোকে এখন নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন শাস্ত্রালোচনায় বেশী যত্নবান হবে। একব্যক্তি যদি কোনও শাস্ত্রবিশেষে ব্যুৎপত্তি দেখাতে পারেন তাহলে অন্যান্য কাজের ভার থেকে মুক্তি দিয়ে তিনি যাতে তাঁর বিশেষ শাস্ত্রালোচনায় অধিক সময় যাপন করতে পারেন তার ব্যবস্থাই করা হবে। বর্ত্তমান সময়ে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, সাহিত্য ইত্যাদি ব্যতীত জীবন ধারণ একরূপ দুঃসহ বললেই হয়, অথচ বর্ত্তমান ব্যবসায় নীতি এ সকল শাস্ত্রের উন্নতিবিরোধী। সঙ্গীত, সাহিত্য বা শিল্পবিদ্যা শান্তি, তৃপ্তি ও বিশ্রামের মধ্য দিয়েই সম্ভব। এই জন্যই শিল্পী, সাহিত্যিক ও সঙ্গীতবিশারদদের মধ্যেই সমাজতন্ত্রবাদের আদর বেশী। আর্ট শুধু বড়লোকদের সামগ্রী নয়। গরীব ও ধনী-দুই প্রকার লোকের জন্যই আর্টের সৃষ্টি। অথচ আর্টকে বুঝাবার ও উপভোগ করবার মত সঙ্গতি ও সুযোগ জনসাধারণের নাই। যখন সমস্ত লোক নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী শিল্প শাস্ত্র অনুশীলনের সম্পূর্ণ সুযোগ পাবে, যখন মাত্র পেটপূরণের ক্ষুদ্র চিন্তাই মানবের সমস্ত মনোজগৎকে ব্যপ্ত করে থাকবে না কেবল তখনই বিজ্ঞানের মূল্য সকলে বুঝতে পারবে তখনই বিভিন্ন শিল্পকলার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হবে।

বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসা জগতে যে সকল 'ফট্‌কাবাজী' খেলবার রীতি আছে সমাজতন্ত্রী শাসনে আর তা চলবে না। সমগ্রলোকের প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি উৎপন্ন করবার সুবন্দোবস্ত করলে আজকালকার ন্যায় মাল কাটতি

করবার দুর্ভাবনা কাউকে ভাবতে হবে না। লোকের যে জিনিষ যতটা দরকার মাত্র সেই পরিমাণই প্রস্তুত করা হবে। শস্য উৎপাদন এবং বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করবার ভার শাসকদের হাতে অর্পিত হলে তাঁরা অতি সহজেই দেশবাসীর বিভিন্ন দ্রব্য কত প্রয়োজন তা নির্দ্ধারণ করতে পারবেন। প্রথমেই এরূপ হিসেব করা সম্ভব হবে না; ৫।৭ বছরের মধ্যেই সব স্থির হবে।

এখন কোনও ব্যবসায়ী হয়ত মনে করতে পারেন যে অমুকদ্রব্যের বাজারে খুব চাহিদা আছে কিন্তু সে ধারণা ঠিক নাও হতে পারে। যদি তিনি এইরূপ মিথ্যা ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে কোনও জিনিষ তৈরী করেন তাহলে তাঁর ভাগ্যে অর্থনাশ এবং বৃথা শক্তিক্ষয়ই সার হবে। এ ক্ষতি যে শুধু তাঁর একারই হবে তা নয়; সমগ্র সমাজকে এ ক্ষতি বহন করতে হবে কারণ যে অর্থ অন্য কোন ও উপকারে লাগ্‌ত তার বৃথা অপব্যয় হল। বর্ত্তমানের ব্যবসায় নীতির ফলে এইরূপ ভাবে শত শত ব্যবসায় ফেল হওয়ায় যে কত অর্থ ও শক্তি নষ্ট হয় তা সহজেই অনুমেয়।

ব্যবসায়ে এইরূপ অনিশ্চয়তা শস্যাদি উৎপন্ন দ্রব্যে ও বর্ত্তমান। কোনও বারের ফসল হয়ত অনাবৃষ্টিতে নষ্ট হয়ে যায়, মাসের পর মাস ঝড়জল সহ্য করে চাষীদের প্রাণপণ পরিশ্রম ব্যর্থ হয়ে যায়।

সমাজতন্ত্রবাদ অবশ্য নৈসর্গিক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা করতে পারবে না। কিন্তু কৃষকগণ দেশের অন্যান্য অধিবাসীর ন্যায় জাতির সম্পত্তির সমাধিকারী বলে ঝড়জলে শস্য নষ্ট হলেও ক্লেশ ভোগ করবে না; এই জন্য বর্ত্তমান সময়ের কৃষক অপেক্ষা তার ভাগ্য বেশ ভালই হবে। তার জমীতে যে সময় কোন শস্য উৎপন্ন হবে না, দেশের অন্য কোনও অংশে হয়ত তখন পর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হবে। এই শস্য সমানভাবে সকলের মধ্যে বিতরিত হলে প্রত্যেকে একই প্রকার সুখ বা দুঃখের ভাগী হবে।

অন্যসব বিষয়ে ও এই ব্যবস্থা হবে। দেশকে সমগ্রভাবে ধরলে একথা

বেশ বলা যায় যে একসময় কোনও বিশেষ প্রান্তে উপযুক্ত শস্য উৎপন্ন না হলেও অন্যান্য প্রদেশে পর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হতে পারে; এই পর্য্যাপ্ত শস্য উপযুক্তভাবে বিতরিত হলে কোনও প্রান্তেই কখনও অভাব হবে না (এ বিষয় বাংলা দেশের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। প্রতিবৎসর বিভিন্ন জেলায় অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি সত্ত্বে ও সমগ্র দেশবাসীর দুই বৎসরের ব্যবহার উপযোগী শস্য এখানে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বর্ত্তমান ব্যবসায়নীতির কুফলে আমরা একবছরও পর্য্যাপ্ত খাদ্য উপযুক্ত মূল্যে পাই না।) তাছাড়া বিজ্ঞানের বলে চাষ আবাদের সহজ উপায় ও যন্ত্রাদি ক্রমশঃই আবিষ্কৃত হবে; ফলে চাষ আবাদ করা অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায়ই লোভনীয় হয়ে পড়বে। চাষ আবাদের প্রতি বহুলোকের দৃষ্টি পড়লে জমী ও খুব ভাল হবে, শস্য ও খুব উৎপন্ন হবে; অন্নের অভাব বর্ত্তমানের ন্যায় আর থাকবে না।

খাজনা দিতে হবে না

সমাজতন্ত্রী শাসনে কাউকে খাজনা দিতে হবে না। বর্ত্তমানে শাসন যন্ত্র পরিচালন ও জনহিতকর কার্য্যাদি করবার খরচ বহন করবার জন্যই খাজনা আদায় করা হয়। কিন্তু সমবায় সাম্রাজ্যে সমগ্র দেশের বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায় ইত্যাদিতে যে অর্থ লাভ হবে তাথেকে শাসন ও জনহিতকর অনুষ্ঠানের খরচ বাবদ অর্থ বাদ দিয়ে অবশিষ্টাংশ দেশবাসীদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে।

সে সময় অবশ্য প্রত্যেকে বর্ত্তমান সময়ের কোটীপতিদের ন্যায় অর্থ উপার্জ্জন করবে না; কারণ সমস্ত অর্থ সকল দেশবাসীদের মধ্যে সমভাবে ভাগ করে দেওয়া হবে। তবে এ ঠিক যে বর্ত্তমানে শ্রমজীবিরা হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর যে অর্থ উপার্জ্জন করে সমাজতন্ত্রী শাসনে তার চেয়ে অল্প

সময়ে ঢের বেশী উপার্জ্জন করবে। জীবনকে সুখ ও আনন্দময় করবার সকল প্রকার চেষ্টা যদি সরকার থেকেই করা হয় তাহলে যথেষ্ট টাকা রোজগার করবার কোনও প্রয়োজনও হবে না।

শ্রমজীবি ও কোটীপতি

বর্ত্তমানে কোটীপতি থেকে মজুর সকলের মনেই একই চিন্তা—কি করে প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা যায়। দরিদ্র শ্রমজীবিরা অনেক সময় কারখানার ধনী মালিকদের সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে তাঁদের মনে মনে হিংসা করেন; কিন্তু ধনীরও সুখ নাই। কি করে অর্থরক্ষা করবেন, বাজারের কোনও দুর্ঘটনা হবে কি না, ব্যাঙ্ক ফেল হল বা শেয়ারের দর কমল কি না ইত্যাদি চিন্তা করতে করতেই ধনীর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। ব্যবসাদারের আবার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়ালেও দুর্ভাবনা; তাছাড়া শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট ইত্যাদিতেও অর্থনাশ হতে পারে।

সমাজতন্ত্রী শাসনে ধনী ব্যক্তি পূর্ব্বের ন্যায় অধিক অর্থ সঞ্চিত না করলেও দুর্ভাবনার হাত থেকে নিশ্চিন্ত হবেন।

সকল ব্যক্তিই যদি সমশ্রেণী ও সমভাবে ধনশালী হয় তাহলে অন্যকে হিংসা করবার কারণ থাকে না। তা ছাড়া অর্থশালী হলেই দুর্ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সুখ লাভ করতে পারে না। বস্তুতঃ টাকা দ্বারা আমরা পাই কি? ভালভাবে থাকবার সকলপ্রকার প্রয়োজনীয় দ্রব্য, বিলাস এবং আয়াসের দ্রব্যাদি অর্থ থাকলে সহজলভ্য হয় বটে; কিন্তু দুর্ভাবনা ও অশান্তি একটুও কমে না। বিলাস এবং আয়াসের দ্রব্যাদি সমাজতন্ত্রীয় শাসনে যদি সরকার থেকেই সরবরাহ করা হয় তাহলে টাকা পুঁজি করবার কোনও কারণই থাকবে না।

অধ্যাপকতা, চিকিৎসকের কাজ, ধর্ম্মযাজকের কাজ ইত্যাদিতেও

সমাজতন্ত্রী শাসনে সুফল দেখা দিবে। আজকাল অনেক ছেলেই ব্যবসায় বাণিজ্যের দুশ্চিন্তা, অত্যধিক পরিশ্রম ও অর্থোপার্জ্জনের অনিশ্চয়তার জন্য অনিচ্ছা সত্বেও উক্ত প্রকার চাকরী করেন। সমাজতন্ত্রীশাসনে সকল প্রকার কাজেরই এক মূল্য নির্দ্ধারিত হবে, কঠিন কাজও যাতে সকলের প্রিয় হয় তার উপায় করা হবে। এই জন্য মনে হয় তখন আর কেউ অনিচ্ছা সত্বেও অন্য লোকের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না।

সমাজতন্ত্রী শাসনে আইনজীবি থাকবে না। সমাজতন্ত্রী মনে করেন সমবায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে আইনের দরকার খুব কমই হবে।

আজকাল অধিকাংশ লোকই অর্থাভাবে ও দারিদ্র্য হেতু অপরের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করে। তাছাড়া যে সব বড় বড় মোকদ্দমা কোর্টে উত্থাপন করা হয় সেগুলিও বিভিন্ন লোকের স্বার্থ সম্পর্কিত বিবাদ নিয়ে। সমবায় সাম্রাজ্যে সমস্ত সম্পত্তি সকলের সমান অধিকারে এলে এবং সকলেই সমান ব্যবহার পেলে পূর্ব্বের ন্যায় আইন ভঙ্গের কারণই থাকবে না; এবং আজকাল ঐ সকল স্বার্থরক্ষার জন্য যে বিবিধ আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হয় তাও হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে পোষ্টাপিস সরকার কর্ত্তৃক পরিচালিত; সুতরাং জনসাধারণের সম্পত্তি। এই জন্য এর কাজও সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়, বেশী আইনের প্রয়োজন ও হয় না। কিন্তু রেল কোম্পানী সাধারণের সম্পত্তি নয়। এই জন্যই এর স্বার্থ নিয়ে অন্যান্য লোকের খুব দ্বন্দ্ব বাধে। আবার এও দেখা যায় রেল কোম্পানীর চেয়ে ডাকঘরের কাজ অধিক সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়।

এইরূপ ভাবে অন্য সকল প্রকার সমবায় সংঘের জন্যও আর অধিক আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হবে না, কারণ কোনও জন হিতকর অনুষ্ঠানই ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হবে না, স্বার্থবিরোধ ঘটবার কারণও থাকবে না।

তা ছাড়া আশা হয় দারিদ্র্য ও রোগ দূর করতে পারলে সকল লোকের নৈতিক উন্নতিও সাধিত হবে। মানুষের স্বভাব মূলতঃ খারাপ নয়, বর্ত্তমানের জীবন সংগ্রামের বিবিধ কারণ লোপ করতে পারলে সংসারের অনেক হিংসা, দ্বেষ এবং ঝগড়ার নিষ্পত্তি হবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সমাজতন্ত্রী শাসনে জীবনযাত্রা প্রণালী

স্ত্রী পুরুষের সম্পর্কও বর্ত্তমানকালের চেয়ে উন্নত ও পবিত্র হবে। নূতন ব্যবস্থার সকল প্রকার সুখ সুবিধা মেয়েরাও পুরুষদের সঙ্গে সমান ভাবে ভোগ করবেন। তাঁর স্বামী, পুত্র ও পিতা যে অধিকার পাবেন তিনিও তাই পাবেন। তাঁদের ন্যায় তিনিও কাজ করবেন বটে, কিন্তু যে কাজ করলে তাঁর স্ত্রীসুলভ সুন্দর বৃত্তি নষ্ট হয়ে যায় তা তাঁকে করতে দেওয়া হবে না। মেয়েদের আর বাধ্য হয়ে অর্থ সাহায্য বা ভরণ-পোষণের জন্য বিয়ে করতে হবে না, একমাত্র ভালবাসার পাত্রকেই নিশ্চিন্ত মনে বিয়ে করতে পারবেন।

সামাজিক দুর্নীতির অবসান

আজকালকার হাজার হাজার পতিতার ন্যায় তাঁদের আর অন্নবস্ত্রের জন্য দেহ ও আত্মা বিকিয়ে দিতে হবে না। বর্ত্তমান সময়ে সারারাত ধরে যে সব হাজার হাজার পতিতা অলি গলিতে ঘুরে বেড়ায় তারা অন্তর্হিত হবে— সমাজের অন্যতম অশান্তি ও সহস্রফণাযুক্ত দুর্নীতির অবসান হবে।

মেয়েদের আর্থিক অবস্থা স্বাধীন হলে পুরুষগণও তাঁদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাবেন ; এবং তখন মেয়েরা মাত্র প্রেমের আকর্ষণেই বিয়ে করবে জেনে পুরুষরাও মেয়েদের আদর্শানুযায়ী হতে চেষ্টা করবেন। মনের মত বর না পাওয়া পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখার অধিকার এবং নিজের মনের ইচ্ছানুযায়ী লোককে পছন্দ করে বিয়ে করার অধিকার পেলে সমাজের প্রত্যেক সংসারই সুখ ও শান্তিময় হয়ে উঠবে।

এই অবস্থায় স্ত্রী বা স্বামী ত্যাগ করে বর্ত্তমান কালের ন্যায় অন্য পতি বা পত্নী গ্রহণের রীতি ও কমে যাবে। তা'ছাড়া গৃহে শান্তি ও সুখ বিরাজ করবে, গৃহকার্য্য ও সহজে সুসম্পাদিত হবে। কঠিন কাজগুলি ছোট বা বড় কলে নিষ্পন্ন করবার বন্দোবস্ত করা হবে। এই সুখময় সংসারে, প্রেমময় দম্পতীর যে সন্তান জন্মাবে সে নিশ্চয়ই সংসার ও জাতির মুখোজ্জ্বল করবে।

কোনও মেয়ে যদি চিরকাল অবিবাহিত থাকতে চান, তাহলে তিনি ভবিষ্যতের বিষয় না ভেবেও নিজ ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে পারবেন। কেউ কেউ হয়ত মনে করবেন এরূপ স্বাধীনতার প্রাবল্য হলে বিয়ের সংখ্যা হয়ত কমে যাবে ; কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যায়—না, বরং তার উল্টো হবে।

আজকাল অনেকেই বিয়ে করেন, অর্থলাভ, সমাজে উন্নত অবস্থা বা সাহায্য লাভের জন্য। সমাজতন্ত্রী শাসনে বিয়ে করার এ সকল প্রয়োজন আর থাকবে না। কিন্তু আজকাল বহু যুবক আছেন যাঁরা বর্ত্তমান সময়ের জীবনসংগ্রাম বা ব্যবসা ও চাকরীর উপার্জ্জনের অনিশ্চয়তার ভয়ে বিয়ে করতে চান না। সে সময় এ ভাবনা থাকবে না, এর জন্য বরং বিয়ে করবার ইচ্ছা আরও প্রবল হবে।

এইরূপে একদিকে যেমন মেয়েদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার বৃদ্ধি হবে সঙ্গে সঙ্গে পুরুষদেরও বিবাহের সর্ব্বপ্রধান প্রতিবন্ধক দূরীভূত হবার সঙ্গে

বিয়ের আকাঙ্ক্ষা ও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। অধিক স্বাধীনতা পেয়ে মেয়েরা বিবাহে বিরূপ হবে এরূপ আশঙ্কা করবার কোনও সঙ্গত কারণ নেই; ভগবানের করুণায় পুরুষদের ন্যায় মেয়েদেরও প্রেমতৃষা ও মাতৃত্বের আকর্ষণ এত প্রবল যে, লোপ করা দুঃসাধ্য। এখন অনেক সময়েই আর্থিক অনৈক্য বশতঃ নিজের প্রিয়তমকেও প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হন; সমাজতন্ত্রী শাসনে প্রত্যেকে নিজ নিজ মনের মানুষকে বরণ করে নিতে আর কোনও প্রতিবন্ধকি থাকবে না।

ব্যবসা ও বাণিজ্য

আচ্ছা, সমাজতন্ত্রী শাসনে ব্যবসা বাণিজ্যের কি হবে?

এটা খুব বড় প্রশ্ন। বস্তুতঃ সমস্ত প্রধান প্রধান সমাজতন্ত্রবাদী এ বিষয় এখনও একমত হতে পারেন নি। তবে সাধারণভাবে বলা যায় যে জনসাধারণ বিভিন্নস্থানে প্রতিষ্ঠিত প্রধান প্রধান কেন্দ্রীয় দ্রব্য সরবরাহের দোকান থেকেই তা পাবেন।

কিন্তু কিসের পরিবর্ত্তে লোকে মাল কিনবে? আজ কালকার ন্যায় তখনও টাকা পয়সার চলন থাকবে না পুরাতন অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে টাকা পয়সারও কদর কমে যাবে?

যাঁরা খুব গোঁড়া সমাজতন্ত্রবাদী তাঁরা বলেন তাঁদের শাসনে টাকার কোনও প্রয়োজন হবে না। বিভিন্নলোককে নির্দ্দেশ করে প্রত্যেককে একখানি করে টিকিট দেওয়া হবে। এই টিকিটে যেরূপ অল্পাধিক পরিশ্রমের কথা লেখা থাকবে, সেই অনুসারে তাঁদের দ্রব্যাদির মূল্য কম-বেশী হবে। তাছাড়া প্রত্যেক সবলকায় লোককেই পরিশ্রম করতে হবে আর বিভিন্ন কাজে প্রত্যেকেই এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত কাজ করবে; এই জন্য সকলেই সমান পরিশ্রমের ভাগী হবে, জিনিষ ও সমানভাগেই পাবে।

যে সব কঠিন বা অপ্রিয় কাজে লোককে উৎসাহ দেবার জন্য কার্য্য-কাল অন্য সকলের অপেক্ষা কম করা হবে তাদেরও অন্য সকল সহজসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত লোকদের সমান অধিকার দিবার বন্দোবস্ত করা হবে।

এডওয়ার্ড বেল্লামী নামক সমাজতন্ত্রবাদী তাঁর এক বই অর্থ বিনাও কিরূপে সমাজে সুসঙ্গতি রাখা যায় তার এক প্রণালী দেখিয়েছেন। এই প্রণালী অনুসারে, প্রত্যেক বছরের শেষে সমগ্রজাতির সমস্ত সম্পত্তির মূল্য নির্দ্ধারণ করা হবে। তারপর তা থেকে শাসনযন্ত্র পরিচলনের খরচ, জনসাধারণের হিতার্থে ব্যয় ও অসহায়দের ব্যবস্থা করে তারপর যা উদ্ধৃত থাকবে তাই প্রত্যেক দেশবাসীর নিজ নিজ ব্যয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট বলে পরিগণিত হবে। তখন প্রত্যেকের ভাগে কত পাওনা হল তা জ্ঞাপন করে প্রত্যেককে একখানি করে টিকীট দেওয়া হবে। এই টিকীটই পূর্ব্বের নোট বা টাকার পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হবে। এই টিকীটে প্রত্যেকে কত মূল্যের জিনিষ খরিদ করল তার হিসেব লেখা থাকবে। যদি এক-ব্যক্তি তার সমস্ত বছরের প্রাপ্য কয়েকমাসের মধ্যেই খরচ করে ফেলে তাহলে তাকে আগামী বছরের প্রাপ্য থেকে কোনও নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা পরিমাণ আগাম দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে কিন্তু এরূপ অমিতব্যয়ের প্রসার যাতে না হয় তার সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করা হবে। এবং বাহুল্য খরচকে সর্ব্বদা বর্জ্জন করবার আয়োজন করা হবে।

ধরুন একজনের সমস্ত বছরের পাওনা হিসাবে ভাগে পড়ল চার হাজার টাকা। তখন প্রত্যেক লোককেই ঐ মূল্য নির্দ্ধারণ করে একখানা টিকিট দেওয়া হবে। যতদিন মিতব্যয়ী ভাবে ঐ টীকিটের মধ্যেই খরচ কুলিয়ে কেউ থাকবেন ততদিন তাঁর ইচ্ছানুরূপে দ্রব্যাদি কিনবার কোনও প্রতি-বন্ধক থাকবে না। আজকাল মানুষ রোজগার করে যেমন স্বাধীনভাবে খরচ করতে পারে, তখনও সেইরূপ পারবে। যদি কেউ তার সমস্ত বছরের প্রাপ্য অর্থ খরচ না করে তাহলে ভবিষ্যতের জন্য আর তাকে তা

জমিয়ে রাখতে দেওয়া হবে না। আগামী বছর আবার নূতন টিকীটে লেখা অর্থমাত্রই সে ব্যবহার করতে পারবে।

আজ কালকার কোটীপতিদের কাছে চারহাজার টাকা সমুদ্রে জল-বিন্দুবৎ মনে হলেও সাধারণ লোকের পক্ষে বার্ষিক ঐ আয় বর্ত্তমান সময়ের চেয়ে ঢের বেশী বলেই পরিগনিত হবে। এবং এই অর্থদ্বারা তিনি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনে বেশ স্বচ্ছন্দেই থাকতে পারবেন।

এ কথাও অবশ্য মনে রাখতে হবে সমাজতন্ত্রী শাসনে জিনিষ পত্রাদি মাত্র প্রস্তুত করবার খরচ নিয়ে বিক্রয় করলে উক্ত চার হাজার টাকার ক্রয়শক্তি বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা ঢের বেশী বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া এখন যে সব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাবার জন্য জলের মত খরচ করতে হয় তখন তা বিনামূল্যেই পাওয়া যাবে। জল আলো, গান, সংবাদ পত্র, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, পোষ্ট আপিস, যানবাহন, রেল ও মালগাড়ী আমোদ প্রমোদ ঔষধ ও ডাক্তার এবং উচ্চতম শিক্ষা—এসবের জন্য তখন নিজথেকে কিছুই খরচ করতে হবে না।

পূর্ব্বে যে চার হাজার টাকার কথা বলা হয়েচে, প্রত্যেকের সকল সময়ে আয় যে ঐ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যায়ই আবদ্ধ থাকবে এমন কোন কথা নাই। যে বৎসর দেশের খুব ধনবৃদ্ধি হবে সেবার হয়ত জনপ্রতি আয় আরও বাড়বে, আবার যেবছর দেশের ধন-ভাণ্ডারে বেশী অর্থ সংগৃহীত হবে না, সেবার হয়ত প্রতিজনের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা কম হবে। কিন্তু প্রত্যেকেরই এই সান্ত্বনা থাকবে যে অপরের চেয়ে তার আয় কিছুমাত্র কম নয়। মানুষের স্বভাব এমনই, যে মাত্র এই বিষয়টাই তার অত্যন্ত তৃপ্তিদায়ক হবে। কারণ সাধারণতঃ বিভিন্ন লোকের মানসিক অশান্তি এই চিন্তার ফলেই বেশী হয় যে অপরের চেয়ে তার সাংসারিক অবস্থা ভাল নয়। যাতে প্রত্যেক লোকের দারিদ্র্য দূর হয় অথচ কেউ অপরের চেয়ে অধিক অর্থশালী না হতে পারে, সেই ব্যবস্থা করাই সমাজতন্ত্রবাদীর উদ্দেশ্য।

সুপরিচালিত সমধার সাম্রাজ্যে একদিকে যেমন অন্নবস্ত্রের অভাব তিরোহিত হবে, তেমনি বিলাস ব্যসনে অযথা প্রভূত অর্থব্যয়ও রহিত করা হবে। এই জন্য কোনও ধনীব্যক্তিত বিলাসী হতে পারবে না, একেবারে অর্থহীন দরিদ্রও আলস্যে কালযাপন করবে না। এর ফলে মনুষ্য সমাজের পাপ দূরীভূত হবে।

যাঁরা আরও একটু নরমপন্থী সমাজতন্ত্রবাদী তাঁরা মনে করেন উপ-রোল্লিখিত দুটী পন্থার একটাও ভালভাবে পরিচালিত হবে না। তাঁরা মনে করেন যে এইজন্য সমাজতন্ত্রবাদীদের একান্ত বাঞ্ছনীয় সাম্যও সম্পূর্ণ ভাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে না। কিন্তু তবু তাঁরা মনে করেন যে অধি-কাংশ কলকারখানা ও অর্থ যদি দেশশাসকদের হস্তে অর্পিত হয়, তা হলে বর্ত্তমান সময়ের দরিদ্র ও ধনীদের মধ্যে যে প্রভেদ তা অনেকাংশ লুপ্ত হয়ে যাবে এবং ধনী দরিদ্রের পরস্পরের প্রতি ব্যবহারে যে অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়, তাও দূরীভূত হবে।

একথা সত্য যে সমধার সাম্রাজ্যেও বিভিন্ন লোকের দৈহিক কষ্ট ও যন্ত্রণাভোগের খুব লাঘব হবে না। সে সময়ও দেশে বহু অন্ধ, খঞ্জ, আতুর বা রুগ্নলোক থাকবে—যদিও আশা হয় যে খাওয়া পরার সুবন্দোবস্তের সঙ্গে এদের সংখ্যা বর্ত্তমানের চেয়ে কমে যাবে; কিন্তু তবু, তাদের কিরূপ কাজে নিযুক্ত করা হবে?

বর্ত্তমানে এরূপ শ্রেণীর অধিকাংশ লোকই হয় নিজ নিজ আত্মীয়-স্বজনের গলগ্রহ বা কৃপার পাত্র হয়ে অতিকষ্টে কালযাপন করে, কেউ কেউ বা সরকারী বা হিতসাধন সমিতির সাহায্যলব্ধ অর্থে পুষ্ট হয়।

এই সব জনহিতকর অনুষ্ঠান দেশে বহু সৎকাজের প্রবর্ত্তন করলেও একথা বলাযায় যে তাঁরা এরূপ কঠোর আইনানুগত ভাবে দৈনিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে থাকেন যে তার ফলে উপকার খুব বেশী হয় না। অনেক যোগ্য ব্যক্তিও এঁদের সাহায্যলাভে সমর্থ হন না আবার যাঁরা আশ্রয়

পান, তাদের অনেকেরই কর্তৃপক্ষ নেহাত কৃপার পাত্র ও সমাজের জঞ্জাল মনে করে' অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সহিত ব্যবহার করেন। তাঁরা মনে করেন, সংসারের লোকজন যতদিন কৃপা করে' এঁদের সাহায্য দান করবেন, ততদিন এঁদের জীবনযাপনে অধিকার আছে। তারপর?— মৃত্যু।

সমাজতন্ত্রী শাসনে সকলের সমানাধিকার হেতু প্রত্যেকেই অপরের প্রতি সহজেই হৃদ্যতায় বদ্ধ হবে। বস্তুতঃ বিভিন্ন লোকের মধ্যে এই সহজ ভ্রাতৃভাব আনয়ন করাই সমাজতন্ত্রীরা তাঁদের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করেন। তাঁরা বলেন সকলের তরে আমরা জীবিত; আমাদের তরেই সকলের প্রাণ। সুতরাং প্রত্যেকেই অপরকে সাহায্য করতে বাধ্য।

সমবায় সাম্রাজ্যে কেউ যাতে যত্নের অভাবে কষ্ট না পান তার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হবে; এবং দুঃস্থদের সাহায্য করলে তা মাত্র ভিক্ষাদান বলে পরিগণিত হবে না। অসহায় লোকদেরও সমবায় সাম্রাজ্যে অন্যান্য লোকের ন্যায় সমান অধিকার আছে—এই ধারণায়ই তাদের উপকার করা হবে। যদিও কোনও ব্যক্তি কোনও অসুখ বা অঙ্গহানি বশতঃ কোনও কাজ করতে একেবারে অক্ষম হয়, তবু তাঁকেও অন্যান্য লোকের ন্যায় জাতির ধনভাণ্ডার থেকে সমান অংশ দেওয়া হবে—এইজন্য যে অন্যের ন্যায় তিনিও এক বিরাট মানবজাতির সভ্য।

মিঃ বেল্লামী এ বিষয় তাঁর পুস্তকে অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন যে যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা অসভ্য ও অশিক্ষিতদের চেয়ে বেশী কার্য্যক্ষম এই জন্য যে তাঁরা সমস্ত মানবজাতির বহুযুগের সঞ্চিত জ্ঞান-ভাণ্ডারের রসপান করতে সমর্থ হয়েছেন। হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন মানুষ নানাপ্রকার কলকারখানা শিক্ষাদীক্ষার যে জ্ঞানরাশি সঞ্চিত করে রেখে গেছেন মাত্র কয়েকজন তা গ্রহণ করেছেন। এইরূপে এক

এক যুগে কয়েকজন মনীষি মানবজাতির সাধারণ জ্ঞানভাণ্ডারে কিছু কিছু নূতন জ্ঞান সঞ্চিত করে রেখে সংসার ত্যাগ করেছেন।

কিন্তু এই জ্ঞানের পরিপূর্ণ ভাণ্ডটী সমগ্র জাতির কাছে নির্ব্বিচারে আশ্রয় লাভ করেছে, কোনও ব্যক্তি, দেশ বা সমাজ বিশেষের কাছে আসে নি। এইজন্ত দুর্ব্বল—বলবান নির্ব্বিশেষে সমাজের প্রত্যেক সভ্যেরই এতে সমানাধিকার আছে। কিন্তু তা যদি সত্য হয় তাহলে বর্ত্তমানে আমরা সমাজের দুর্ব্বল সভ্যদের অধিকারের কি ব্যবস্থা করেছি? আমরা ত তাদের সমানাধিকার দিই নাই। তাঁদের যখন মাত্র একখানি লাঠি সম্বল করে পথে বের করে দিয়েছি, যখন দু এক মুঠো অন্ন দিয়ে তাকে "দান" আখ্যা দিয়ে তৃপ্তিলাভ করেছি, তখন কি তার প্রতি অন্যায় করি নি?

এ থেকে বোঝা যায় যে সমাজতন্ত্রীরা যদিও প্রত্যেকের কাছ থেকে সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য আদায়ে অত্যন্ত উন্মুখ, তবু সমাজের অসহায় সভ্যদের প্রতিও কঠোর বা নির্দয় নয়।

বেকার ও অলস সমস্যা

আজকাল বহুলোক বেকার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়; অনেকে আবার ইচ্ছে করেও আলস্যে দিনযাপন করে। সমাজতন্ত্রীশাসনে এ দুই শ্রেণীর একজনকেও পূর্ব্বের ন্যায় থাকতে দেওয়া হবে না। নূতন ব্যবস্থায় সকল লোককেই কাজে নিযুক্ত করবার বন্দোবস্ত করা হবে; সুতরাং বেকার বা অলসলোক তখন যে কারো সাহায্য বা সহানুভূতি লাভ করবে না তা সহজেই অনুমেয়।

আজকাল অনেককে আবার বাধ্য হয়ে কাজ কর্ম্ম অভাবে বেকার বসে থাকতে হয়; তাছাড়া সকলেই জানেন যে বর্ত্তমানে এ সমস্যা সমাধানের উপায় নাই। যদি আমরা বুঝতাম যে লোকে কাজকর্ম্ম থাকা

সত্বেও ইচ্ছে করে ঘরে বসে আছে তাহলে এখনও অবশ্য তারা কাহারো সহানুভূতি লাভ করত না ; বরং যাতে তারা বাধ্য হয়ে কাজ করে তার ব্যবস্থা করা হত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সকল ব্যক্তিকে কাজ দেওয়া সম্ভব নয়। সমাজতন্ত্রীশাসনে অবশ্য প্রত্যেকে যাতে কাজে নিযুক্ত থাকে তার ব্যবস্থাই সর্ব্বপ্রথম করা হবে।

তাছাড়া সকলেই আশা করেন যে সমবায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে কেউ বিনাকাজে ঘরে বসে থাকতে চাইবেন না। সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি জাতীয় ধনভাণ্ডারে অর্থ সঞ্চয় করতে সযত্ন হয়ে পরিশ্রম করেন তাহলে অন্ততঃ সামাজিক সম্মান ও আদর অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যও প্রত্যেকেই শ্রমশীল হতে যত্নবান হবেন।

আজকাল কলকারখানার শ্রমিকদের নিয়মিত পরিশ্রম করতে হয় বটে ; কিন্তু ব্যবসায়ের লাভের অংশ বা অন্য কোনও লাভ তারা পায় না ; তাছাড়া অনেক শ্রমিকই তাদের পরিশ্রমের তুলনায় খুব অল্প বেতন পায়। এই জন্যও আজকাল অনেকে স্বাধীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো বা ভিক্ষে করে দিনযাপন করা শ্রেয় মনে করে

এই থেকে মনে হয় সমাজতন্ত্রীমতবাদ অনুসারে যদি সত্যই কাজ করা হয় তাহলে সকল প্রকার শ্রমজীবিরই উন্নতি সাধিত হবে। কিন্তু এ মতাবলম্বীরা মুখে যেরূপ বলেন কার্য্যতঃও কি সেরূপ করতে পারবেন ? — ইহাই জিজ্ঞাস্য।

কিন্তু এ প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর কেবল সমাজতন্ত্রীশাসন প্রবর্ত্তিত হবার পরই দেওয়া যেতে পারে। একদল লোক আছেন যাঁরা নতুন কোন বিধি বা বিধানের প্রবর্ত্তনের কথা শুনলেই সে গুলির অজ্ঞাত বিপদ ও কুফলের কথা ভেবে শিউরে ওঠেন যদিও অনেক সময় সত্যই সেরূপ বিপদ বা কুফল থাকে না। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের সময়ও দেশনায়কগণ অতিকষ্টে বৃদ্ধদের এইরূপ নিষেধাজ্ঞা অবজ্ঞা করে নূতন রাষ্ট্র-

প্রতিষ্ঠা করেন। তখনকার একজন বিখ্যাত রাষ্ট্রনায়ক লিখেছেন, "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রত্যেকটী বিধি ও নিয়ম এক শ্রেণীর লোক বিভিন্ন উপায়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচনা করতেন এবং নিয়মগুলির বিরুদ্ধে নানাভাবে অযথা আক্রমণ করতেন। কিন্তু নূতন শাসনসংস্কার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে, পূর্ব্বের আশঙ্কা কত অমূলক।"

সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিও যে একথা খাটে না তাই বা কে বলতে পারে? সমাজতন্ত্রীরা তাঁদের প্রতিশ্রুত কার্য্যাবলীর মধ্যে অন্ততঃ চার ভাগের একভাগও যদি সম্পাদিত করতে পারেন তাহলেও যে রাষ্ট্র ও সমাজ বর্ত্তমান সময়ের চেয়ে ঢের বেশী উন্নত হবে, একথা বলাই বাহুল্য।

নবম পরিচ্ছেদ

বিভিন্নপ্রকার সমাজতন্ত্রী মতবাদের পার্থক্য

সমবায়-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে কি কি সুখ সুবিধা ভোগ করতে পারব, বিভিন্নমতাবলম্বী সমাজতন্ত্রীর মতবাদের পার্থক্য নির্ব্বিশেষে আমরা তা পূর্ব্বে উল্লেখ করেছি। বস্তুতঃ কোন্ পন্থা অবলম্বন করলে অতি সহজে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে সে বিষয় সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। সমাজতন্ত্র-সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করতে হলে এই সব মতানৈক্যের কারণ জানা আবশ্যক।

সাধারণতঃ বলা যেতে পারে, যে বর্ত্তমান শ্রমিক সমস্যার উন্নতি বিধান কল্পে সামাজিক নিয়ম কানুনের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনই সমাজতন্ত্রবাদ। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের সমাজতন্ত্রবাদ ও অতীতকালের মতবাদের সঙ্গে

পার্থক্য এই যে পূর্ব্বের সমাজতন্ত্রীরা চাইতেন সমাজের মাত্র কয়েকটী বিধানের পরিবর্ত্তন, আর আজকালকার সমাজতন্ত্রীরা চান সম্পূর্ণ সমাজের পুনর্গঠন।

আরও সরলভাবে এই বলা যেতে পারে যে বর্ত্তমান সময়ের সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন পূর্ব্বের ধারণানুসারে সমাজতন্ত্র মতাবলম্বীরা একত্র হয়ে সমাজ ত্যাগ করে' নূতন উপনিবেশ স্থাপন করে বাস করবার যে প্রস্তাব করেন তা ঠিক নয়। এই মতটাই সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্টদের (Communist) মত বিরোধের কারণ।

কমিউনিজম (Communism)

কমিউনিষ্টরা বলেন যে তাঁদের মতাবলম্বী লোকদের বর্ত্তমান সমাজত্যাগ করে' কোনও নূতন প্রতিষ্ঠিত গ্রামে বা সমাজে বাস করতে হবে। এই নববিধানে সকললোকের পরিশ্রমে যে লাভ হবে তার অংশ সমানভাবে সকলেই ভোগ করবেন। বস্তুতঃ সমবায় সাম্রাজ্যের আদর্শ ও নীতি অবলম্বনেই এইরূপ নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর ধরে বহুলোক এইরূপ দলবদ্ধভাবে বাস করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু কোথাও বিশেষ সফল হয় নি। (অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে রুশদেশে এর যথেষ্ট সাফল্য হয়েচে। কিন্তু এখানে সমস্ত সমাজকে আলোড়ন করেই বর্ত্তমান বিধানের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, দেশ বা সমাজত্যাগ করে নয়।)

সমাজতন্ত্রীরা বলেন এরূপ বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠার অসাফল্যের কারণ এই যে খুব বিস্তৃত ভাবে ঐ প্রণালী অনুসারে কাজ করা হয় নি। উক্ত ছোট ছোট উপনিবেশগুলি বৃহৎ সমাজ ও বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু এই দুই সমাজের ব্যবসায় নীতি আকাশ পাতাল তফাৎ। এই জন্য প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে অপেক্ষাকৃত অল্প

সম্পত্তিশালী ছোটছোট নূতন উপনিবেশগুলির বাধ্য হয়ে পুরাণো সমাজের নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়েছে। কম্মিউনিষ্টরা তাদের নবপ্রতিষ্ঠিত জনপদের নূতন নিয়মকানুনানুসারে চলতে ইচ্ছুক থাকলেও পুরাতন পন্থী শাসকগণ তাদের আমল দেন নাই। এই জন্য তাঁরা প্রত্যেকে খাজনা প্রদান বা জমীর মালিকানস্বত্বে বিশ্বাস না করলেও যে রাজ্যের অধীনে তাদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত তার নিয়মকানুন মেনে চলতে বাধ্য হয়েছেন। যে সব শস্য বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাদের জমীতে উৎপন্ন হয় না তা তারা বিদেশীদের সম্পূর্ণ বিপরীত আইন ও রীতি মেনে নিজদেশে সরবরাহ করতে বাধ্য হয়েছে। এই জন্য তারা নিজ নিজ আদর্শানুসারে নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয় না। কিন্তু সকল লোকেই যদি সমবায় সাম্রাজ্যের রীতি নীতিতে বিশ্বাস করে তাহলে এ অসুবিধা হয় না।

তারপর বর্ত্তমান সমাজের আদর্শের তুলনায় সমবায়বাদীদের আদর্শের বিভিন্নতা অনেকের নিকটই বেশী বলে মনে হয়। এই নবগঠিত সমাজে বিভিন্ন প্রকার শ্রমিক যথা— কামার, কুমোর, মিস্ত্রী, কারখানার কারিগর ইত্যাদি দ্বারা গঠিত হবে। কিন্তু তাদের দ্বারা যে নববিধানের কাজও ভাল চল্‌বে এমন বলা যায় না। কারখানার কারিগর যন্ত্রপাতি চালনায় খুব দক্ষ হতে পারে কিন্তু তাই বলে সে যে খুব ভাল চাষীও হবে এমন আশা করা যায় না। নবগঠিত সমাজ অবশ্য নতুন অনধিষ্ঠিত জায়গায় জমা নিয়ে প্রথমে অত্যন্ত অল্প সম্বল নিয়ে তাঁদের কাজ সুরু করবেন। এই জন্য সর্ব্বপ্রথমে হলচালনা ও পশুচর্য্যার কাজই সব চেয়ে বড় কাজ হবে। এই জন্য যাঁরা চাষবাস ছাড়া অন্য কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাঁরা অবশ্য প্রথমে কাজে লাগবেন না, তাঁদের বসে থাকতে হবে। এরূপ অবস্থায় বিনা কাজে বসে আরামে খেতে পেলেও তাঁরা তৃপ্তি পাবেন না বরং নূতন সমাজের প্রতি বিরূপও হতে পারেন। কিন্তু যদি সমস্ত দেশের শাসনাধিকার সমাজতন্ত্রবাদের হাতে থাকে তাহলে তখনও শ্রমিক ও মজুরের

প্রয়োজন হবে সুতরাং তাঁদের বসে থাকতে হবে না। তফাতের মধ্যে তাঁরা অন্য সকলের ন্যায় ব্যবসায়ের সমান লভ্যাংশই ভোগ করবেন।

তারপর নববিধানের নূতন সভ্যগণ পরিত্যক্ত সমাজের বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের লোভে আবার অতীত সমাজে ফিরে যেতে ও পারেন।

এই সব বিবিধকারণে কমিউনিজমএর সাফল্য কোথাও হয় নাই।

যিনি সত্যই সমাজতন্ত্রবাদী তিনি মনে করেন যতদিন না সমস্ত শাসন যন্ত্রটী সমাজতন্ত্রীদের হাতে আসে ততদিন সর্ব্বপ্রকার ভাবে তা হাতে আনবার চেষ্টা করতে হবে। একথা যে সত্য তা বলাই বাহুল্য।

সমাজতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজম্ এর সঙ্গে আরও পার্থক্য এই যে সমাজতন্ত্রীরা কমিউনিষ্টদের মত বলেন না যে সকল প্রকার দ্রব্যই সকলের মধ্যে সমান ভাগ করে দেওয়া হবে, বা বিবাহ ও সাংসারিক জীবন যাপন করা অন্যায়।

ফেবিয়ানিজম (Fabianism)

ফেবিয়ানিজম নামে একদল সমাজতন্ত্রবাদী বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর কতকগুলি আইনকানুনের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করে বর্ত্তমান শ্রমিক সমস্যার সমাধান করতে চান। ইংলণ্ড ও আমেরিকার ফেবিয়ানগণ বর্ত্তমান শাসন প্রণালী সম্পূর্ণভাবে উৎপাটন করতে চান না। তাঁরা মনে করেন ঐ দুই দেশে শাসন সংস্কার বিষয় জনসাধারণের হাতে প্রভূত শক্তি ন্যস্ত আছে; সুতরাং ইচ্ছা করলে সম্পূর্ণ শাসন ধ্বংস না করেও বহুজন হিতকর কাজ করা যেতে পারে।

সমাজতন্ত্রবাদী ও ফেবিয়ানের মধ্যে প্রধানতঃ এই প্রভেদ দৃষ্ট হয়, সমাজতন্ত্রবাদীরা মনে করেন একদিন তাঁরা এমন শক্তিশালী হবেন যে তাঁরা শাসনবিভাগে তাঁদের নিজের আইন সদস্য নির্ব্বাচন করে তাঁর দ্বারা নিজেদের কাম লাভ করতে পারবেন, আর ফেবিয়ানগণ মনে করেন সুযোগ ও সুবিধামত ক্রমশঃ একটী একটী আইন পরিবর্ত্তন করে অবশেষে

তাঁরা নিজেদের অভীষ্ট লাভ করবেন এবং দেশের শাসনকার্য্য সম্পূর্ণভাবে দেশবাসীর উপকারার্থ সম্পাদিত হবে।

বর্ত্তমানকালে বিলাতে সমাজতন্ত্রবাদীদের অন্যান্য শাখা অপেক্ষা ফেবিয়ান সমিতিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক শিক্ষিত ভদ্রলোক সভ্য হয়েছেন।

ন্যাশন্যালিজ্‌ম্ (Nationalism.)

আমেরিকায় ১৮৮৮ খৃঃঅব্দে মিঃ এডওয়ার্ড বেলামী এ নামের সমাজ-তন্ত্রবাদের প্রবর্ত্তন করেন। "Looking Backward" এবং "Equality" এই দুখানা বইএ তিনি তাঁর সমগ্র জাতের—স্বত্ববিশিষ্ট শ্রমশিল্পের প্রবর্ত্তনের প্রণালী বর্ণনা করেছেন।

পূর্ব্বের এক পরিচ্ছেদে আমরা তাঁর মতবাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। তিনি কিরূপভাবে সমস্ত মানবসমাজকে শ্রমশিল্পীদের বিরাট বাহিনীতে পরিণত করতে চান তাও আলোচিত হয়েছে। এ বিষয় আরও বিষদ জ্ঞানলাভ করতে হলে তাঁর উপরোক্ত বই দু'খানা পাঠকরা দরকার

বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার রাষ্ট্রীয় কার্য্যাদি পরিচালনা করবার ভার প্রভূত অংশে জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত আছে সত্য; কিন্তু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও ধনিকসম্প্রদায়ের কবলেই রয়েছে। কলকারখানা পরিচালন কার্য্যে শ্রমিকদের কোনওরূপ পরামর্শ বা সাহায্য ত' নেওয়া হয়ই না, ব্যবসায়ে লাভের অংশও তারা পায় না। প্রত্যেক শ্রমিককে হয় ধনী মালিকের কথা শুনে' চলতে হবে, নয়ত কাজ ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবে। সমাজতন্ত্রীরা বলেন যে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে যদি ব্যবসায়েও সকল লোককে সমান স্বাধীনতা ও দায়িত্ব দেওয়া না হয়, তাহলে রাষ্ট্রীয় সমতার কোনও মূল্য নাই।

বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক ও শ্রমিক শাসনের

থারা এরূপ পরস্পর বিরোধী বলেই আজও আমেরিকার লোক সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারেনি। যতদিন পর্য্যন্ত দেশবাসীগণ অর্থলোভ বা দারিদ্র্যবশে যে সবচেয়ে বেশী টাকা দিবে তাঁকেই ভোট দিতে স্বীকৃত হবে এবং যতদিন অর্থবান লোকগণ আইনকর্ত্তাদের ঘুষ দিয়ে নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী আইন প্রণয়ন করিয়ে নিতে পারবেন, ততদিন সবচেয়ে উন্নত আদর্শে রাষ্ট্রগঠিত হলেও মাত্র কয়েকজনের হাতে শাসন ও শোষনভার অর্পিত থাকবে।

পূর্ব্বকালে এই ন্যাশন্যালিষ্টগণ সভ্যসংখ্যায় সমাজতন্ত্রীদের সবচেয়ে বড় দল বলে' গণ্য হলেও আজ আর সেরূপ নাই! সে সময় এদের আদর্শ নিয়েই আমেরিকায় Peoples Party গঠিত হয়েছিল; এবং এঁরাই পরে Populists বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সমাজ-তন্ত্রীদের মধ্যে এদের আর তেমন কদর নাই। কিন্তু তা সত্বেও এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে এই ন্যাশন্যালিষ্টদের চেষ্টায় আমেরিকার বহু উন্নতি সাধিত হয়েছে, এবং বর্ত্তমান সময়ের অনেক উন্নতিবিধায়ক আইন ন্যাশন্যালিষ্ট বা পপুলিষ্টদের চেষ্টায় গৃহীত হয়েছিল।

স্টেট সোশ্যালিজম্ (State Socialism.)

বর্ত্তমান সময়ের সকল প্রকার শাসনবিধি ধ্বংস করে' নূতন এক সমবায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আদর্শে সমস্ত সমাজতন্ত্রবাদী সায় দেন না। এঁদের মধ্যে যাঁরা নরমপন্থী তাঁদের অনেকেই "ষ্টেট সোসালিজম" পছন্দ করেন। এই মতবাদীরা বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর সম্পূর্ণ ধ্বংসে বিশ্বাস করেন না, কিন্তু ক্রমশঃ বর্ত্তমান শাসন প্রণালীর মধ্য দিয়েই শ্রমিক সমস্যার উন্নতি প্রয়াসী।

এখানে ষ্টেট অর্থে আমেরিকার গণতন্ত্রের অন্তর্গত বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেট বা জেলা নয়। এক শাসনাধীন সমগ্র দেশকে এককভাবে ষ্টেট বলে ধরা হয়েছে।

এই ধারণানুসারে সমগ্র আমেরিকগণতন্ত্র একটা "ডিমক্রাটিক ষ্টেট", ইংলণ্ড বা অন্য রাজতন্ত্র শাসিত দেশ, "মনার্কিকাল ষ্টেট" ইত্যাদি।

সর্ব্বপ্রথমে সমাজতন্ত্রীরা দেশশাসনের সম্পূর্ণ ভার,—মাত্র দেশবাসীদের উপর অর্পণ করা সমীচিন মনে করতেন না। ইংলণ্ডে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট আউয়েন (Robert Owen) এবং ফ্রান্সের কাউন্ট সেণ্টসাইমন—দুজনই আইনানুগতভাবে জনহিতকর কার্য্যাদি করেই সন্তুষ্ট ছিলেন। তাঁরা বলতেন সরকার থেকে যদি দেশবাসীদের বিভিন্ন শিল্পজাত পণ্যাদির লাভের কিছু কিছু অংশ দেওয়া যায় তাহলেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকবেন। জার্ম্মেনীতে বিসমার্ক মহোদয়ও এই নীতি সমর্থ করতেন। বস্তুতঃ তিনিই এ মতবাদকে "ষ্টেট সোস্যালিজম" আখ্যা দেন।

সেণ্ট সাইমন শ্রমিকগণের উন্নতিমূলক কাজ করবার জন্য রাজসরকারের নিকটই সাহায্য চাইতেন। তিনি ফ্রান্সের শ্রমজীবিদের উন্নতিবিধায়ক যে কার্য্য প্রণালী বিবৃত করেছিলেন, তার মধ্যে স্বয়ং সম্রাটকেই, "রাজ্যের প্রধান শ্রমিক" বলে অভিহিত করেন। বস্তুতঃ তখনকার লোক বিশ্বাস করতেন যে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা হবে শ্রমজীবি দ্বারা নয়, শাসকদের দ্বারা।

তাঁর অনুচরগণ কিন্তু বিভিন্ন লোকের মধ্যে যে স্বাভাবিক প্রভেদ আছে তাতে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। এবং বয়স্থ ও অসহায় লোকদের জন্য সরকার থেকে সাহায্য চাইতেন। এই থেকে মনে হয় পূর্ব্বকালে ষ্টেট-সোস্যালিষ্টগণ শ্রমজীবির জন্য অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্য ও সুবিধার দাবী করলেও দেশশাসনকল্পে এক উপরিতন শাসকশ্রেনী থাকা প্রয়োজন মনে করতেন।

আজকালকার সমাজতন্ত্রীরা কিন্তু তা মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন যতদিন বর্ত্তমান শাসন প্রণালী থাকে মাত্র ততদিনই কলকারখানা ইত্যাদি শাসকগণের তত্ত্বাবধানে থাকবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান-

গুলিতে যাতে জনসাধারণের স্থায়ী অধিকার জন্মে তার চেষ্টা করা উচিত। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে বর্ত্তমান শাসন প্রণালী বেশীদিন টিকবে না ; এবং এই জন্য শ্রম এবং 'শল্পসংক্রান্ত বিষয়ে জনসাধারণের অধিকতর স্বাধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্য সত্যই একদিন দেশে প্রকৃত সমাজতন্ত্রী শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত হবে।

সেণ্ট-সাইমন-পন্থীগণ মনে করেন যে সমস্ত সম্পত্তি সরকারের আয়ত্বে থাকা উচিত ; কিন্তু সকল ব্যক্তিরই যে লাভের অংশ সমান ভাবে পাওয়া উচিত তা তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন মানুষ স্বভাবতঃই অসম-শক্তি সম্পন্ন ; এই জন্য যে সব ব্যক্তি অন্য অপেক্ষা অধিক শক্তি বা প্রতিভা বিশিষ্ট তাদের অপেক্ষাকৃত অধিক সুবিধা দেওয়া উচিত ; তাঁরা বলেন যে ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের যতটুকু উপকার করেন সেই পরিমাণে তাঁকে লভ্যাংশ দেওয়া উচিত। কিন্তু তাঁরাও স্যাণ্ডালিষ্ট-গণের ন্যায় সমগ্র সমাজকে এক রাষ্ট্রীয় বাহিনীতে পরিণত করতে চান।

রাজ্যশাসকগণকে কি ভাবে নিযুক্ত করা হবে জনসাধারণের নির্ব্বাচন দ্বারা না অন্য কোনও উপায়ে, তা এঁদের লিখিত পুস্তকাদি থেকে স্পষ্ট জানা যায় না। তবে মনে হয় যাঁরা ন্যায়পরায়ণ ও পণ্ডিত লোক তাঁদের উপর শাসনভার দেওয়ার পক্ষপাতী তাঁরা ছিলেন।

সকলেই রাষ্ট্র থেকে সমান সুখ সুবিধা পাবেন বলে' এঁরা পৈতৃক সম্পত্তি রাখার কোনও প্রয়োজন দেখেন না। তাঁদের নববিধানানুসারে পিতৃপুরুষার্জ্জিত সম্পত্তি রাষ্ট্রীয় সম্পদরূপে বিবেচিত হবে।

তাঁরা সমস্ত সম্পত্তি সমানভাবে সকলের মধ্যে বিভক্ত করার পক্ষপাতী নন। কারণ, তাহলে যাঁরা অধিক জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান তাঁরা উপযুক্ত সুযোগ পাবেন না।

খৃষ্টানদের ন্যায় তাঁরাও বলেন একজন পুরুষ মাত্র একটী নারীর প্রতি

অনুরক্ত থাকবে। কিন্তু তাঁরা মনে করেন স্বামীর ন্যায় স্ত্রীরও সর্ব্ববিষয়ে সমান অধিকার থাকা উচিত।

সামাজিক গণতন্ত্রবাদ (Social Democracy)

চরমপন্থী সমাজতন্ত্রীরা মনে করেন যে মাত্র কলকারখানা ও শ্রমশিল্পাদি সরকারের অধিকারে এলেই তাঁরা তৃপ্ত হবেন না। তাঁরা যে আদর্শ প্রচার করেন তাতে সিদ্ধিলাভ করতে হলে সম্পূর্ণ শাসনযন্ত্র তাঁদের করায়ত্ব হওয়া দরকার। শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত ক'রে সমবায় সাম্রাজ্য বা সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই তাঁদের উদ্দেশ্যানুরূপ কাজ করা সম্ভব হবে। তখন প্রত্যেক নরনারীর—শুধু ব্যবসা বাণিজ্যে নয় সমগ্র দেশবাসীর মঙ্গলামঙ্গলদায়ক সকল প্রকার কাজেই দায়িত্ব প্রদান করা হবে; সামাজিক গণতন্ত্রে প্রত্যেক কর্ম্মচারীই দেশবাসীগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হবে।

আউয়েন, সেণ্ট-সাইমন ও তাঁদের মতানুবর্ত্তী জনকয়েক সমাজতন্ত্রবাদী ব্যতীত অন্য সকলেই প্রথম প্রথম সরকারের বিনা সাহায্যেও জনসাধারণের মধ্যে পরস্পর সহযোগীতা দ্বারা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবার চেষ্টা করতেন। এইরূপ কমিউনিষ্টিক সমাজতন্ত্রবাদীদের মধ্যে অন্যতম দুই ব্যক্তি এটিয়েন ক্যাবেট ও চার্লস ফারিয়ার—অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে বর্ত্তমান সমাজ ত্যাগ করে নূতন কমিউনিষ্টিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বার বার চেষ্টা করেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে তাঁদের নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের সুখ সুবিধা দেখে অন্য লোকগণও পুরাতন সমাজ ত্যাগ করে তাঁদের নূতন সমাজে যোগদান করবেন। এইরূপে ক্রমশঃ নূতন সমবায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উক্ত দুই ব্যক্তির একজনও নিজ নিজ চেষ্টায় সফলকাম হন নি। এর পরে জার্ম্মেনীর বিখ্যাত সমাজতন্ত্রবাদী কার্ল মার্কস তাঁর শিষ্য লিবনেক্‌এর (Liebnecht) সাহায্যে ষ্টেট সোস্যালিজমের

মতবাদ খণ্ডন করেন। কিন্তু তাঁরা বিশ্বাস করতেন বর্ত্তমান শাসনযন্ত্র ও সামাজিক ব্যবস্থা মানুষের চেষ্টায় ধ্বংস করা সম্ভব নয়, কালস্রোতে আপনি এর পরিবর্ত্তন সাধিত হবে।

কার্ল মার্কস আইনানুগত পন্থায় কাজ করাই বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। তিনি বলতেন তিনি যে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টা করছেন আইনানুসারে চললে তাতে কোনও প্রতিবন্ধক আসবে না; বরং যদি কোনও বাধা আসে তা পরিবর্ত্তন বিরোধী, সামাজিক-সাম্যে অবিশ্বাসী বিরুদ্ধবাদীদের কাছ থেকেই আসবে। অর্থাৎ তিনি বলতেন আইনানুগতভাবে কাজ করে সমাজতন্ত্রীরা যদি সিদ্ধিলাভ করেন তাহলে বর্ত্তমান শাসতন্ত্রের পক্ষপাতীগণই সে আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে নিজ নিজ স্বার্থরক্ষায় যত্নবান হবেন, ফলে তাঁদের উৎসাহাতিশয্যেই দেশে বিপ্লবের সৃষ্টি হবে। কিন্তু একটু নরমপন্থী সমাজতন্ত্রীগণ মনে করেন এরূপ বিপ্লবের কোনও প্রয়োজনই হবে না, কালক্রমে আপনি বর্ত্তমান সমাজ ও শাসননীতি ধ্বংস হয়ে নূতন সমাজ ও নূতন রাষ্ট্র গঠিত হবে; বিরোধের কোনও প্রয়োজনই হবে না।

কার্ল মার্কস তাঁর "ক্যাপিটাল" নামক গ্রন্থখানি লিখে সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক আন্দোলনের যে সাহায্য করেছেন, আজ পর্য্যন্ত আর কেউ তেমন পারেন নি বললেও অত্যুক্তি হয় না; কিন্তু তিনিও সমস্ত সম্পত্তিতে সাধারণের অধিকার প্রদান করতে ইচ্ছুক ছিলেন না; বা এ সত্বেও আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের সমাজতন্ত্রীগণ সমস্ত সম্পত্তি মিউনিসি-প্যালিটীর অধিকারে নেওয়ার প্রস্তাব সমর্থন করেন। তাঁরা হয়ত মনে করেন তাঁদের আদর্শানুরূপ কাজ সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমানে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব-পর না হলেও যতটুকু হয় ততই মঙ্গল। অবশ্য একথাও ঠিক যে ব্যবসা-বানিজ্য সংক্রান্ত বিষয়ে শাসকসম্প্রদায়ের হাতে ক্রমশঃ কিছু কিছু অধিকার প্রদান করলেই অনতিবিলম্বে দেশে সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

কার্ল মার্কস্-এর মতবাদকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেই সমাজতন্ত্রীদের বিভিন্ন মতান্তর ও দলাদলির সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি বলতেন যারা একসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে দ্রব্যাদি উৎপন্ন করে, অল্প পরিমাণ প্রস্তুত কারকগণের চেয়ে তাদের সুবিধা ও সুযোগ অনেক বেশী; এই জন্য ক্রমশঃ এই প্রচুর উৎপন্নকারীর দল যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের গ্রাস করে ফেলবে তা নিশ্চয় বলা যেতে পারে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদলও ক্রমশঃ একত্র মিলিত হতে আরম্ভ করবে। তারাও ধনিক ব্যবসায়ীদের সংস্রবে থেকে থেকে একত্র তাদের অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার সহ্য করে পরস্পরকে আত্মীয়জ্ঞানে সহানুভূতিসম্পন্ন হবে। এর ফলে একদিকে যেমন ধনিক সম্প্রদায় ক্রমশঃ অধিক ধনশালী হয়ে উঠবে, অপরদিকে শ্রমিকরাও মিলিত ও সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের বিরোধিতা করবে। অবশেষে শ্রমিকদের সংখ্যাবাহুল্য ও মিলিতশক্তির প্রভাবে ধনিকদলের পরাজয় হবে; তখন শ্রমিকগণই কলকারখানার মালিক হবে।

কার্ল মার্কস্-এর সার কথা তিনি জানিয়েছেন দ্রব্যের মূল্যনির্ণয়ের দৈহিক শ্রমের স্থান নির্দেশ করে'। (Doctrine of value)। তিনি বলেন শ্রমিকের পরিশ্রমের তারতম্যেই তাদের তৈরী জিনিষের মূল্য প্রধানতঃ স্থির হওয়া উচিত কিন্তু যে পরিমাণ দ্রব্যাদি শ্রমিকেরা যে সময়ের মধ্যে প্রস্তুত করে তার সমতুল্য বেতন তারা পায় না – কম বেতন পায়। জিনিষের মূল্য ও শ্রমের মূল্যে যে বিভিন্নতা, মার্কস তাকে "মূল্যাধিক্য" (Surplus value) আখ্যা দিয়েছেন।

ধরুন, একজন শ্রমিক দৈনিক যে বেতন পায় তার সমান মূল্যবান জিনিস যদি সে চার ঘণ্টার মধ্যেই তৈরী করতে পারে, তাহলে প্রতিদিন আর যে চার ঘণ্টা সে যে কাজ করে সে সময়ে প্রস্তুত দ্রব্যাদি "পর্যাপ্ত মূল্যের দ্রব্য" (Goods of surplus value) বলা যেতে পারে।

কারখানার মালিক তার কাছ থেকে এই পর্যাপ্ত মূল্যের দ্রব্য দাবী করেন— যেহেতু, তিনি শ্রমিককে বেতন দিয়ে কাজে নিয়োগ করেছেন সমাজতন্ত্রীরা বলেন শ্রমিককে তিনি বেতন দিয়ে রেখেছেন বলে তার মাত্র চার ঘণ্টার শ্রমের মূল্য তাকে দিয়ে থাকেন, অন্য চার ঘণ্টার মূল্য তারা চুরি করেন। ধনিক ব্যবসায়ী নিজেই কলকারখানার মালিক; এই জনাই তার পক্ষে এরূপ অন্যায় আচরণ করা সম্ভবপর। এই জন্য তিনি তার এই 'লাভের' পয়সা সমস্তটাই আত্মসাৎ করেন এবং শ্রমিক-গণের কষ্টোপার্জ্জিত ধন নিজের বিলাস বা আরও লাভের আশায় ব্যবসায়ের বিস্তৃতিকল্পে খরচ করেন।

মার্কস এর মতে সমস্ত দ্রব্যই পরিশ্রমের বলে উৎপন্ন হয়, সুতরাং কোনও দ্রব্য উৎপাদন পরিশ্রম ভিন্ন অন্য কোনও জিনিষের প্রয়োজন আছে— এ কথা তিনি মানেন না কিন্তু যে সব দ্রব্য মাত্র প্রয়োজন সাধনেই ব্যয়িত হয় এবং যা প্রয়োজন সাধন ব্যতীত ব্যবসা বাণিজ্যের জনাও ব্যয়িত হতে পারে—এই দুই প্রকার দ্রব্যে পার্থক্য আছে, তা তিনি স্বীকার করেন। অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবসায় বা বাণিজ্যসংক্রান্ত বিষয়ে কোনও প্রকার মূল্যই নেই কারণ অনেক সময় তা লোকে বিনাব্যয়ে বা অতি অল্প ব্যয়েই পেয়ে থাকেন।

উপরের যুক্তি অনুসারে এই সিদ্ধান্ত করাযায় যে মাত্র শ্রমজাত দ্রব্যাদিরই Surplus value আছে এবং তা মাত্র এই কারণেই সম্ভব যে, যে সকল কাঁচামাল এবং কলকারখানার সাহায্যে ঐ সব জিনিষ তৈরী হয় তাতে শ্রমজীবিদের কোনও অধিকার নেই। যারা ঐ সব জিনিষের মালিক তারা যন্ত্রাদির সাহায্যে প্রস্তুত দ্রব্যের একটা লাভের অংশ না পেলে তাদের স্বত্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত নন। কার্যতঃ কিন্তু কলকারখানার মালিক সমস্ত শিল্প দ্রব্যগুলি নিজের ভাগে রেখে শ্রমিককে মাত্র কিছু টাকা দিয়েই চুপ করিয়ে রাখেন। এ দিকে শ্রমিক নিজে তাঁর স্ত্রী পুত্রাদি

নিয়ে অন্ন সংস্থাপনের চিন্তায় বিপন্ন; এ অবস্থায় ধনী মালিক তাকে যে অল্প বেতনেই কার্য্যে নিয়োগ করুক না কেন, বাধ্য হয়ে সেই কাজই নিতে হয়। বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধিত না হলে এরূপ ব্যবস্থার উন্নতি সম্ভব হবে না; শ্রমিকও তার পরিশ্রমানুরূপ কাজের উপযুক্ত মূল্য পাবে না।

সমাজতন্ত্রীশাসনে কাঁচামাল, কলকারখানা, বাড়ী ঘর ইত্যাদি সমস্তই জনসাধারণের অধিকারে আসবে; প্রত্যেক শ্রমিক দিনান্তে তার পরিশ্রমের পূর্ণ মূল্য পাবে এবং তখন লাভের অংশে ভাগবসাবার কোনও দ্বিতীয় ব্যক্তি থাকবে না। অর্থাৎ, সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে' প্রত্যেক ব্যক্তিকে হয় দৈহিক বা মানসিক বা অন্য কোনও রূপ শ্রম সাধ্য কাজ করতে হবে এবং তারা পরিশ্রমানুযায়ী পূর্ণ বেতন পাবেন। পরের উপর নির্ভর শীল কোনও অলস ব্যক্তির স্থান সমাজতন্ত্রীশাসনে থাকবেন।।

খৃষ্টান সমাজতন্ত্রবাদ

গত উনিশ শতাব্দীর শেষভাগে বিলেতে "খৃষ্টান সমাজতন্ত্রী" নামে একদল সমাজতন্ত্রবাদীর উদ্ভব হয়। এদের মত এই যে মহামতি খৃষ্টের সমাজতন্ত্রমূলক বাণীর প্রচার ও পালন করলেই দেশে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ, এঁরা ধর্ম্ম ও ব্যবসায় জীবনে একমাত্র ধর্ম্মনীতি মূলক পন্থার অনুসরণ সমর্থন করতেন।

এই ইংরেজ খৃষ্টপন্থী সমাজতন্ত্রীদের উদ্ভবের পূর্ব্বে ফরাসীদেশে ডিলেমেন্‌া নামে এক পাদরীও এইরূপ আদর্শ প্রচার করেছিলেন। সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের নেতা হবে দেশের পাদরী ও পুরোহিত সম্প্রদায় এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। এই জন্ম তিনি পোপ ও পাদরীগণকে ভূস্বামীদের সংসর্গ ত্যাগ ক'রে জনসাধারণের সঙ্গে মিশতে অনুরোধ করেন। তাঁর

আশা ছিল একদিন ধর্ম্মযাজকগণের চেষ্টায় সমস্ত শ্রমজীবিদের এক বিরাট বাহিনী গঠিত হবে এবং সেই শক্তিবলে তাঁরা জমিদার ও ধনিকদের অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবেন।

ধর্ম্মানুযায়ী পন্থায় জীবন ও ব্যবসায় নীতি পরিচালনের জন্য বিলেতেও দল গঠিত হয়েছিল। প্রথম প্রথম বহু শিক্ষিত উচ্চমনা ব্যক্তি এর সভ্যও হয়েছিলেন। আমেরিকাতেও এইরূপ একটী সমিতি গঠিত হয়েছিল কিন্তু বর্ত্তমানে সে সমিতি আর নাই।

এঁদের মত এই যে, মানুষের সকল প্রকার শক্তি ও অধিকারই ঈশ্বরের দান—মাত্র স্বার্থ সাধনের জন্য নয়, সকল লোকের সুখ ও সুবিধা সম্পাদনের জন্য; ঈশ্বরই সকল শক্তির আধার এই জন্য সকল প্রকার সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা ব্যবসায় কার্য্যেই ঈশ্বরকে সাক্ষীরূপে মেনে তার বাণী অনুযায়ী সকল দেশবাসীকে নিজের আত্মীয় মনে করে কাজ করা উচিত। বর্ত্তমান ব্যবসায় নীতি ঈশ্বরের বাণী অনুসারে পরিচালিত হয় না; বরং সমস্ত প্রকার উৎপন্ন ও প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়ের অধিকার মাত্র অল্প কয়েকজন লোকের হাতে ন্যস্ত রাখা হয়েছে।

এই ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনকল্পে খৃষ্টান সমাজতন্ত্রীগণ বলেন বিরাট মনুষ্য সমাজে যাতে অতি সত্বর সকল শ্রেণীর লোকের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় অবিলম্বে তার চেষ্টা করা উচিত।

খৃষ্টের বাণীও এইরূপ সাম্যমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠাই সমর্থন করেছে। সুতরাং সকল ধর্ম্মযাজকের প্রথম কর্ত্তব্য এইরূপ নূতন সমাজ প্রতিষ্ঠায় যত্নবান হওয়া। প্রতি সপ্তাহে প্রতিদিন বিভিন্ন লোক সর্ব্বপ্রকার কার্য্যই যাতে পরস্পর আত্মীয় জ্ঞানে সম্পাদন করেন, ব্যবসাবাণিজ্যেও যাতে এই প্রেমময় নীতি প্রতিপালিত হয় তার চেষ্টা করাই খৃষ্টান সমাজতন্ত্রীদের উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমানে সমাজতন্ত্রীগণ তাহাদের মতানুবর্ত্তী লোকদের ধর্ম্মবিষয়ে সম্পূর্ণ

স্বাধীনতা প্রদান করেছেন; এইজন্ত এখন আর খৃষ্টান সমাজতন্ত্রী বলে কোনও বিশেষ সমাজতন্ত্রী দল নাই।

কিন্তু এদের আদর্শ ও মতামতে আজও অনেক সমাজতন্ত্রীই অনুপ্রাণিত।

দশম পরিচ্ছেদ

সমাজতন্ত্রবাদ বনাম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদ

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ সমাজতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধবাদী। তাঁরা প্রত্যেকের চিন্তা ও কার্য্যধারায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানের পক্ষপাতী। তাঁরা বলেন মানুষের বিভিন্ন চিন্তার ধারানুযায়ী নিজ নিজ হিতকল্পে বিভিন্নভাবে কাজ করা উচিত। এই কাজ যে স্বার্থপরতা মাত্র তা অস্বীকার করে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদীগণ বলেন প্রত্যেকে নিজ নিজ কল্যাণে যত্নবান হলেই সমাজ শরীরের সর্ব্বাঙ্গ পরিপুষ্টিলাভ করবে; সুতরাং বিভিন্ন লোকের উন্নতি সাধিত হলেই সমাজের উন্নতি হবে।

সমাজতন্ত্রীরা বলেন এ ধারণা ভুল। ব্যষ্টির হিতাহিত সমষ্টির ভাগ্যের সঙ্গে বর্ত্তমানে এরূপ অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে যতদিন সমাজের দেহে দারিদ্র্য বা অভাবের চিহ্ন থাকবে, ততদিন সমাজভুক্ত কোনও ব্যক্তিবিশেষের দারিদ্র্য ও অভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হবে না।

কারও দেহের কোনও অঙ্গ ক্ষত বা নষ্ট হয়ে গেলে সমস্ত দেহের সে অভাব পূরণ যেমন সম্ভব নয় তেমনি যতদিন মানবসমাজের মধ্যে একদল লোক দারিদ্র্য জর্জ্জরিত হয়ে মাত্র দুমুঠো অন্নের জন্ত হাহাকার করে বেড়াবে ততদিন অন্যান্ত সুস্থ ও ধনীলোকগণেরও অভাব ও দুশ্চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ হবে না।

আমরা চাই বা না চাই সমাজের প্রত্যেক সভ্যকে অন্য সকলের সঙ্গে সমবেতভাবেই দুঃখ বা সুখ ভোগ করতে হবে, কারণ মানুষের স্বভাবই এই ত যে পরের দুঃখে দুঃখিত বা আনন্দে তৃপ্তিলাভ না করেই সে পারে না। এক সমাজের বিভিন্ন অধিবাসীদের সকল প্রকার কাজই পরস্পরকে আঘাত করে। তবে এই ঘাত-প্রতিঘাতের গুরুত্ব উপলব্ধি হয় ভিন্ন ভিন্ন লোকের দৈহিক ও মানসিক বলের তারতম্যানুসারে। একটী রজ্জু যেমন তার আঁসগুলির মিলিত শক্তিতেই দৃঢ় হয়, সেগুলি পচে গেলে বা নষ্ট হলে রজ্জুটী ধারণশক্তি যেমন কমে যায়, তেমনি সমাজের বিভিন্ন লোকের অধিকাংশই যদি গরীব ও ক্ষীণকায় হয় তাহলে সমাজও শক্তিহীন হয়ে পড়ে।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী বলেন সরকারের উচিত দেশবাসী প্রত্যেক লোককে তার বিশিষ্ট ধারানুযায়ী আপনা আপনি বড় হয়ে উঠতে দেওয়া; সরকারের সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। যদি কোনও ব্যক্তি নিজের স্বাধীন চেষ্টায় গ্রাসাচ্ছাদনের সুবন্দোবস্ত করতে পারে, ভাল, তাতে কোনও আপত্তির কারণ নাই। পক্ষান্তরে যদি কোনও ব্যক্তি সারাজীবন চেষ্টা করেও মাত্র গ্রাসাচ্ছাদনের স্বল্পমাত্র অর্থ ব্যতীত আর কিছুই অর্জ্জন করতে না পেরে, বৃদ্ধ বয়সে দারিদ্র্য ও দুঃখশোকের কবলে পড়ে কষ্ট পায় তাহলে তার মঙ্গলামঙ্গল চিন্তায় সরকারের মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজন নাই; ব্যক্তি বিশেষের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করা সরকারের কর্ত্তব্য নয়।

অপরদিকে সমাজতন্ত্রবাদীগণ চান দেশের শাসনকর্ত্তারা দেশবাসীগণের পিতৃরূপে প্রত্যেক মানুষের সকল প্রকার সুখ সুবিধার ব্যবস্থা করে নিয়ত কাজ করবেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীগণ এরূপ আবদার বরদাস্ত করেন না। তাঁরা চান না সরকার লোকের পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়ের কর্ত্তব্য ঘাড়ে নিয়ে

অনুপযুক্ত আত্মীয়দের কর্ত্তব্যতার ভাবে করে তাদের নিযুক্তি দেন। এই জন্য তিনি বৃদ্ধদের পেনসন, ইনক্যাম ট্যাক্স বা ঐরূপ অন্যান্য আইন প্রবর্ত্তনের প্রয়োজন দেখেন না। বস্তুতঃ শ্রমিকদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় বা তাদের অন্নচিন্তা কিয়দংশে তিরোহিত হয় তা তাঁরা চান না। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী বলেন বর্ত্তমান- শাসন প্রণালীই বেশ ভাল; এতে প্রত্যেকের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ও প্রসার হয়।

সমাজতন্ত্রবাদী বলেন কার ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়? শ্রমিকদের কি কোনও ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব এখনও আছে? কোনও শ্রম-কেন্দ্রের নিকট একটী দোকানে বা কারখানার মধ্যে যাও, দেখ শ্রমিকরা দুপুরে বা সন্ধ্যায় কাজ শেষ করে কি ভাবে রাস্তায় বেরিয়ে আসে। বালক, স্ত্রী, পুরুষ, প্রত্যেকের চেহারা দেখে মনে হয় তারা যেন প্রত্যেকে এক একটী প্রাণহীন কলের সচল অংশ বিশেষ। কৃশ দেহখানি তেল ও কালী মাখা, মুখ পাণ্ডুর, চোখ দুটী জ্যোতিঃহীন—কোথাও মনুষ্যত্বের লেশমাত্র নাই; এদের মধ্যে কি এক কথা ব্যক্তিত্ব থাকাও কখন সম্ভব?

কারখানা বা খনির কুলীদের ধাওড়ার দিকে দৃষ্টি পাত কর। শ্রেণীর পর শ্রেণীর একই প্রকার ঘর তৈরী হয়েছে, প্রত্যেক ঘরের একই প্রকার দরজা, জানালা ও আবাসস্থান। ঘরের চেহারা কারখানা মালিকের ঘোড়ার আস্তাবলের চেয়েও হীন। এই সব হীনতার সংস্পর্শে প্রতিদিন উদায়স্ত পরিশ্রমের পর কোনও শ্রমিকের ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ত' দূরের কথা কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। আমি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী বলেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। আমি বিশ্বাস করি স্বেচ্ছা-প্রনোদিত হয়ে সমবায় প্রতিষ্ঠা করা এবং পরস্পরকে সাহায্য করাই উচ্চতম ব্যক্তিগত স্বাধীনতার লক্ষণ। "স্বাধীনতার মর্ম্মকথা কেবল মাত্র সহযোগীতার মধ্য দিয়েই শিক্ষা করা সম্ভব। আবার স্বাধীনতা ব্যতীত

সহযোগীতাও অসম্ভব। এই জন্তই স্বাধীনতা ও সহযোগীতা চিরকালই একার্থ বোধক এবং অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কযুক্ত।"

ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীর বাদানুবাদ

ব্যক্তি—কিন্তু সমাজতন্ত্রীশাসনে মানুষের উচ্চাকাঙ্খা লোপ পাবে। আজ কাল বিভিন্ন লোক তাদের নিজ নিজ কাজ উৎসাহ ভরে সম্পাদন করে এই লোভে, যে বর্ত্তমানে যেভাবে সে কাজ করচে, ভবিষ্যতে তার চেয়ে উন্নতি হবে। সমাজতন্ত্রীশাসনে তাকে প্রথমেই যদি এই আশ্বাস দেওয়া যায় যে সে যেভাবেই কাজ করুক না কেন অন্ত সকলের সমান অর্থই তার ভাগ্যেও লাভ হবে, তাহলে তার আর উন্নতি করবার প্রয়াস থাকবে না; সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাকাঙ্ক্ষাও লুপ্ত হবে। ফাঁকি দিয়ে কোনও-রূপে তার নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে সে আলস্তে কাল কাটাবে।

সমাজ—আপনি মাত্র আর্থিক উন্নতির দিক লক্ষ্য রেখেই আলোচনা করছেন। আজ কালও বহু লোক কাজ করে তৃপ্তি পান বলেই কাজ করে থাকেন, কত টাকা লাভ হবে তা ভেবে করেন না। বড় বড় প্রতিভাশালী লোকদের চরিত্র আলোচনা করুন, দেখবেন পৃথিবীর অধি-কাংশ বিখ্যাত বিখ্যাত কবি, চিত্রকর, নাট্যকার, সাহিত্যিক বা বৈজ্ঞানিক তাদের নিজ নিজ প্রিয় কাজে বছরের পর বছর এক মনে আত্মনিয়োগ করেছেন শুধু ব্যক্তিগত রুচিবশে। অনেক সময়েই তাঁরা নিজ সাধনায় মগ্ন হয়ে বহুবিধ দুঃখ কষ্ট বা নিপীড়ন সহ্য করেছেন; কিন্তু তবু তাঁরা যোগভ্রষ্ট হন নাই। মাত্র কাজের জন্তই তাঁরা কাজ ভাল বেসেছেন, তা থেকে কি পারিতোষিক পাওয়া যাবে বা কি লাভ হবে তা চিন্তা করে দেখেন নি। বস্তুতঃ এইরূপ শিল্পসাধকদের অনেকেই, আমরা যাকে উন্নতি বা সিদ্ধি বলি, সেরূপ উন্নতি বা সিদ্ধিলাভ করেন নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা ভগবান প্রদত্ত শক্তির ব্যবহার করেই তৃপ্তিলাভ করেছেন।

কেউ কেউ হয়ত বহু বৎসর কৃচ্ছ্রসাধনা করে, অবশেষে অর্থ ও খ্যাতিলাভ করেছেন।

সমাজতন্ত্রী শাসনকালে এইসব প্রতিভাশালী ব্যক্তি গ্রাসাচ্ছাদনের দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি :পেয়ে নিজ নিজ প্রতিভা বিকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ পেয়ে সহজেই সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতিসাধন করতে পারেবন। তাছাড়া সমাজতন্ত্রী শাসনেও যে সমাজের প্রকৃত হিতকামী ব্যক্তিগণের যথোপযুক্ত আদর ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা থাকবে না তাও বলা যায় না। আজকালও 'লোকে নোবেল প্রাইজ বা ভিক্টোরিয়া ক্রস উপহার পেলে নিজেকে কৃতার্থ ও ভাগ্যবান মনে করেন যদিও আর্থিক দিক দিয়ে এরূপ উপহারের মূল্য খুব বেশী নয়। বস্তুতঃ আজও কেউ মাত্র অর্থব্যয় করে গৌরব কিনতে পারে না। সমাজতন্ত্রীশাসনেও আজকালকার ন্যায় সাধনার ফলস্বরূপ কেউ যদি সম্মান ও আদরলাভ করেন তাহলে তার আপত্তির কোনও কারণ থাকবে না।

ব্যক্তি—কিন্তু আমরা ত প্রতিভাশালী লোকদের কথা বলছি না তাদের কথা স্বতন্ত্র। যে সকল দিনমজুরদের প্রখর বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তি নাই তাদের কথাই আমি বলতে চাই। বর্ত্তমান সময়ে ভবিষ্যত উন্নতির আশায় যে সে আগ্রহান্বিত হয়ে নিজের কাজ করে তা অস্বীকার করা যায় না। ভবিষ্যতে তার আয় বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে আরাম ও বিলাসের জন্য কিছু কিছু অর্থ ব্যয় করতে পারবে, এই ধারণায়ই সে কাজ করে।

সমাজ—এ কথা অনেকটা সত্য। কেউ কেউ খ্যাতি বা সুনামার্জ্জনের জন্য কাজ করে; আবার অনেকেই মাত্র ভাল খাওয়া ও ভাল পরার আশায়ই নিরত কাজ করে। যারা খ্যাতি প্রয়াসী অনেক সময়ই তারা অধিক অর্থ বা সমাজে উন্নত অবস্থা লাভ করতে পারে না। মজুরগণও মাত্র কোনওরূপে গ্রাসাচ্ছাদন সম্পাদন করবার উপযুক্ত অর্থ উপায় করেই তৃপ্ত থাকে। সমাজতন্ত্রী শাসনে এই অধিক: সংখ্যক শ্রমিককুল

গ্রাসাচ্ছাদন ত' পাবেই তাছাড়াও তাদের আরও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্ত পরিশ্রম করতে হবে। গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবার জন্ত সকলকেই পরিশ্রম করতে হবে। কিন্তু সমবায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে সকল প্রকার কাজই আজকালকার চেয়ে অধিক তৃপ্তিদায়ক হবে, যেহেতু বর্ত্তমানে যে সব কাজ হাত দিয়ে সম্পাদন করতে হয় তার অধিকাংশই কলের সাহায্যে সম্পাদিত হবে; তাছাড়া যাতে শ্রমিকদের পরিশ্রম কম করতে হয় অথচ কাজ ও সুসম্পাদিত হয় তার সকল প্রকার সুব্যবস্থার ক্রটী হবে না। মানুষ স্বভাবতঃই শ্রমশীল। সাধারণতঃ লোক বিনাকাজে কাল কাটাতে পারে না। এই জন্তই সকল লোক যখন বুঝবে যে অধিক পরিশ্রম করলে তার লাভ এখন আর কারখানার মালিকের ভাগ্যে পড়বে না, বরং তাদেরই বেশী অর্থাগম হবে তখন শ্রমিকগণ ও বর্ত্তমান সমাজের চেয়ে অধিক প্রফুল্লভাবে কাজ সম্পন্ন করবে।

সমাজ—আপনি বলছেন নূতন সমাজনীতিতে লোকের উচ্চাকাঙ্ক্ষা কমে যাবে? এ আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত শ্রমজীবি মনে করে, "আমি যদি দিনরাত পরিশ্রম করে' ক্রমশঃ কিছু কিছু টাকা জমিয়ে ফেলতে পারি তাহলে হয়ত একদিন দিনমজুরের কাজ ত্যাগ করে নিজেই একজন ছোট্ট জমিদার বা ব্যবসাদার হতে পারবো।" অর্থাৎ সে যদি ধনিক-সম্প্রদায়ের সকল প্রকার অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, তাদের ইচ্ছানুরূপ কাজ করে যেতে পারে তবে একদিন সেও অন্তান্ত শ্রমিকের উপর ঐরূপ অত্যাচার করবার আশা মনে মনে পোষণ করতে পারে। সে যদি নিজে অপরের অত্যাচার নীরবে সহ্য করে, ভবিষ্যতে তাহলে সে নিজেও একজন অত্যাচারী হতে পারে—এই আসল কথা। ধনিক সম্প্রদায় বর্ত্তমানে শ্রমজীবিগণের উপর যেরূপ লুণ্ঠননীতি পরিচালন করছে নীরবে তা সহ্য করে তাদের উৎসাহিত করা এবং ভবিষ্যতে নিজেও তাদের মতাবলম্বী হবে—এইরূপ মত পোষণ করার নামই উচ্চাকাঙ্ক্ষা! এই আকাঙ্ক্ষায় বশবর্ত্তী হলে কেউ কাজ

করবার উদ্দীপনা পায় না—জীবনযুদ্ধে নিজের আত্মীয়স্বজনকে যে কোনও উপায়ে নিরস্ত করতেই প্রয়াস পায়। শিল্পোন্নতি করবার আকাঙ্ক্ষা এতে বৃদ্ধি পায় না, লোকের অর্থলুণ্ঠন করবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয় মাত্র, নিজের উন্নতিচেষ্টা জন্মে না, অন্যকে সৎকাজ থেকে নিবৃত্ত করবার প্রবৃত্তি জাগে। "আমার প্রতিযোগীদের অবনতি হোক কিন্তু আমি যেন উন্নতিলাভ করতে পারি"—এদের মনোভাব ঠিক এইরূপ।

ব্যক্তি—ব্যবসাদার সাহস করে' টাকা খাটিয়ে তার পরিবর্ত্তে যা লাভ করে থাকে তাকে 'লুণ্ঠন' বা চুরি আখ্যা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। ব্যবসাদার তার শক্তিবলেই অর্থ উপার্জ্জন করে থাকেন। তাছাড়া তিনি সাহস করে, মাত্র ভবিষ্যতের মুখ চেয়ে অর্থ ব্যবসায়ে খাটান তার প্রতিদানে তাঁর কি অন্যান্য শ্রমিকদের চেয়ে বেশী লভ্যাংশ পাওয়া উচিত নয়?

সমাজ—না, উচিত নয়। মিঃ রকফেলারের দৃষ্টান্ত ধরুণ। আপনি কি সত্যই মনে করেন যে তাঁর বুদ্ধি ও কার্য্যশক্তি অন্যান্য শ্রমিকদের তুলনায় এত বেশী যে তিনি মাত্র বুদ্ধি ও শক্তিবলেই বছরে এক কোটী টাকা উপার্জ্জন করেন, অথচ একজন শ্রমিক সারা বছরে এক হাজার টাকাও রোজগার করতে পারে না? যদি সত্যই তাঁর বুদ্ধিবলে মিঃ রকফেলার আর্থিকভাবে অন্যলোকের চেয়ে এত লক্ষগুণ বড় হতেন, তাহলে তাঁর চেহারা, বিশেষ করে মস্তকটী, অন্যান্য লোকের চেয়ে কত বড় হত তা অনুমান করতে পারেন কি? এভাবে ধরলে তাঁর হাত পা না থেকে মাত্র একটী মস্তকেই দেহখানি সম্পূর্ণ হত। কিন্তু আমরা জানি তাঁর চেহারা অন্য শ্রমিকদের চেয়ে কিছুমাত্র অতিকায় ছিল না। তাহলে কোনও ভগবানদত্ত শক্তিবলে তিনি এত অধিক উপার্জ্জনক্ষম হয়েছিলেন? তাই বা বলি কেমন করে? কারণ পাগল ছাড়া অন্য কে-ই বা বিশ্বাস করবে যে দশ হাজার শ্রমিকের সমবেতভাবে যত কার্য্যশক্তি মিঃ রকফেলার একাই সে শক্তির অধিকারী ছিলেন?

কিন্তু তা যদি না হবে, তাহলে তিনি একা কি ভাবে এত অর্থ উপার্জ্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন ? তা জানতে গেলে মিঃ রকফেলারের বিশ্ববিখ্যাত তেলের কোম্পানী—ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর অতীত ইতিহাস জানতে হয়। কিরূপভাবে তিনি আদালত ও আইন সভাকে ঘুষ দিয়েছিলেন এবং ন্যায় ও সত্যকে কিরূপ অম্লানবদনে দেশ থেকে বিতাড়িত করিয়েছিলেন তা জানতে হলে মিঃ লয়েডের বইখানি (Wealth vs. Commonwealth) পড়তে হয় কিরূপ নির্ম্মমভাবে তিনি ছোট ছোট ব্যবসাদারদের উন্নতি পথ রোধ করেছিলেন, রেল-কোম্পানীকে ঘুষ দিয়ে কেমনভাবে তিনি অন্য প্রতিযোগী ব্যবসাদারদের মাল সরবরাহে বাধা দিয়েছিলেন এবং এইরূপভাবে যে উপায়ে তেল-ব্যবসাদারদের মধ্যে একচছত্র সম্রাট হতে পেরেছিলেন তা আগে জানতে হয়।

[মাত্র কিছুদিন আগেও এই তেলব্যবসা সম্পর্কে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট থেকে অন্য বহু প্রধান প্রধান নেতার ঘুষ নেওয়ার যে লজ্জার ইতিহাস প্রকাশ হয়ে পড়েছিল তা কারও অবিদিত নাই] এই সব দেখে শুনে মিঃ রকফেলারকে একজন সাধারণ দস্যুর চেয়ে কি কিছুমাত্র উচ্চ শ্রেণীর জীব বলে মনে হয় ? এই থেকেই বোঝা যায় মিঃ রকফেলারও একজন সাধারণ শ্রমিকে মাত্র সুযোগ ও সুবিধার পার্থক্য ছাড়া আর কিছু নাই। আজকাল অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের উপর নিজশক্তি প্রয়োগ দ্বারা নিজের অধিক শক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করবার আর কোনও পন্থা নাই।

ব্যক্তি—আচ্ছা আমি মেনে নিলাম যে বর্ত্তমান সময়ে ব্যবসাদারদের মধ্যে যাঁরা অল্পকালমধ্যে অধিক অর্থ উপার্জ্জন করেছেন তাঁরা অধিকাংশই অসাধুচরিত্রের লোক ; কিন্তু এ কথাও ভুললে চলবে না যে এঁদের মধ্যে সাধু ব্যবসাদাররাও আছেন যাঁরা অতি অল্প অর্থ সম্বল করে সামান্য শ্রমজীবি থেকেই সাধু উপায় অবলম্বন করে ব্যবসায় বুদ্ধিবলেই ধীরে ধীরে অবস্থাপন্ন হতে পেরেছেন। কোনও দেশেই এখন কোনরূপ বিশিষ্ট শ্রমিক

বা ধনিশ্রেণী বলে কোনও শ্রেণী নাই। চেষ্টা করলেই যে কোনও শ্রমিক ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত হতে পারেন।

সমাজ—আমি মানলুম যে সাধু ব্যবসায় মালিক আছেন কিন্তু বছরে যাঁরা লক্ষ লক্ষ টাকা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে যে সেরূপ ব্যক্তি নাই তা অসঙ্কোচে বলা যায়। দশ হাজার টাকা লাভ করতে হলেও কোনও ব্যবসাদার অপরের ন্যায়সঙ্গত অধিকারে হস্তক্ষেপ না করেই পারে না। আপনি বলছেন ধনিক বা শ্রমিকদের কোনও বিশিষ্ট শ্রেণী বা দল নাই এ কথাটী একটু ভালভাবে বিচার করা যাক্। একটী দল বা শ্রেণী গঠিত করতে হলে একই প্রকার স্বার্থপ্রণোদিত লোককে সংঘবদ্ধ করা প্রয়োজন। এই সংঘের স্বার্থ অন্য লোকদের স্বার্থের অনুরূপ যে হবে না তা বলাই বাহুল্য, কেন না তা হলে সংঘ গঠনের প্রয়োজনই থাকে না। তা যদি সত্য হয় তাহলে এ কথা কি মিথ্যা যে কোনও দেশবিদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এইরূপ শ্রেণী বা সংঘভুক্ত? শ্রমজীবিগণও কি এইরূপ সংঘভুক্ত নয়? আয় কর, বা এরূপ অন্য কোনও আইন সম্পর্কে ব্যবসার মালিকদের স্বার্থ শ্রমজীবিদের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিপরীত নয় কি?

এইরূপ আরও অনেক বিষয়েই ব্যবসায় মালিকদের স্বার্থের সঙ্গে শ্রমজীবিদের স্বার্থের আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই জন্যই এঁরা দুইটী পরস্পর বিরোধী স্বার্থ বিশিষ্ট শ্রেণী ছাড়া আর কিছুই নয়। কথা আপনি অস্বীকার করলেও নিছক সত্য।

আপনি বলছেন এখনও প্রত্যেক লোকেরই উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত আছে! হয়ত কিছুদিন আগেও তা ছিল কিন্তু আজ আর তা বলা চলে না। আমেরিকার লোহার ব্যবসায়ীদের উন্নতির দ্বার কার্ণেগী রুদ্ধ করেছে (ভারতে যেমন করেছে টাটা কোম্পানী)। তেলব্যবসায়ীদের উন্নতির পথরোধ করেছে রকফেলারের কোম্পানী। এইরূপ বিভিন্ন বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান দেশবিদেশে তার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বিস্তার করে এবং

স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষকে কলে কৌশলে হস্তগত করে আজ তারা নূতন ব্যবসায়ী-দের উন্নতির পথ বন্ধ করেছে। আজও দরিদ্রদের মধ্যে অসমসাহসী লোকের উন্নতির ইচ্ছা হয় বটে, কিন্তু পঞ্চাশ বছর পূর্ব্বে জন্মালে তাদের যে উন্নতির সম্ভাবনা ছিল বর্ত্তমানে আর তা নাই।

ব্যক্তি—আচ্ছা যদি স্বীকার করাও যায় যে আজকাল লোকের উন্নতিপথ পূর্ব্বের চেয়েও বিঘ্নসঙ্কুল তবু এও দেখতে হবে যে বর্ত্তমানে শ্রমিকগণ পূর্ব্বের চেয়ে বেতনও খুব বেশী পান। তাছাড়া দেশ সম্পদশালী হওয়ায় লোকের ইচ্ছানুরূপ কাজ পাওয়ায় বিশেষ ব্যাঘাত হয় না।

সমাজতন্ত্রী—শ্রমিকদের বেতন পূর্ব্বের চেয়ে বেশী হলেও হতে পারে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাজারেও সব জিনিষের মূল্য খুব চড়ে গেছে। আপনি যে বলছেন আজকাল যে কোনও লোক ইচ্ছে করলে কাজে নিযুক্ত হতে পারে তা একেবারেই সম্ভব নয়। দেশের ব্যবসা ও ধনের বৃদ্ধি হওয়া সত্বেও এখনও বহুলোক উপযুক্ত কার্য্যাভাবে বছরের অধিকাংশ সময় বসে কাটাতে বাধ্য হয়। কয়েকবছর পূর্ব্বে আমেরিকার বোষ্টন সহরে যে বেকারগণের হিসেব নেওয়া হয়েছিল তা থেকেই ইহা বেশ জানা যায়। দুদিনের মধ্যে দুহাজার স্ত্রী পুরুষ বৃদ্ধ ও যুবক কর্ম্মপ্রার্থী হয়ে আবেদন করেছিল। (মাত্র দেড় বছর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু যে বেকার যুবকদের আবেদন চেয়েছিলেন, তাতে তিনিও একমাসের মধ্যে দশ হাজার আবেদন পেয়েছিলেন) যদি এরূপ হিসেব করা যায় যে এই সকল কর্ম্ম-প্রার্থীদের মধ্যে কেউ কেউ কোনও না কোনও কাজে নিযুক্ত আছেন কিন্তু তা সত্বেও তাঁরা তার চেয়ে কোনও ভাল কর্ম্মপ্রার্থী, তবু এ কথা সত্য যে অধিকাংশ লোকই সম্পূর্ণ বেকার। চাকরীর জন্য শুধু যে যুবকগণই আবেদন করেছিলেন তা নয় বৃদ্ধদেরও চিঠি পাওয়া গিয়েছিল। সমাজ-তন্ত্রীশাসনে সকলেই নিজ নিজ শক্তি ও ইচ্ছানুরূপ কাজ পাবেন, কাজের

জন্য তাদের ঘুরতে হবে না, কাজই তাদের খুঁজে বের করবে। এই আন্দোলন সাফল্যলাভ করলে কাজের জন্য বেতন প্রদান নীতি লোপ করা হবে সঙ্গে সঙ্গে বেতনের তারতম্য এবং কাজ পাওয়ার অসুবিধাও আর থাকবে না।

ব্যক্তি—আপনারা কেমন করে সকলকে কাজ দিবেন? বর্ত্তমানে যে সকল দ্রব্যাদি উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয় তাই আমাদের সকলের ভরণ-পোষণের পক্ষে যথেষ্ট। সকলকে কাজে নিয়োগ করতে হলে আরও জিনিষ উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে। এর ফলে কি প্রয়োজনাধিক দ্রব্য উৎপাদন ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকগণকে বাধ্য হয়ে বহুসময় বিনাকাজে বসে থাকতে হবে না? এই বিশ্রামের সময়েও যদি শাসনতন্ত্রকে সকল লোকের অন্নবস্ত্র সংস্থানের ভার নিতে হয়, তাহলে শীগগীরই সরকার দেউলে হয়ে পড়বে।

সমাজ—বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র হলে এরূপ হত বটে কিন্তু সমাজতন্ত্রী শাসনে তা হবে না। আপনি বলছেন বর্ত্তমানে যেরূপ দ্রব্যাদি উৎপন্ন বা প্রস্তুত হয় সমাজের পক্ষে তাই যথেষ্ট। সমবায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে এখনকার চেয়ে ঢের বেশী জিনিষের প্রয়োজন হবে, কারণ তখন লোকে জল বায়ুর ন্যায় বিনা পয়সায়ই আহার্য্য ও বস্ত্রাদি যাতে পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। আজকাল দরিদ্র জনসাধারণ মাত্র মহার্ঘতার জন্য বহু অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি থেকেও বঞ্চিত থাকতে বাধ্য হয়। দেশবাসীর বিভিন্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সে সময় বর্ত্তমানের ন্যায় মাত্র ব্যবসার জন্য প্রস্তুত হবে না, ব্যবহারের জন্যই হবে। এই জন্য সমাজতন্ত্রী শাসনে সকল ব্যবসায়ীই প্রভূত উৎপাদনে সচেষ্ট হবেন, বর্ত্তমানের ন্যায় দুর্ম্মূল্যের সময় চড়াদামে বিক্রয় করে লাভবান হবার আশা বা ঐরূপ কোনও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে ব্যবসা করবেন না। যদি সকললোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ন্যায্য মূল্যে তাদের দেওয়া যায় তাহলে জিনিষের চাহিদা এত বেড়ে

যাবে যে সমস্ত জাতি নিয়ত কাজ করেও সকল জিনিষ দিয়ে চাহিদা শেষ করতে পারবে না। যতদিন সাংসারিক অভাব না যায় ততদিন দেশের সকল লোকেই যদি তা নিবৃত্তিকল্পে সচেষ্ট হন তাহলে আপত্তির কোনও কারণ নাই।

ব্যক্তি · এতক্ষণ আপনি সমাজতন্ত্রী শাসনে শ্রমিকের অবস্থাটাই আলোচনা করেছেন। আপনাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে বর্ত্তমান সময়ের কোটিপতি ও বড় বড় ব্যবসায়ের মালিকদের কি ব্যবস্থা করবেন তা ভেবে দেখেছেন কি?

সমাজ—শ্রমিকদের যেমন ধনিকদেরও তেমনি কাজ করতে হবে। সমাজতন্ত্রী শাসনে কোনও শ্রেণীভেদ থাকবে না। এখনকার দরিদ্র পথের ভিখারীরও যেমন একটা ব্যবস্থা করা হবে, ধনিক বা বড় লোককে ও তেমনি পায়ের উপর পা তুলে বসে খেতে দেওয়া হবে না। বর্ত্তমানে যে সব কারখানা বা জমীদারীর মালিক হয়ে তারা সুখভোগ করছেন তা মাত্র তাদের ব্যক্তিগত সুখের জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না। তাদের বুদ্ধি ও শক্তির উপযোগী কাজ সমাজতন্ত্রী শাসনেও তাঁদের দেওয়া হবে। যাঁরা বড় বড় কোম্পানী বা কারখানার ম্যানেজারী করে নিজ নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা সমাজতন্ত্রী শাসনেও সেই কাজ করবেন। এ সব কারখানা পরিচালনা করে যা লাভ হবে তার অংশ ম্যানেজার ও শ্রমিক সকলেই সমানভাবে পাবেন। এখন যেমন এক একটা বড় কোম্পানী নিজ নিজ অংশীদারদের শতকরা তিন শ' চার শ' বা পাঁচ শ' টাকা লাভ দেন সমাজতন্ত্রীশাসনে আর তা হবে না।

এ ছাড়া এখন জমীদার ও কারখানার মালিকগণ বাড়ী ভাড়া, খনিজ দ্রব্যোৎপাদন, ফ্যাক্টরী পরিচালন ইত্যাদি বাবদ যে সব অর্থ লাভ করেন তা সমবায় সাম্রাজ্যে রাজকোষে প্রদত্ত হবে এবং সকল দেশবাসীই তার সমান অংশ পাবেন। এরূপ হলে সকললোকই নিজ নিজ সুখসুবিধা

পাওয়ার জন্য খুব সাগ্রহে কাজ করবেন। প্রত্যেককে সে সময়ে বর্ত্তমানের চেয়ে অধিক মজুরী দেওয়া হবে। সকলেই বিবাহ করে, আরামদায়ক, স্বাস্থ্যকর আবাসে কালযাপন করতে পারবেন এবং দিনে যতবার ইচ্ছা খেতে পারবেন। নূতন সমাজ গঠিত হলে বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় সকলকে মাত্র গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে না।

ব্যক্তি—আপনি বিয়ের কথা বলায় আমার মনে আর একটি প্রশ্নের উদয় হল। মানুষ যদি অর্থোপার্জ্জন করতে পারে এবং যত বড়ই সংসার হোক না কেন তার ভরণ পোষণের কোনও ভাবনা থাকবে না এইরূপ প্রতিশ্রুতি যদি সে পায়, তাহলে কি দেশের জনসংখ্যা অতি অল্পকাল মধ্যে খুব বেশী বৃদ্ধি পাবে না? এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক দেশবাসীর লাভের অংশও কমে যাবে না?

সমাজ :—এ বিষয় আমার মত এই যে এরূপ আকাশ-কুসুম এখনই ভেবে কোন লাভ নাই। জনসংখ্যা কম বৃদ্ধি-মূলক শাস্ত্র এখনও এরূপ ভালভাবে সকলে জ্ঞাত নহে যা থেকে আমরা নিশ্চিত বলতে পারি কিরূপে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, এবং বৃদ্ধি পেলেই বা পৃথিবীর অবস্থা কি হবে তাও কেউ ঠিক বলতে পারেন না। তবে এ কথা সত্য যে এখনও দেশে দেশে এত জমী পড়ে আছে যে সেখানে বহু লক্ষ লোকের অতি সহজেই বাসস্থান হতে পারে।

দেখা গেছে শিক্ষার প্রচার ও আর্থিক উন্নতি হলে লোকের সন্তান সংখ্যা ও কম হয়। সমবায় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হলে সকলেই অতি সহজেই শিক্ষালাভ করতে পারবেন এবং আর্থিক অবস্থাও উন্নত হবে। সেইজন্য এই মনে হয় সঙ্গে সঙ্গে সন্তান জন্মের হারও কমবে। যারা গরীব শ্রমিকদের পল্লীতে ঘুরেছেন তাঁরা জানেন এই সব দরিদ্র শ্রমিকদের ভাগ্যেই বহুসন্তান জোটে। একজন শ্রমিকের পাঁচটী থেকে দশটী সন্তান

ই দেখতে পাওয়া যায়। অথচ বড় লোকদের আবাস স্থানে যান, দেখবেন ঠিক উল্টো। শিক্ষিত ধনী পরিবারে পাচটীর বেশী সন্তান একটা দেখতেই পাবেন না, সাধারণতঃ দুটী বা তিনটীতেই সংখ্যা করেছে।

এই সব দেখে মনে হয় শিক্ষার প্রচার ও জীবন যাপন অনায়াসসাধ্য হলেই যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এরূপ বলা যায় না। যদি তা হয় তা হলে আত্মরক্ষার সহজ প্রেরণা থেকেও স্বতঃই জন্মসংখ্যা কমে যাবে। তারপর পৃথিবীতে যদি লোকসংখ্যা সত্যই বৃদ্ধি পায় তাহলে এ মনে করাও অন্যায় যে কোনও নৈসর্গিক উপায়েই সে সমস্যার সমাধান হবে। ঈশ্বরের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় শক্তিতে যাঁরা আস্থাবান তাঁরা আশা করি সুদূর ভবিষ্যতে কি হবে তা ভেবে আজই ব্যাকুল হবেন না; কারণ এ কথা ঠিক যে আগামী দুই পুরুষকালের মধ্যে এ সমস্যার উদয় হবে না।

সমাপ্ত